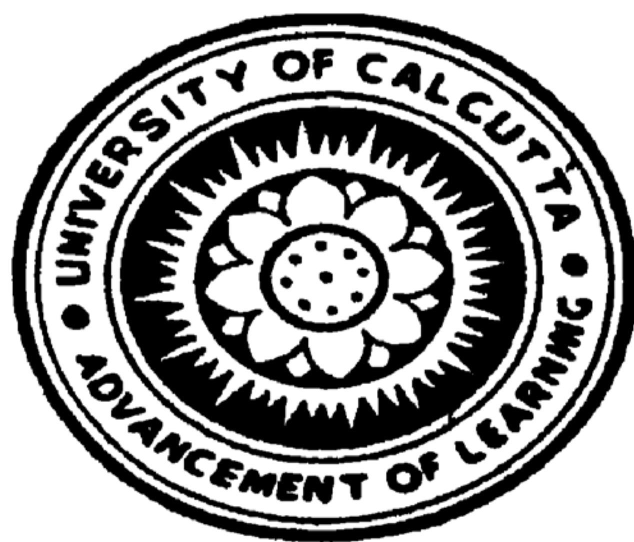
এগারটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য-নির্দশন

অমরেন্দ্রনাথ রায়
কর্তৃক সঙ্কলিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৮

মূল্য—৬

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রক: শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

সূচীপত্র

চণ্ডী নাটক

[ভারতচন্দ্র রায়]

[ভারতচন্দ্রের এই অসমাপ্ত নাট্য-রচনা আবিষ্কার করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১২৬২ সালে গুপ্ত-কবির লিখিত "কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত" নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা হইতেই এই লেখাটুকু উদ্ধৃত হইল। এই রচনা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে গুপ্ত-কবি তখন লিখিয়াছিলেন,—"মরণের কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা ছলে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডী নাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, তাহার ভূমিকা ও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র প্ররচনা করিয়াই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা অনেক যত্ন, অনেক পরিশ্রম এবং অনেক উপাসনা করত সেই কয়েক পাত পুঁতি সংগ্রহপূর্ব্বক মহানন্দে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, কবিতা-কুসুমের মধুপ স্বরূপ পাঠকবৃন্দ মকরন্দ পানে আনন্দ করিতে থাকুন।"]

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]

সংগায়ন্ যদশেষ-কৌতুককথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্তৈ্র-র্বাদ্যবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর	নৃত্য বিশারদ	সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক	নূতন কবিকৃত	হাম তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায়সে বাতায়ব	ভাব ভবানীকো	ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে	ধরণী-মণ্ডলে	তারিণী লে অবতারি॥
গুরুসম ধীর	বীরসম গুনহ	সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ	রাজ-শিরোমণি	ভারতচন্দ্র বিচারি॥

[সূত্রধারের উক্তি]

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽভবদ্রাঘব-
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী-
স্তৎপুত্রোঽয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো।
ভুরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সদ্বর্ণিতম্ ॥

[চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন]

খট্মট্ খট্মট্ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যস্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোররনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগর্জ্জৈঃ
ভোঁ ভাঁ ভোরঙ্গ শব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামাদগড়দড়মসা স্তব্ধ নিস্তব্ধ দেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেবদেবী পাথর পাথর ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা যমঘর যমকো আগকো অগলাগে ॥
বায়োঁকো রোধ করকে করত বরণকো সব তুসো অব মাগে
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ কতি নেহি ঝগড়ো জোঁঠ কুবেরা না ভাগে ॥

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

শোন্ রে গোঁয়ার লোগ্, ছোড় দে উপাস্ যোগ্, মানহু আনন্দ ভোগ,
ভৈঁষরাজ যোগমে।

আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকো জ্বালাও জিউ, এক রোজ প্যার পিউ,
ভোগ এহি লোগমে ॥
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগ
যোগ, মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান, অর্থ নার আব জান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান,
আর সর্ব্ব রোগমে ॥

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

কমঠ করটট	ফণিফণা ফলটট	দিগ্‌গজ উলটট	ঝগটট ভ্যায়রে
বসুমতী কম্পত	গিরিগণ নম্রত	জলনিধি ঝম্পত	বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুঁটত	রবিরথ টুটত	ঘন ঘন ছুটত	যেণ্ড পরলয়রে।
বিজলী চট চট	ঘর ঘর ঘট ঘট	অটঅটঅটঅট	আঃক্যায়া হ্যায়রে ॥

অসম্পূর্ণ

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব

[রামনারায়ণ তর্করত্ন]

বিজ্ঞাপন

পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতিমর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম; তন্নিমিত্ত "পতিব্রতোপাখ্যানে" প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গিয়াছে। পরে রঙ্গপুরস্থ ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ মহাশয় ভাস্করাদি পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীনকামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাবসম্বলিত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" পরে আমি তাহা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাতে উক্ত গুণগ্রাহী দেশহিতৈষী মহোদয় তদ্দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া অঙ্গীকৃত ৫০৲ টাকা আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন এবং অসামান্য বদান্যতাশালী উক্ত মহানুভব আমার প্রার্থনানুসারে পুস্তকও আমাকে দেন। আমি তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্য-জনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহিপঞ্চাননের বিয়োগপরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্ব্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, কৃত্রিম কৌলীন্য-প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে

পারে। এক্ষণে প্রার্থনা, সজ্জনগণসমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ।

নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রী

ধর্ম্মশীল	...	পুরোহিত।
তর্কবাগীশ	...	ঐ ছাত্র।
ভোলা	...	কুলপালকের কৃষাণ ভৃত্য।
অধর্ম্মরুচি	}	বৈদেশিক
বিবাহবণিক	}	কুলীন ব্রাহ্মণ।
উত্তম মুখোপাধ্যায়	...	বিবাহবণিকের ক্ষেত্রজ পুত্র।
উদরপরায়ণ	...	ব্রাহ্মণ।
ন্যায়ালঙ্কার	...	অধ্যাপক।
শিশু	...	উদরপরায়ণের পুত্র।
সুমতি	...	ঐ স্ত্রী।

চতুর্থ অঙ্ক।

ভোলার প্রবেশ।

ভোলা। (স্বগত)

মোগার কোপালে ডুক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টি খাট্টি মনু এট্টু বষ্টি পাই নাই॥
বসি ঘরে প্যাটভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই॥

ঐ ওত্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টি গেহালাম্, এস্তে এস্তেই বড়মোশাই বল্যে "ওরে ভোলা, তুই যা, পুরুৎঠাকুরের ডাকি

আন," তা এই মুই অদ্দূরে থাকি আলাম্, তামুক খাতিও পালাম না, এট্টু জিরুতিও পালাম্ না, তাই ত মোদের বৌ বলে হালো, বলে "চাকুরি না কুকুরি" তা খাতিপত্তি পাইনে, না করে কি কর্ব্বো? মুনিব ঝা বলে, তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? থ্যাদায়ে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ, কেচ্চে খানা ভুলি আলাম্, দাদা-ঠাকুর বল্যে "এস্‌বের বেলা এট্টা থোঁড়ের গাছ আনিস্" তা কিদি কাট্‌বো? আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদেন্ধারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইস্থেই হ্যাবো। (কিয়দ্দূর গিয়া) এই মোর ঝীয়ের ঘর, এখন ঝী মোর হেতা নেই, তা বীন্‌কে ডাকি। (প্রকাশে) ও বীন! বীইন্! একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বল্যি? হেরিয়ে গেচে? ঝাক্‌গে, আবার মোরে ফিরি এস্‌তে হলো; যাই তবে (অধিক দূর গিয়া, স্বগত) ঐ পুরুঠ্‌ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌তি পাচ্চি, শালার বামুণ কদ্দূরে ঘর বেনিয়েচে? (নিকটে গিয়া, প্রকাশ্যে) ও পুরুঠ্‌ঠাকুর! ঘরে, গো!—না গো, আর পুরুঠ্‌ঠাকুর বল্‌বো না, সেবার বলে হেলাম্, তা সে বামুণ কুধ্যু করে; (উচ্চৈঃস্বরে) ও বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর! ঘরে গো! কৈ ওত্তর দেয় না ঝে? কোথা বুঝি ছর‍্যাদ কত্তি গেচে বামুণ্‌দের কি? বড় মান্‌ষির বাড়িই ছায়ায় বসি, গোলবালিশে ঠ্যাশ মারি গুড়ুক তামুক খায়, গপ্‌পি করে, তাই বুঝি গেচে। ও ও মা ঠাকুরুণ্! মা ঠাকুরুণ্! তোমার বাবাঠাকুর কোতা গো?

ধর্ম্মশীলের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ কেরে ও! রাম রাম, প্রস্রাব করিতে বসিছি, এতো চীৎকার কর্ত্তেছে কেন?

ভোলা। মুই, বেড়ুয্যের বাড়ির মেন্দের-ভোলা।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) কিরে ভোলা?

ভোলা। এজ্ঞে হাঁ বাবাঠাকুর, পেন্নাম।

ধর্ম্ম। কিরে কেন এসেছিস্? ভাল ত সকল?

ভোলা। এজ্ঞে, বড়মোশাই তোমারে এস্‌তে বলে, তার মেয়েগার ব্যা।

ধর্ম্ম। বিবাহ! কি অদ্যই হইবে?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, আজি সঞ্জেব্যালা ব্যা হবে। তিনি আমায় বল্যো "ভোলা, তুই আজি নাত্তিরে ঘর য্যাসনে, তোর দিদিঠাগ্‌রুণীদ্দের ব্যা।"

ধর্ম্ম। হাঁ, হাঁ, শুভাচার্য্যের মুখে শুনিতেছিলাম বটে। তাঁর চারিটি কন্যারি কি বিবাহ একেবারে হবে?

ভোলা। এজ্ঞে মশাই।

ধর্ম্ম। (স্বগত) এবারকার দক্ষিণার টাকায় ব্রাহ্মণীর নত গড়ান হইতে পারিবে। (প্রকাশে) তবে তুই যা, আমি পুথি লইয়া যাইতেছি।

ভোলা। যে এজ্ঞে—মুই তবে যাই।

(ভোলার প্রস্থান।)

ধর্ম্ম। একাকী যাওয়াটা ভাল হয় না, ছাত্রেরা কোথায়?—

তর্কবাগীশের প্রবেশ।

এই যে তর্কবাগীশ বাবা, ওহে একবার আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে?

তর্ক। কোথায় যাইব?

ধর্ম্ম। আমার যজমানের বাটীতে বিবাহ, তুমি গেলে চাউল কলা সব আসে, যাও তবে এস।

তর্ক। যে আজ্ঞা, চলুন তবে; (পথে গমন) মহাশয়! আজি ত বিবাহের দিন নাই।

ধর্ম্ম। বাপু হে! সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত; তাঁহার চারিটি কন্যা; তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটির কেবল কন্যাকাল আছে, তৃতীয়টি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা অনূঢ়াবস্থায়ই যৌবন যাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদ্দিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই, কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই। (কিঞ্চিৎ নয়ন মুদ্রিত করিয়া) আহা! হা! কি মহাপাতক—রাম! রাম! রাম! বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত আছে,—

"যাবন্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি যাচ্যমানাং।
তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥"

অবিবাহিতাবস্থায় কন্যার যতবার রজোযোগ হয়, তাহার পিতা মাতা তত প্রাণিহত্যার পাপে পাপী হয়, এবং পৈঠীনসি কহিয়াছেন,—'যাবন্নোদ্ভিদ্যেতে স্তনৌ তাবদেব দেয়া, অথ ঋতুমতী ভবতী, তদা দাতা প্রতিগ্রহীতা চ নরকমাপ্নোতি পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাশ্চ বিষ্ঠায়াং জায়ন্তে তস্মান্নগ্নিকা দাতব্যেতি।'

কুচযুগল মুকুলিত না হইতে হইতেই বিবাহ দিবে, এই বিধি; কিন্তু যদি অনূঢ়াবস্থায় ঋতুমতী হয়, কন্যাদাতা, বর, উভয়ে নরকে গমন করে, আর তাহার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সকলে বিষ্ঠার হ্রদে কীটভাব লাভ করে। অতএব ঋতু হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে, এই শাস্ত্র; কিন্তু এক্ষণে বল্লালকৃত কুলগৌরব-সৌরভ-লোভে কুলপালক এই সকল যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ শাস্ত্রকে অশ্রদ্ধা করিয়া, কতশত পাতক না স্বীকার করিয়াছে? এত দিনের পর কোথা হইতে অশেষ দোষাকর কুলীন এক পাত্র পাইয়া অন্য অদিনে, তাহাকে কন্যাচতুষ্টয় প্রদান করিবে! করুক, যাহার যাহা অভিমত,—দক্ষিণা প্রাপ্তি হইলেই আমার অভিমত সিদ্ধ হয়, দিনের কথায় কায কি?

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ভাল এক কথা জিজ্ঞাসা করি; যাহার কন্যা, সে কুলীনপাত্র না পাইলে কুলভঙ্গভয়ে বিবাহ দিতে পারে না; সুতরাং তাহাতে পাপ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু রজোযোগ হইলে, সে কন্যাকে কে গ্রহণ করিয়া এমন পাপে লিপ্ত হয়?

ধর্ম্ম। সেও ঐ কুলীন মহাত্মারা; তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দুষ্ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, গুণপর্য্যালোচনা, সৌন্দর্য্যাভিলাষ, জাতিবিনাশশঙ্কা, লোকাপবাদভয়, কিছুই নাই; অর্থলোভে এক ব্যক্তি একশত পর্য্যন্ত পরিণয়ে প্রণয় বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহব্যাপারে আলস্য নাই।

অধর্ম্মরুচির প্রবেশ।

অধর্ম্ম। কে হে তুমি, বে তে আলিস্তির কথা বল্‌চো? বে কর্ত্তে কি আলিস্তি হয়? গেলেম্—বে কল্লেম—যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চনমূল্য পেলেম্—চল্যেম্—আর কি? বে অরুচির রুচি, যদি পাই রুপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি, তাতে কি আলিস্তি আছে?

ধর্ম্ম। (জনান্তিকে) তর্কবাগীশ! এই দেখ, এক মহাপুরুষ! (প্রকাশে) না তাহা নয়, আমি একটা কথার কথা কহিতেছিলাম; আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়!

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ী।

ধর্ম্ম। শ্বশুরবাটী নিবাস, ইহা কেমন কহিলেন?

অধর্ম্ম। যেখানে থাকৃতে হয়, সেই নিবাস।

ধর্ম্ম। আপনি কি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন?

অধর্ম্ম। (সক্রোধে) আঃ আমি কি ডোম; যে ধর্ম্মশাস্ত্র শিখে ধর্ম্মপণ্ডিত হব?

ধর্ম্ম। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসার এমন রীতি আছে—লোকে ক'রে থাকে, তায় ক্ষতি কি? বলুন না কেন, কি ব্যবসায় করেন?

অধর্ম্ম। আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?

ধর্ম্ম। বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?

অধর্ম্ম। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই—তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও খাতক নই, আপনি কি কুলীনেচ্ছেলের বিষয় জানেন্ না?

ধর্ম্ম। হাঁ জানি, বিশেষ জানি না, আপনারা শ্বশুরবাটীতে কিরূপ থাকেন?

অধর্ম্ম। শ্বশুরবাড়ীর সুখের কথা এক মুখে কত কব?

বরফী তুলিয়া হাতে দাঁত দিয়া কাটি।
পায়স অঙ্গুলে করে বসে বসে চাটি॥
ভোজনে ওজন বুঝে ঘন দুধবাটি।
শয়নে কেমন সুখ পরিপাটি পাটি॥

আলাপে শীলতা বড় কথা কাটাকাটি।
সম্বল কিছুই নাই মুখে মালসাটি ॥
বসিয়া মজাগি করি কখন না খাটি।
অহঙ্কারভরে মোরা না মাড়াই মাটি ॥

ধর্ম্ম। হাঁ, হইতে পারে, আহারাদির ক্লেশ ঘটে না বটে, কিন্তু সংসারি মানব মাত্রেরই অর্থ প্রয়োজনীয়। যদি কোন কারণে ধনের প্রয়োজন হয়, কি করেন ?

অধর্ম্ম। তাহাও সেথায় পাওয়া যায়,—দক্ষিণহস্তে দক্ষিণে না পেলে কি সেথা থাকি ? কেন থাকৃবো ? বরং অতিত হ'য়ে অন্যের বাড়িই সিদ্ধপক করি—তা ভাল; মশা তাড়াই—সেও আচ্ছা; আমরা এমন গুরুর শিষ্য নই, কুলমর্য্যাদা না পেলে কদাচ সেথায় থাকিনে ;—আরও কোন রকম সকম আছে।

ধর্ম্ম। কিরূপ রকম সকম ?

অধর্ম্ম। পেটের দায়ে আমাদের এসে ধরে, আমরাও পেটের দায়ে কিছু নে থাকি।

ধর্ম্ম। পেটের দায়ে কিরূপ, বুঝিতে পারিলাম না।

অধর্ম্ম। (অট্টহাস্য করিয়া) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিছুই বোঝেন না !

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, আমরা ওরূপ কথা বুঝিতে পারি না।

অধর্ম্ম। আমরা কুলীনের ছেলে, অনেকগুলো বে, সর্ব্বত্র ত যাওয়া হয় না, তা যদি কোথাও বেঁধে যায় আর নিকাশ প্রকাশ না হয়—বুঝ্তে পেরেছেন কি ?

ধর্ম্ম। হাঁ বুঝিছি। তবে কি হয় ?

অধর্ম্ম। তবে তারা লোকনিন্দে ভয়ে এসে আমাদের নে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমাদেরও ঝোপ বুঝে কোপ, মট্‌কা মেরে বসে থাকি। সুতরাং তারা ১০।২০।৩০ দিয়া লইয়ে যায়।

ধর্ম্ম। ভাল বুঝিয়াছি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, শ্বশুরালয়ে অধিক দিন থাকিলে, তোমাদের আদর ও গৌরবের কিছু হানি হয় কিনা।

অধর্ম্ম। (ঈষদ্ধাস্য মুখে) না মহাশয়, কুলীনের ছেলে যত অধিক কাল শ্বশুরবাড়ী থাকে, তত অধিক আদর বাড়ে,—তা থাক্তে পাই কৈ ? বচ্ছরে তিন শ যাটি দিন বৈ ত নয় ?

ধর্ম্ম। (উচ্চহাস্ত মুখে) আপনি কত সংসার করিয়াছেন?

অধর্ম্ম। আমাদের কুলীনেচ্ছেলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু, আমি ধর্ম্মভীত অধর্ম্মরুচি মুকুয্যে, আমি অধিক করি নাই।

ধর্ম্ম। তবু কত, শুনিতে পাই না?

অধর্ম্ম। শুন্তে পাবেন না কেন? আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর বে করি নাই;—কত গুলো বে কর্ল্যে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারি কুড়ি পোনের টা বে করেছেন, এখন তিনি অস্তদন্তহীন হয়েছেন, তবু পেলে ছাড়েন না।

ধর্ম্ম। (সহাস্য মুখে) আপনি এত অল্প বিবাহ করিয়াছেন? ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি আপন বিবাহিত ৭৪টি স্ত্রীর প্রত্যেকের কি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন?

অধর্ম্ম। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি নে, অথবা যার ধর্ম্ম সেই রক্ষা করে। আমাদের ধর্ম্ম এই যে আমরা কুলীনের ছেলে ধর্ম্মে ধর্ম্মে কিছু পেলে ছাড়িনে, সে কথায় কায কি? নমস্কার মহাশয়, আমি পিতার তত্ত্বে এসেছি, দেখি তিনি কোথায়!

(ইতস্তত: অন্বেষণ করিয়া অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

ধর্ম্ম। শুনিলে তর্কবাগীশ?

তর্ক। আজ্ঞা, শুনিলাম; কি চমৎকার! কি ভয়ানক ব্যাপার! বল্লালসেন গৌড়রাজ্যে ধর্ম্মনির্ম্মূলনার্থ ধুমকেতুস্বরূপ উদিত হইয়াছিল, যথার্থই বটে।

ধর্ম্ম। বাপু হে! বলিব কি? পুর্ব্বে কুলীন শব্দে নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি বুঝাইত, এই ক্ষণে আর তাহা নাই; কুকার্য্যে যে লীন, তাহাকেই কুলীন কহে। হা বিধাতঃ! তোমার সুদৃশ্য বিশ্বরাজ্য পরিণামে কি পর্য্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল! হে বসুন্ধরে! বিবাহ করিয়া পত্নীর ভরণপোষণ ও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হয়, ইহা যাহাদিগের কর্ণকুহরেও কদাচ স্থান পায় না—সর্ব্বদাই বিবাহ-বাণিজ্যে দীক্ষিত থাকে, তাহাদের পাপভরেই তুমি ভারাক্রান্তা রহিয়াছ! স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয়বিশেষ পুরুষাপেক্ষা অষ্টগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে, কিন্তু এই সকল বল্লাল-দত্ত-কৌলীন্যচিহ্ন-ধারী

কুলীন মহারথীরা ইহা বিবেচনা না করিয়া শতাধিক বিবাহ করেন, ইহাতে ঐ বিবাহিত কুলকামিনীগণের প্রত্যেকের কি ধর্ম্মরক্ষা হয়? বিবাহের পর জীবনকালমধ্যে কোন শ্বশুরালয়ে ইহারা দ্বিবার, কোথায় ত্রিবার পদার্পণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষিত হইবে? বর্ত্তমান কালে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার সম্যক্ প্রথা নাই, সুতরাং তাহারা অন্তঃকরণকে বিষয়বিশেষে ব্যাপৃত করিতে পায় না, চিরকাল পিত্রালয়ে অবস্থান করে, দুঃসহ যৌবন-যাতনা উপস্থিত হইলে নিতান্তই হিতাহিত বিবেচনাবিহীনা হইয়া স্ব স্ব সমীহিতসাধনে যত্নবতী হয়, তাহাতে জাতিপাত ও জনাপবাদ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার তাহাদের ভ্রূভঙ্গের আনুসাঙ্গিক ফল হইয়া উঠে। মনু কহিয়াছেন,—

বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে পরিণেতা, এবং পতির লোকান্তর হইলে পুত্রগণ, স্ত্রী জাতির আবরক হইবে।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥

মনু এই শ্লোকে স্ত্রীজাতির ষট্প্রকার দূষণ গণনাতে পতির সহিত চিরবিরহেরও পাতিব্রত্যনাশকতা কহিয়াছেন। কিন্তু বল্লালি প্রথায় কুলীনকন্যা ও কুলীন কর্ত্তৃক বিবাহিত বনিতাদিগের প্রায় অহরহই বিরহবেদনা সহ্য করিতে হয় ও চিরদিনই পিত্রালয়ে থাকিতে হয়, সুতরাং তাহারা কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিবে? ব্যভিচারদোষে অবশ্যই লিপ্ত হইয়া থাকে।

তর্ক। যথার্থ মহাশয়।

ধর্ম্ম। আমরাও সেই সকল ব্যক্তির যাজন কার্য্যে ভূরি ভূরি মহাপাতক স্বীকার করিতেছি! কি করি? কালধর্ম্ম সহকারে সকলি করিতে হয়।

নিজ পিতা বিবাহ-বণিকের সহিত অধর্ম্মরুচির পুনঃ প্রবেশ।

বিবাহ। তার পর বাপু! কি হলো?

অধর্ম্ম। তার পর মাধবপুরে যাচ্ছিলাম, এই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভাল হলো, তবে একটা মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করি, কি কর্ব্ব্যো বলুন দেখি?

বিবাহ। কি বল?—কেন এত বিষণ্নমুখে রহিলে?

অধর্ম্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) জৈত্রপুরের দোকানে বসে আমি মৌতাৎ কচ্ছিলাম, এমন সময়ে এক বেটা নাপ্‌তে নকুলপুর থেকে এক খানা পত্র এনে দিলেক।

বিবাহ। নকুলপুরে তুমি কি বে করেছিলে?

অধর্ম্ম। আপনি কি করে জানিলেন?

বিবাহ। বলি, এ আর জান্তে কি? কুলীনের ছেলের তিন কুলে কে আছে যে চিঠী লিখিবে? তা পত্রে কি লেখা আছে?

অধর্ম্ম। আমি ত লেখা পড়া শিখিনি, সেই দোকানি তা পড়িল।

বিবাহ। কি বৃত্তান্ত?—কেন বাপু! অধোমুখে নিরুত্তর হইলে? কোন অমঙ্গল সম্বাদ না কি? বল বাবা কি হ'য়েছে?

অধর্ম্ম। (অধোমুখে) হাঁ—এক প্রকার অমঙ্গলই বটে, সেথায় আমার একটি মেয়ে হ'য়েছে, তার অন্নপ্রাশনের নিমিত্তে আমার সম্বন্ধী আমাকে সেথায় যেতে লিখেচে, দোকানি বেটা ত এই বল্ল্যে।

বিবাহ। আ—হা! কন্যা হ'লো! পুত্র সন্তান হ'লে ভাল হ'তো! ঈশ্বরের ইচ্ছা, এত অন্যের সাধ্য নয়, তা কি কর্ব্ব্যো, তবে কিনা আমাদের কন্যাগত কুল; তাহার বিবাহ সময়ে কুলকর্ম্ম কত্ত্যে হবে, না পারিলে কুলভঙ্গের সম্ভাবনা বটে, তা কি কর্ব্ব্যে বাপু! যাও অন্নপ্রাশন দেও গে।

অধর্ম্ম। বাবা! তার নিমিত্তে বল্‌চি না।

বিবাহ। তবে কি নিমিত্ত?

অধর্ম্ম। কি বল্‌বো বাবা, লজ্জা হয়; সে দেশে প্রায় তিন বচ্ছর যাই নাই, তাই বলি—মেয়েটা হ'লো!

বিবাহ। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই,

একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু! তারা অমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি?—

(অধোমুখেই অধর্ম্মরুচির প্রস্থান।

(স্বগত) আমার কিছু টাকা চাই; কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হ'য়েছে, নিকটে কি কোন শ্বশুরবাড়ী নাই? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্চে, এখান হইতে এক ক্রোশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি একবার বে হ'য়েছিল (চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি, না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্চে না—পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে ত ফর্দ্দ আছে, তাই দেখি না কেন? (ফর্দ্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে "১২৪২ সাল, ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করেছি" হু, দেখেছ? লেখা পড়া রাখা ভাল, মনে করে কত রাখা যায়? লেখা ছিল, এইত মনে হ'লো, নৈলে কি হ'তো? যাই এখন সেখানেই যাই; কিন্তু সে বামণ বামণপণ্ডিত, কিছু দিতে পারে এমন বোধ হয় না। ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনা কাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন? কিন্তু যদি বাবাজীর মত আমারও সেথায় কন্যা হ'য়ে থাকে, তবেই ত বিভ্রাট (কিঞ্চিদ্গমন করিয়া) কোন্ পথটা দে যাব, কাহাকেও যে দেখিতে পাই না, জিজ্ঞাসা করি কাকে?—

উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

(প্রকাশে) ওহে! কে হে তুমি! বিমলাপুরে কোন্ পথে যাব, বলিতে পার?

উত্তম। বিমলাপুরে যাবেন। আমার সঙ্গে আসুন। আপনি বিমলাপুরে কার বাড়ীতে যাবেন?

বিবাহ। কমল ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ী।

উত্তম। তথায় কি প্রয়োজন?

বিবাহ। আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, তাই একবার তত্ত্বাবধান করিতে যাই।

উত্তম। মহাশয়ের নাম কি ?

বিবাহ। আমার নাম শ্রীবিবাহবণিক্ মুখোপাধ্যায়।

উত্তম। তবে আমি প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

বিবাহ। বাপু, তুমি কে আমাকে প্রণাম করিতেছ ?

উত্তম। আমি মহাশয়ের পুত্র, আমার নাম উত্তম মুখোপাধ্যায়।

বিবাহ। পুত্র! সে কি! তুমি কাহার দৌহিত্র ?

উত্তম। আমি বিমলাপুরের শ্রীযুক্ত কমল ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্র।

বিবাহ। তবে যথার্থ হইত বটে, এস এস বাছা এস, (মস্তকে হস্তার্পণ)।

উত্তম। আমি আজি কৃতার্থ হইলাম—জন্মাবধি পিতৃদর্শন পাই নাই।

বিবাহ। (স্বগত) তুমি দর্শন পাবে কি, তোমার মাও আমাকে কখন দেখে নাই—সেই শুভদৃষ্টি মাত্রই যা হউক। কৈ, অধর্ম্মরুচি বাপা এখন কোথায়,—কন্যা হ'য়েছে বলে বড় ভয় পেয়েছিলেন; দেখুন এসে, আমার এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, আমারও আজি পরম আহ্লাদ—পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

উত্তম। মহাশয়ের শরীর ভাল আছে ?

বিবাহ। হাঁ বাপু, তোমাদের সকল মঙ্গল ?

উত্তম। আজ্ঞা শ্রীচরণপ্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল ?

বিবাহ। (স্বগত) দূর হউক, আর সেথায় যাব না। (প্রকাশে) উত্তম,—বাপু তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভাল হ'লো, সেথাকার সংবাদ পাইলাম, তবে আর যাইবার আবশ্যকতা কি ? তুমি যাও, আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তথায় যাই।

উত্তম। না মহাশয়, আপনাকে যেতে হবে, চলুন।

বিবাহ। কেন আর মিছে কর্ম্মভোগ ? সংবাদ ত পেলেম।

উত্তম। না না, তা হবে না, যেতেই হবে।

বিবাহ। কেন ? তুমি এত আকিঞ্চন করিতেছ কেন ?

উত্তম। আজ্ঞে, আমি আকিঞ্চন করিতেছি, তাহার কারণ আছে।

বিবাহ। কি কারণ বল, শুনি।

উত্তম। মহাশয়! আজি তিন বৎসর হইল, আমরা মহাশয়ের শরীরের অমঙ্গল সংবাদ পেয়েছিলাম, এখন বুঝিলাম, সে সংবাদ মিথ্যা,

কিন্তু তাহাতেই আমার মাতৃঠাকুরাণী বিধবা হইয়াছেন। অদ্য আপনার সহিত যে আমার সাক্ষাৎ হইল, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এই সংবাদ বাটীর সকলকে জানাইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না, তাই মহাশয়কে আকিঞ্চন করিয়া লইয়া যাইতেছি—তাঁহারাও তুষ্ট হইবেন, মাতৃঠাকুরাণীরও বৈধব্য দূর হইবে।

বিবাহ। (হাস্যমুখে, স্বগত) স্বামী স্ত্রীর সকল দেখিতে পায়, কিন্তু বৈধব্যদশা কদাচ দর্শন করিতে পায় না। দেখ, আমি কি ভাগ্যবান্! তাহাও স্বচক্ষে দেখিব,—হা অদৃষ্ট! (প্রকাশে) চল বাপু তবে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।

গর্ভবতীর প্রবেশ।

গর্ভবতী। (রোদন করিতে করিতে)

সংসারেতে ছিল সাধ তাহে হ'লো বিসম্বাধ
বিধাতা সাধিল বাধ পূরাল না সাধনা।
বাঁচিয়া নাহিক সুখ কেবল সতত দুখ
দেখাইতে কালামুখ আর নাহি বাসনা॥
একোটা এক প্রকার দেখে হই চমৎকার
গুণকথা কহি কার কেহ ভাল বাসে না।
শাশুড়ী বাঘিনী প্রায় ননদী নাগিনী তায়
যদি কোন ছল পায় তবে রক্ষা থাকে না॥
প্রতিবাসী যদি আসি হয় মোরে মিষ্টভাষী
অমনি সে সর্ব্বনাশী প্রকাশিতে ছাড়ে না
শাশুড়ী তা শুন্তে পেলে ভূতছাড়া করে গেলে
দিতে এসে মুড়ো জেলে বিবেচনা করে না॥
পেলে অপরাধ তিল তালের সমান কীল
বুকে পিঠে লাগে খিল নাহি থাকে চেতনা।
ভাতারের মুখে ছাই তাহার মরণ নাই
তা হলে নিকুলে যাই ঘুচে সব যাতনা॥

মরি সদা মনস্তাপে কি দেখে দিয়েছে বাপে
থাক্ তাকে কাল সাপে যে করেছে ঘটনা।
মরণ হইলে হয় পোড়া প্রাণে কত সয়
যম গেছ যমালয় একবার ডাক না॥

আমি ত আর সহিতে পারিনে, বিধাতা যদি দিন দেয়, তবেই দিন পাব! যাই দেখি পুরুতের বাড়ী, (পথিমধ্যে) এই যে পুরুত ঠাকুর এই দিকেই আশ্চেন।

(নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া রোদনারম্ভ করিল)

ধর্ম্ম। কে ও? হরির মা! রোদন করিতেছ কেন বাছা? বালকেরা তো ভাল আছে?—কেন মা? কেন কেন? বড় রোদন করিতে লাগিলে, কি জন্যে? চক্রবর্ত্তী বাপা কি কিছু বলিয়াছেন?

গর্ভ। আমার আর কেউ নেই, আপনি রক্ষা করুন (চরণধারণ।)

ধর্ম্ম। কেন কেন মা? ছাড় ছাড়, আমাকে যাহা বলিবে, তাহাই করিব,—বল কি করিতে হইবে?

গর্ভ। এবার যেন আমার একটি মেয়ে হয়, এই সংকল্প করে কালি কিছু স্বস্ত্যেন করিবেন বলুন, নৈলে আমি তোমার কাছে স্ত্রীহত্যা হব।

ধর্ম্ম। অবশ্য করিব, এই বৈত নয়, তাহার নিমিত্ত আর চরণধারণ কেন? ছাড়।

গর্ভ। (চরণ ত্যাগ করিয়া) তবে আমি উয্যুগ করি গে?

ধর্ম্ম। হাঁ, যাও। একটি কন্যা কি ইচ্ছা করিয়াছ? (হাস্যমুখে) হাঁ, হাঁ, অভিলাষ হইতে পারে, কন্যা সন্তানটা বড় স্নেহপাত্র বটে, বিশেষত "দশপুত্রসমা কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে" কন্যা যদি সৎ-পাত্রে প্রদান করা হয়, তবে সে কন্যা দশপুত্রতুল্যা। আর কন্যা-দানের ফলও বড়—ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে, "কন্যাদানকৃতো নাস্তি স্বর্গাদাগমনং পুনঃ" যে ব্যক্তি কন্যাদান করে, তাহার অক্ষয় স্বর্গ হয়। এই সসাগরা ধরা দান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যে কন্যাদাতার অধিকার, ইহার প্রমাণ বচনটা তর্কবাগীশ স্মরণ হয় হাঁ?

তর্ক। আজ্ঞা, বড় মনে হইতেছে না।

ধর্ম্ম। নাই হলো, ভারতেও লিখেছেন,

"দৌহিত্রস্য মুখং দৃষ্ট্বা কিমর্থমনুশোচতি।" এবং,
"তেন দৌহিত্রজান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়ামিতি মে মতিঃ।"

কন্যা সন্তান দ্বারা দৌহিত্রমুখ দর্শন হয়, তাহাতেই দৌহিত্রজ নামে স্বর্গ লাভ হয়, সুতরাং এই সকল ফল অনুসন্ধান করিলে, কন্যাসন্তান প্রসবে অভিলাষ হয় বটে।

গর্ভ। তাজ্জন্যে বড় নয়।

ধর্ম্ম। তবে কি নিমিত্ত কন্যার প্রার্থনা?

গর্ভ। (সজলনয়নে) সেই পোড়ারমুকো মিন্সে আমাকে মেরেছে। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

ধর্ম্ম। রাম রাম! স্ত্রীলোকের নিগ্রহ, একি! "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" দেবতারা কহিয়াছেন, "পৃথিবীস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকই ভগবতীর অংশ।" তৎপ্রতি দণ্ড, একি! বিশেষত মনু কহিয়াছেন,

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি হি যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥"

যে কুলে কুলকামিনীরা রোদন করে, সে কুল শীঘ্রই বিনাশ পায়, আর যে কুলে তাহারা আহ্লাদিতা থাকে, সে কুল সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল হয়। অতএব চক্রবর্ত্তী কেন ধর্ম্মাতিবর্ত্তী হইয়া তোমাকে নিগ্রহ করিলেন? বাছা! তুমি কি কোন অপরাধ করিয়াছ?

গর্ভ। এমন কিছু করি নাই, কেবল পুত্র প্রসব করেছিলাম।

ধর্ম্ম। তাহাতে অপরাধ কি? সৌভাগ্যবতী নারীই পুত্র প্রসব করে; বিশেষত "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তই দার গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা ভার্য্যার প্রয়োজন কি? বিষ্ণুসংহিতাতে লিখিত আছে,

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

পুত্রমুখ দর্শন করিলে, পুন্নাম নরকে গমন করিতে হয় না। যাহার দুরদৃষ্ট দোষবশে পুত্রমুখ নিরীক্ষিত না হয়, তাহাকে পুন্নাম নরক-ভোগ স্বীকার করিতে হয়। অতএব পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছ, তাহাতে অপরাধ কি?

গর্ভ। না, এক পুত্র প্রসব করেছি।

ধর্ম্ম। তাহা ত অতি উত্তম, "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।" সংসারীরা বহু পুত্র ইচ্ছা করিবেক? যেহেতু অনেক পুত্র হইলে যদি কেহ গয়াধামে গমন করে, তাহা হইলেই চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত অনায়াসে উদ্ধার হইতে পারে। আর এক পুত্রে বংশরক্ষারও সন্দেহ। ভারতে কথিত আছে,

"একপুত্রো হ্যপুত্রো মে মতঃ কৌরবনন্দন।
একচক্ষুর্যথা চক্ষুর্নাশে তস্যান্ধ এব সঃ॥"

যেমন কাণ ব্যক্তির বর্ত্তমান যে এক চক্ষু, তাহে আস্থা নাই, তন্নাশ হইলে অন্ধ হইতে হয়, সেইরূপ এক পুত্রীর সে পুত্র বিনাশ হইলে, তাহার বংশ নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। বিশেষত নিমিত্ত-নিদানে কথিত আছে, "বহু-পুত্রবতী নারী সুখসৌভাগ্যশালিনী।" যে স্ত্রী বহুপুত্র-প্রসবিনী, সে লক্ষণাক্রান্তা; অতএব হরির মা! বাছা তুমি অনেক পুত্র প্রসব করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ, ইহাতে তোমার অপরাধ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গর্ভ। তবে আপনি শুনুন, আমাদের বংশে সকলেই মেয়ে ব্যাচে, আমার বড় ভাসুর পাঁচটা মেয়ে বেচে কোটা করেছেন, আরো এখনো দুটো আছে। আমার চারিটিই মেয়ে হয়নি তাই আমাদ্দের সেই মিন্সে আমারে সর্ব্বদা তাড়না করে, বলে 'এমন হতভাগিনী তুই একটাও মেয়ে বিউতে পাল্লিনে।" এবার আবার সেই অলক্ষণে পেট উপস্থিত হয়েছে, আজ কোথা থেকে এসেই আমারে নিগ্রহ কল্যে, আর বল্যে "এবার যদি না মেয়ে হয়, দূর করে দিবো" তাই আপনি দয়া করে কিছু স্বস্ত্যেন করুন, যেন এবার মেয়ে হয়—আমি জ্বালা সৈতে পারিনে! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

ধর্ম্ম। (কর্ণে হাত দিয়া) আঁ একি শুনি? রাম, রাম, রাম! নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! কন্যা বিক্রয়! যাহা শ্রবণেও পাপস্পর্শে, এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণীদিগের অভিরুচি! হা ভগবান্, এ কি! পদ্মপুরাণে কথিত আছে, "কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ

পুনঃ।” যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, নরক হইতে তাহার নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে এবং ক্রিয়া-যোগসারে কথিত আছে, “যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংকুলং”। যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগৃধ্নুতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে, তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয় এবং “কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ভাস্করদর্শনং॥” যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে, সেও সূর্য্যদর্শনস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। “যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুনঃ। শুভং তৎ সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি”। কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহাও তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব, “তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।” কন্যাপুত্রবিক্রেতা যে স্থানে বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুল-সর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে, “ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন”। কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যাবিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জনগণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্যসামগ্রীও গ্রহণ করেন না এবং দৌহিত্রমুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃগৃহে অভ্যবহারেও বিমুখ থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে! বাছা হরির মা! তুমি এক্ষণে যাও, আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম তোমার কন্যা হইবে, আর স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে না।

(গর্ভবতীর প্রস্থান।

তর্কবাগীশ! শুন্‌লে, কি কদর্য্য ব্যবহার! কন্যাবিক্রয়, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য!!!

তর্ক। সম্পন্ন ব্যক্তিরা কি করে? যাহারা দরিদ্র তাহারা কি করিবে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্তই এই সকল পাপ স্বীকার করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম। রেখে দেও তুমি সংসারযাত্রা। বৃক্ষে কি পত্র নাই?—নদীতে কি জল নাই?—অরণ্যভূমিতে কি স্থান নাই?—পল্লবে কি শয্যারচনা হয় না?—বামবাহু কি উপধান হইতে পারে না?—বল্কল কি পরিধেয় নহে? এই পৃথিবীতলে জগদীশ্বরদত্ত অযত্ন-সুলভ কি না আছে? কি না পাওয়া যায়?—সকলই মিলে—তবে কি নিমিত্ত এই মহাপাতক?

তর্ক। মহাশয়! বর্ত্তমানকালীন মানবগণমধ্যে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা অত্যল্প লোকের আছে, অলৌকিক যে পাপপদার্থ তাহা কত লোকে বিবেচনা করে? সুতরাং তাহাতেই এই দুষ্কার্য্যের প্রচার আছে।

ধর্ম্ম। তা শাস্ত্রই যেন না মানিলেক, কন্যা বিক্রয়ের দৃষ্টদোষও দর্শন করে না?

তর্ক। দৃষ্টদোষ শুনিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্ম। শুন্‌বে, শুন; আজন্ম পর্য্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক যে কন্যার লালনপালন করা যায়, পোষিত গৃহকুক্কুটের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করা কি বিহিত কার্য্য? বিশেষত কন্যাবাণিজিকেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রীতি, চরিত্র, কিছুই বিবেচনা করে না। যাহার নিকট অভিমত পণ প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি জরাজীর্ণ, ব্যাধিশীর্ণ, বিবর্ণ, বিরূপ, নির্গুণ হইলেও তাহার করে ঐ স্নেহময় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন করে,—আহা! তাহারা কি নির্দ্দয়!! কি নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুর!!! এ সকল ব্যাপারেই এতদ্দেশে মহা অমঙ্গল ঘটিতেছে।

তর্ক। দেশের অপকার কি?

ধর্ম্ম। নয় কেন? কোন ব্যক্তি, রুগ্ন, ভুগ্ন, অন্ধ, বধির হইয়াও ধনগৌরবে কোন স্বরূপা কামিনীর কর গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অমূল্য যৌবন-ধারণের বৈফল্য বিধান করিতেছে, কোথাও বা উত্তম বিদ্বান্, রূপবান্, চরিত্রবান্ যুবক নির্ধনতায় বিবাহ করিতে অসমর্থ হইতেছে, ইহাতে এ প্রদেশে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, দেখ দেখি।

তর্ক। ভাল, প্রজার পক্ষে এমন অনিষ্ট, রাজা কেন বিবেচনা করেন না?

ধর্ম্ম। ঐ ত আক্ষেপের বিষয়! বল্লালি কুপ্রথার পরিবর্ত্তনে ও অপত্য-বিক্রয়বারণে যদি রাজপুরুষেরা মনোযোগী হন, তবেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়; কিন্তু তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তার্পণ করেন না।

তর্ক। মহাশয়! এতো ধর্ম্ম নয়, যাহা বিহিত কার্য্য তাহাই ধর্ম্ম। এক ব্যক্তি যত অভিলাষ ততই বিবাহ করিবে, কেহ বা বিবাহ করিতে পারিবে না—ইহা কি প্রকারে বিহিত হয়? বিশেষত "রাজ্যে মনুষ্যবিক্রয় হইবে না" এরূপ রাজনিয়ম আছে, এ নিয়মানুসারে কন্যাবিক্রয়-নিষেধ হইতে পারে এবং "স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়" এ নিয়মেও ফল ফলে বিবাহবাণিজ্য নিবারণ হইতে পারে।

ধর্ম্ম। হাঁ বাপু, ভাল বলিয়াছ। আমিও এই বঙ্গরাজ্যের সাময়িক উন্নতি দেখিয়া বোধ করি, ক্রমশঃ রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

তর্ক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি ত কন্যাবিক্রয়ের দোষোদ্‌ঘোষণ করিলেন; ভাল, কন্যা ক্রয় করিয়া যাহারা বিবাহ করে, তাহাদিগের কিছু দোষ আছে কি না?

ধর্ম্ম। কিছু কেমন?

তর্ক। বলুন না কি দোষ, শুনিতে শুনিতে যাই—জানা থাকা ভাল।

ধর্ম্ম। ক্রয় করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহই সিদ্ধ হয় না; 'অন্যে পরে কা কথা।'

"ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ।"

ক্রীত বিবাহিত স্ত্রী দাসীতুল্যা, পত্নী নহে। আর তাহার পুত্রও 'দাসপুত্র' বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত আছে।

"ক্রীতা যা রমিতা মূল্যৈঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে।
তস্মাদ্ যো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্তু স স্মৃতঃ॥"

এবং বিক্রীত কন্যার পুত্রসকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, তাহাকেও চণ্ডালতুল্যও কহিয়াছেন।

"বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজঃ।
স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥"

অপর রাজা যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাহা হইলে সে স্ত্রীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হয় না;—ব্রাহ্মণ যদি ক্রয় করিয়া বিবাহ

করেন, তবে সে স্ত্রীর পুত্র তাহার শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম।

"ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্ স স্যাদ্দ্বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ।
অধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"

তর্ক। মহাশয়! এ সকল প্রমাণ কোথাকার?

ধর্ম্ম। কেন? অতি প্রাচীন দত্তক মীমাংসাতে ধৃত হইয়াছে।

তর্ক। তবে ত ক্রয় করিয়া বিবাহ করাও অতি মন্দ।

ধর্ম্ম। হাঁ। (শঙ্খবাদ্য শুনিয়া) চল চল আমরা যাই (কিয়দ্দূরে যাইয়া) এই যে কুলপালকের বাটি, চল প্রবিষ্ট হওয়া যাউক।

তর্ক। যে আজ্ঞা, আপনি অগ্রসর হউন।

(বাটীর মধ্যে উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

শিশুকে সঙ্গে লইয়া সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। (শিশুর প্রতি) বাছা একবার ডাক্না, মত্যে গেল কোথা? ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাক্ না কেন?

শিশু। ওমা! তুই আমাকে ফলারে নে যা, আমি তোর সঙ্গে যাব।

সুমতি। বাছা! আমি কি সেথায় যেতে পারি।

শিশু। কেন পারিস্ নে—তুই পারবি।

সুমতি। আমি যে মেয়ে মানুষ, কেমন করে যাব?

শিশু। না, তুই মেয়ে মানুষ নয়—তুই যাবি আয়, আমার সঙ্গে আয় (অঞ্চলাকর্ষণ)।

সুমতি। না বাছা, আমি গেলে লোকে নিন্দে কর্ব্বে, তুই ডাক্, সে এখন তোকে নে যাবে।

শিশু। ওমা! কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে মা

সুমতি। সেই মিন্সেকে ডাক্, থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন্ মিন্সেকে মা? যে আমাদ্দের ঘর ছেয়েছিল?

সুমতি। না না, তাকে কেন?

শিশু। (সজলনয়নে) তবে আবার কোন্ মিন্সেকে ডাক্‌বো?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে কত্তাকে ; ছেলেটাও তেম্নি!

শিশু। কোত্তাকে, তাই বল্‌না কেন। আয় তু তু তু।

সুমতি। (সক্রোধে) না রে, পোড়া কপালে ছেলে, কুকুরকে কেন ?

শিশু। (সরোদনে) আঁ, আঁ তুই যে বল্যি কোত্তাকে, তবে আবার কোত্তা কে ?

সুমতি। সেই তোদ্দের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা! আমাদ্দের তাকে কি আছে মা? বল্‌না, মা বল্‌।

সুমতি। কি দায় হলো! এখানেও কেউ নাই যে বলে দেয়।

উদরপরায়ণের প্রবেশ।

উদর। কালে কালে সব গেল কি হইল ভাই।
পূর্ব্বমত ফলার নয়নে দেখি নাই ॥
থাকিত ঘরেতে মোর হাঁড়িপোরা লুচি।
খাইতে খাইতে তাহা হইত অরুচি ॥
দিন দিন কত কত জুটিত ফলার।
এখন মণ্ডার গন্ধ আর মিলা ভার ॥
এমন দুর্ভাগা দেশে মারী ভয় নাই।
ভাবি তাই কোথা গেলে আদ্য শ্রাদ্ধ পাই ॥
বিবাহের দফা রফা বল্লালে করেছে।
খাতা পত্র যাহা ছিল হারিয়ে গিয়েছে ॥
তাই আমি দৈয়ে হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
ফলার সন্ধান করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ॥

হায় কিছুই হলো না! এতটা পরিশ্রম করিলাম।
পরিশ্রম হলো সার, নাহি মিলিল ফলার,
ফল আর জীবনে কি আছে।
গৃহে অন্নে নাই রুচি, ত্যজিছি লক্ষীর খুচি,
লুচি বিনে কিসে প্রাণ বাঁচে ॥

শিশু। (আহ্লাদে) ওমা, ওমা, এই যে বাবা এয়েচে! আমি বাবার সঙ্গে যাব।

উদর। কি রে তুই এখানে কেন? একা এসেছিস্ নাকি?

শিশু। (শীঘ্র গিয়া পিতার অঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক) এই যে বাবা এয়েচে, এই যে বাবা এয়েচে, ও বাবা! ও বাবা! আমি মার সঙ্গে এইচি, ঐ মা দাঁড়িয়ে আছে।

(হস্ত দ্বারা দর্শায়)

উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি! এমন যোগ্যতা একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই! ভাদ্র মাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিগে পুরুষ, এখানে আসা, দেকৃবি একবার?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাকৃতে এয়েচে।

উদর। আমাকে ডাকৃতে এসেছে, কি আর কাকে ডাকৃতে এসেছে, তার নিশ্চয় কি?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বল্‌তে এসেচি।

উদর। (সানন্দে) আঁ, কি বলি্য? নিকটে আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই, এত লজ্জাই কি? ভাল তুই ত আর নববধ্বাগমনের বৌ নোস, (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল্ দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্ কি! নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?

সুমতি। অনিমন্তন্ন আবার কি?

উদর। তুই মেয়ে মানুষ কি বুঝিবি? নিমন্ত্রণ অপেক্ষা অনিমন্ত্রণে অধিক মজা, নিমন্ত্রণে পেটে হয়, অনিমন্ত্রণে পেটে পিটে দুয়েতেই হয়।

সুমতি। তা এত আমি জানিনে; বাঁড়ুয্যের বাড়ী নিমন্তন্ন হয়েছে, সেথায় বে।

উদর। ঐ ও পাড়ায় কুলপালকের বাড়ী? ফলার কেমন রকম?

সুমতি। (সাঙ্গভঙ্গে) ফলার আবার কেমন রকম, কথা শুন্‌লে গা জ্বালা করে।

উদর। হা ক্ষেপি, কিছুই জানিস্‌নে! ফলার তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম, আর অধম। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ শুন্‌বি? শুনে রাখ্, যদি কখন কাযে লাগে।

উত্তম ফলার।

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি কাহাতে খান দুই।
ছকা আর শাক ভাজা মতিচুর বুঁদে খাজা
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাতে
উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার।

সরু চিঁড়ে শুকো দই মত্তমান ফাকা খই
খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণে কবে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার।

গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই
পেট ভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তাকে কয়॥

এই ত তিন প্রকার ফলার, তা সেথায় কোন্ প্রকার?

সুমতি। তা আমি কি জানি? আমি ত সেথায় যাই নাই।

উদর। পায় পায় যেতে পারিস্নে? এবার অবধি যাইস্।

সুমতি। (সহাস্যমুখে) ভাল তাই হবে, এখন তুমি যাও আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। চল্যেম—দুর্গ দুর্গা।

শিশু। ও বাবা! আমি যাব।

উদর। (সক্রোধে) আঃ পেচু ডাকলি, দূর হ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ফলার পেলাম, এই তার দফা রফা হলো!

সুমতি। ছেলে মানুষ, জ্ঞান কি? তুমি ওকে সঙ্গে নে যাও।

উদর। হাঁঃ, একে ত সেই থুব্‌ড়ো মেয়েদের বে, তায় আবার এই অযাত্রা। তুই ওকে নে ঘরে যা।

শিশু। (সরোদনে) আঁ আঁ আঁ ও মা! আমি যাব।

সুমতি। (ঈষৎ ক্রোধে) আঃ, নে যাওনা কেন—ও কি তোমার ভাগ কেড়ে খাবে? ছেলে মানুষ, কাঁদ্‌চে।

উদর। মর মাগি, ওকে নে গে কি হবে ও কি ফলার কত্যে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, ফলার কত্যে পারবি?

শিশু। হাঁ আমি পারবো।

উদর। ভাল, কেমন পার্‌বি বল্ দেখি, কখানা পাত পাতবি?

শিশু। আমি একখানা পাত পাত্‌বো।

উদর। (সভ্রূভঙ্গে) এক খানা পাত? তবে খাবি বা কিসে নিবি বা কিসে বল দেখি?

শিশু। আমি সব্ খাব।

উদর। তবেই হলো, আজিও তুই কিছুই শিখ্‌লিনে?

সুমতি। আঃ, শিকিই কেন দেও না? তুমি কি পেটে থেকে পড়েই শিকেচ? ছেলে মানুষ, কি জানে, এত তাড়না কর কেন।

উদর। আঃ মলো, এ মাগী বলে কি? ফলার কি কেউ কারু শেখায়! আমি আপনাহতেই শিখিছি, কিন্তু ছেলেটা আমার তেমন হলো না! হবে কি, তুই যে প্রতিদিন সকালে পাতের তাড়ি, দোত, কলম দে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাইস্, তাতেই উচ্ছন্ন গেল। কালির আঁক পাড়লে ধার কর্জ্জ হয় জানিস্‌নে? আমারও ঐরূপ কিছু দিন হয়েছিল, মা বাপ্ আমাকে গুরু মহাশয়ের কাছে দশ বার দিন প্রায় পাঠায়েছিল, তাতেই আমি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল, সেই মা বাপ্ অমনি অক্কা পেলে, আর আমায় পায় কে। তুই তেম্‌নি এ ছেলেটার

মাথা খেতে বসিছিস্, ওকে নষ্ট কর্‌বি ?—যা ইচ্ছে। আমি ওরে নে যেতে পারিবো না।

শিশু। (সরোদনে) আমি যাব, আঁ আঁ।

সুমতি। ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আস্‌বে।

উদর। ভালই খেতে পায় না—মন্দ সামগ্রী খেতে পাবে না কেন? তুই মাগি ভারি দুষ্ট, আমার অখ্যাত কচ্চিস্।

সুমতি। তুমি একে নে যাও, আর রঙ্গে কায নাই।

উদর। কি আপদ্, ওকে নে গে কি হবে? ও কি খেতে শিখেছে? (শিশুর প্রতি) কেমন রে, তুই ফলার কত্তো শিখেছিস্?

শিশু। (চক্ষুর জল মুছিয়া) হাঁ শিকিচি।

উদর। আচ্ছা, বল্ দেখি কেমন শিখেছিস্, ফলারে গে কি খাবি?

শিশু। বাবা! আমি পরমান্ন খাব।

উদর। দেখ্‌লি মাগি, দেখ্‌লি; ও বানর সন্তান—ওর কি বুদ্ধি আছে, ফলারে কি পরমান্ন থাকে? (শিশুর প্রতি) ওরে লুচি, মতিচুর, সন্দেশ, দই, এই সকল আছে, এর মধ্যে আগে কি খাবি?

শিশু। আমি আগে দই খাব।

উদর। (শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক) মরে যা, এমন সন্তান থাকা চেয়ে না থাকা ভাল! আগে দই খেলে কি আর কিছু খেতে পারে?

(রোরুদ্যমান শিশুকে অভিমানে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে সুমতির প্রস্থান)

যাক্ উৎপাত গেল, এখন আমি যাই (পথে গমন) কৈ কাহাকেও যে দেখি না, একলাই যাব? (অগ্রে দেখিয়া) এই যে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় আসিতেছেন।

ন্যায়ালঙ্কারের প্রবেশ।

ন্যায়া। কে হে তুমি কোথায় যাইতেছ?

উদর। আমি, মহাশয়! বের নিমন্ত্রণে যাবেন না?

ন্যায়া। (নস্য লইয়া অট্টহাস্যমুখে) বিবাহ কোথায় হে? ও পাড়ায় একটা বৃষোৎসর্গ।

উদর। আমি শুনিলাম, বাঁড়ুয্যের বাড়ী নাকি বে।

ন্যায়া। হাঁ হাঁ, তাই বটে। কুলপালক একটা বৃদ্ধ বর আনিয়াছে। তাহাকে

চারিটা মেয়ে দিবে, তাই বলি বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ। তা সে স্থানে গমন করিয়া কি হইবে? কিছুই না। চতুষ্পাঠীর অর্দ্ধ মুদ্রাও পাওয়া দুষ্কর। কুলীন বরের বিবাহ কি বিবাহ?

উদর। আমি কুলীন মৌলিক খুঁজি না, চৌপাড়ীর টাকারও অনুসন্ধান করি না; বুঝিতে পারি, ফলার ভাল হলেই বে ভাল হয়।

ন্যায়া। হাঁ, তাহা তোমার পক্ষে বটে।

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

অর্থাৎ কন্যা—বরের উত্তম রূপ হইলেই ভাল বিবাহ বোধ করে, কন্যার মাতা—যে বরের ঐশ্বর্য্য আছে তাহাতে কন্যার বিবাহ হইলেই কৃতার্থ হয়; কন্যার পিতা বিদ্বান্‌কে জামাতা করিতে নিতান্তই অভিলাষী থাকে; এবং কন্যার ভ্রাতা, পিতৃব্য-ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ—বরের কৌলীন্য বিবেচনা করে; অন্যান্য ব্যক্তিরা—উত্তম মিষ্টান্ন পাইলেই অত্যুত্তম বিবাহ বোধ করিয়া থাকে। সুতরাং তোমার পক্ষে ফলার হইলেই বিবাহ ভাল হয়।

উদর। আজ্ঞা, ঠিক বলেছেন। তবে যাবেন না কি?

ন্যায়া। চল যাওয়া যাক্, যাওয়াটা ভাল।

উদর। আসুন মহাশয়! (উভয়ের কিঞ্চিদ্গমন)।

ন্যায়া। নাহে, ওপথে স্ত্রীলোকে গমনাগমন করিতেছে, এই পথেই যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

বিধবা বিবাহ নাটক

[উমেশচন্দ্র মিত্র]

১ম অঙ্ক

(কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটী)

বিদ্যুল্লতা ও সুখময়ীর প্রবেশ।*

বিদ্যুল্লতা। দিদি কেমন আছিস্ গো, অনেক দিন তোকে দেখি নি, একবার দেখ্‌তে এলেম।

সুখময়ী। আর ভাই প্রাণে কেবল বেঁচে আছি, দিন রাত একরকমে কেটে গেলেই হয়।

বিদ্যুল্লতা। সে কি বোন্ তোর কিসের দুঃখ, বড়মানষের বৌ, বড়-মানষের ঝি, ভাল খাস্, ভাল পরিস্, এত শীগ্‌গির কি বাঁচবার সাধ গেল ?

সুখময়ী। ভাল খেলে আর ভাল পল্লেই কি সুখ হয়, কে না খায়, কে না পরে, মনিষ্যি জন্মের সাধ যার কিছুই হলো না তার বাঁচলেই কি মলেই কি !

বিদ্যুল্লতা। সে বোন্ যার যেমন অদেষ্টের লেখন, বিধাতাপুরুষ যাকে যেমন রেখেছেন সে তেমনি আছে, সুখ দুঃখ তো মনিষ্যির হাত নয়।

সুখময়ী। যা বল্লে তা সত্যি কিন্তু কি দুরন্ত কাল পড়েছে দেখ দেখি, রক্তমাংসের শরীর তো বটে, আর কত যন্তনা সইবো। শুন্‌তে পাই ছ বচরের বেলা বিধবা হয়েছি, তা ছেলেবেলা খেলায় ধূলোয় এক রকমে কেটে গেছে, এখন তো আর তা হয় না। এখন বোন্ থেকে থেকে মন যে কি করে ওঠে তা বল্‌বার নয়।

বিদ্যুল্লতা। ভাই কাল আবার দুরন্ত কি ? কাকে মারেও না, ধরেও না, যেমন কালি গেছে তেম্‌নি আজিও যাচ্চে। কাল কি আবার দুরন্ত হয় আর শান্ত হয়—তোর কথা ভাই বুঝ্‌তে পাল্লেম্ না।

* সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রণালী আছে তাহা বঙ্গভাষায় সুশ্রাব্য হয় না এজন্য পরিত্যাগ করিলাম।

সুখময়ী। তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি কেন লো! যার কিছুর অভাব নাই সে কি অভাব কারে বলে তা জানে? যে দেশে রাৎ নাই, সে দেশে কি চাঁদ আছে?

সুখের বসন্ত দেখ ব্যাপিল ভুবন।
বহিতেছে সুখময় মলয় পবন॥
তরুবর নব পত্র করেছে ধারণ।
কোকিল করিছে দেখ সুধা বরিষণ॥
মল্লিকা মালতী আদি পুষ্প প্রস্ফুটিত।
গন্ধে দেখ চতুর্দ্দিক্ কিবা আমোদিত॥
ভ্রমর ভ্রমিছে দেখ ভ্রমরীর সনে।
তিলার্দ্ধ সে নহে স্থির মত্ত মধুপানে॥
সুধাকরে সুধা ক্ষরে স্মরে শর হানে।
বিধবা যে বিরহিণী বাঁচে কিসে প্রাণে॥
যে রাখিবে কুলমান সে রহিল কোথা।
কে বুঝিবে কারে কব অন্তরের ব্যথা॥
রমণীর শিরোমণি কান্ত যার নাই।
সে জন বল লো দিবে কাহার দোহাই॥
দিন রাত্রি সমভাব ভিন্ন ভাব নাই।
বসন্ত দুরন্ত কাল বলিলাম তাই॥

এখন বুঝ্‌লি?

বিদ্যুল্লতা। হাঁ হাঁ বুঝেছি, ভাতারের কথা বল্‌তেছিলে, তা ভাই এত ঘোর ঘোর করে বল্লে বুঝ্‌বো কেমন করে!

সুখময়ী। তুই বুঝ্‌বি কেন।

যার জ্বালা সেই জানে কি জানিবে পরে।
বধিরে কি ধার ধারে সুমধুর স্বরে॥

বিদ্যুল্লতা। ভাই এত কে জানে, তুই রাঁড় মানুষ, তোর আবার বসন্তে ক্লেশ বোধ হয়, কোকিলের ডাকে মন কেমন করে, ভ্রমরের গান শুন্‌তে পারিস্ নে, ফুলের গন্ধ সইতে পারিস্ নে, তা কেমন করে জান্‌বো, তোদের ভাই—কি ও সব হয়?

সুখময়ী। না, আমরা আর মানুষ নই, যেদিন বিধবা হয়েছি সেই দিন

মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাট্টে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয়? একেবারে স্পন্দরহিত হয়েছি।

বিদ্যুল্লতা। কি করবো বোন্ যেমন শুনেছি, তেম্‌নি বল্লেম। বিধবা হলেই ধম্মকম্মে মন হয়, আর কোন দিকে মন যায় না, তোর ভাই আর এক রকম তা কেমন করে জান্‌বো।

সুখময়ী। তা জান্‌বি কেন, কথায় বলে উড়তে না পেরে পোষ মানে। কি কর্‌ব, যেখানে বল্লে কিছু হবার যো নাই, সেখানে না বলাই ভাল। মনের কথা যদি সকলে বলে তবে আমি যা বল্লেম এই কথা সকলেই বল্‌বে। তুই ভাই জিজ্ঞাসা কল্লি, তাই কথার পিটে কথা পড়ে বলে ফেল্লেম। তুই ভাই এ কথা কাকেও বলিস্ নে।

বিদ্যুল্লতা। না ভাই কারে আর বল্‌বো।

পদ্মাবতী ও তাঁহার তিন বিধবা কন্যার প্রবেশ।

পদ্মাবতী। কি গো বিদু, অনেক দিনের পর যে, ভাল আছিস্ তো গো?

বিদ্যু। হাঁ মা ভাল আছি, আস্‌তে পারি নে, ছেলে পিলের ব্যাম, আর কেউ ঘরে নাই, কি করে আস্‌বো। আজ একটু অবকাশ পেয়ে একবার দেখ্‌তে এলেম্।

পদ্মা। তোদের পাড়ায় কোন গোল শুন্‌তে পেয়েছিস্?

বিদ্যু। কিসের গোল মা?

পদ্মা। তা শুনিস্‌নি, সে কেমন গো? এদেশে যে আর কোন কথা নাই, কেবল সেই কথাই হচ্চে, তোরা শুন্‌তে পাস্ নি?

বিদ্যু। না মা কিছু তো শুনি নি।

পদ্মা। বিধবার বে হবে তোরা তা শুনিস্ নি?

রেবতী। (অঞ্চল ধরিয়া) কি বল্লি মা রাঁড়ের বে হবে, কবে মা?

রাইকিশোরী। কি বল্লি কি বল্লি মা রাঁড়ের বে, কার আগে হবে মা?

সুলোচনা। ওমা! ওমা! কার সঙ্গে মা, কোথা থেকে, বাপের বাড়ী থেকে, না শ্বশুর বাড়ী থেকে?

পদ্মাবতী। তোরা তো বড় উতলা গো, কথার উপর কথা কোস্ বল্‌তে দিস্ নে, আগে শোন্ তারপর যা হয় তা বলিস্।

স্থলোচনা। কি মা, বল্ শীগগির করে বল্।

পদ্মাবতী। শোন্ শোন্; কালি কত্তাটি বল্‌তেছিলেন যে কে একজন (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) দূর্ হোগ্ বেনে নামটা মনে পড়ে না, কিসের সাগর কি একখানা বই ছাপিয়েছে, তাতে লিখেছে যে, যে শাস্ত্রে স্বামীকে মান্ত কত্তে বলে, আর যে শাস্ত্রে পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লে পতিত হয় বলে, সেই শাস্ত্রেই নাকি বিধবার বিয়ের বিধেন আছে। কে জানে মা, রামমোহন রায় নাকি বিধবার বে দেবার জন্তে বিলেতে গিয়েছিলো, তা ধম্ম আছেন, সে কম্ম না হতে হতে তাঁর সেখানেই মিত্যু হলো, আর তাঁকে ফিরে আস্‌তে হলো না। ওমা এ সাগর আবার কোন্ গুণের সাগর গো! দেশশুদ্ধ না কি এর কথা নিয়ে তোলপাড় কর্‌তেছে। আবার নাকি ছুটো দল বেঁধেছে, এক দল বে দেবার দিকে, আর এক দল বে না দেবার দিকে। কে জানে মা, কলি ঘোর হলো আরও কত হবে।

স্থলোচনা। ওমা কি বল্লি ছুই দল বেঁধেছে, একদল বে দেবার দিকে, আর এক দল বে না দেবার দিকে? হেঁ মা, তবে বাবা কোন্ দলে মা?

পদ্মাবতী। সে তো আর তোর মত ক্ষেপে উঠে নি, তা সে কোন্ দলে জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্। ভাল মানুষের ঘরে কি কখন বিধবার বে হতে পারে, এ কথা বল্‌তে লজ্জা করে, একি কখন হয়!

স্থলোচনা। তা হবে কেন, আমরা ক্ষেপেছি বটে। বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছেন, আবার তুই যদি আজ মরিস্ তবে কাল্ অম্‌নি আর একটি হবে। আমাদের বেলাই— (অস্পষ্ট স্বরে)

পদ্মাবতী। (স্থলোচনার কথা শেষ না হইতে হইতে) তুই তো বড় বেহায়া মেয়ে রে। কথা কোস্ তার আইল নাই, কি বল্‌তে কি বলিস্।

স্থলোচনা। হাঁ মা এখনকার কালে সত্যি কথা বল্‌তে গেলেই বেহায়া হয়। কথায় বলে মনের কথা ফুটে বল্লেই পাগল, পেটে করে রাখ্‌তে পাত্তেম তবেই ভাল হতেম। বল্‌তে গেলেই কথা জন্মায়।

পদ্মাবতী। থাক্ থাক্ আর তোর কথায় কাজ নাই। ভাল স্থলোচনা! যদি সত্যি সত্যি রাঁড়ের বে হয় তুই কি বে কত্তে পার্‌বি?

স্থলোচনা। বাবা কি এতে মত করবেন মা, তোকে কি বলেছেন? তাঁর মতই মত।

পদ্মাবতী। এ মেয়েটা ক্ষেপেছে গো! বলে কি, এর যে আর দেরি সয় না। তোরা একে বুঝিয়ে বল্‌তো মা।

সুলোচনা। আমাকে আর বুঝুতে হবে না, আমি সব বুঝি. যেরূপ যন্ত্রনায় কাল কাটাই শত্তুরেও যেন এমন করে না থাকে।

পদ্মাবতী। সে কি গো, আমাকে তো এতদিন বলিস্‌ নি, তোর কি ব্যামো হ'য়েছে মা ?

সুলোচনা। সে কথা মা কত বল্‌বো।

দিয়াছিলে বিবাহ আমার বাল্যকালে।
কিছু দিন পরে পতি গ্রাসিলেক কালে॥
একরূপে গেছে কাল ধুলায় খেলায়।
নাহি জানিতাম পতিবিরহের দায়॥
নাহি জানিতাম পতিসহবাস কিবা।
একরূপে কেটে গেছে নিশি আর দিবা॥
কাল পেয়ে ক্রমে কাল যৌবন উদয়।
জ্বলিল বিরহানল নিবিবার নয়॥
রাত্রি দিন জ্বলে সেই প্রবল অনল।
একদিনে হবে বুঝি চিতায় শীতল॥
লোকে বলে ধর্ম্মেকর্ম্মে মন দিয়ে থাক।
দোহাই তোমার ধর্ম্ম ধর্ম্ম যদি রাখ॥
কি করিবে ধর্ম্মে বল ধর্ম্ম নষ্ট হলে।
কি করিবে শুষ্ক কাষ্ঠ নির্ব্বাণ অনলে॥
কথায় কি যায় কভু অন্তরের ব্যথা।
বিরহেতে অনুরোধ উপরোধ বৃথা॥
প্রতিদিন একভাব ভিন্নভাব নাই।
দিবস যেরূপে যায় রজনীও তাই॥
সহিত শয্যায় নিত্য করি গো শয়ন।
শয্যায় কণ্টক বোধ কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কালী যদি কূল দেন হয় যদি বিয়ে।
সবে মেলি ঘটা করে আসি পূজা দিয়ে॥

মা শুন্‌লি আর কত বল্‌বো।

পদ্মাবতী। এই কথা তোর! আমি বলি কত ব্যামই না হয়েছে। কি করবে মা, যার যা অদেষ্টের লেখন, তা কে খণ্ডাতে পারে। এখন যাই রান্নাবান্নার কিছু হয় নি।

[সকলের স্ব স্ব কর্ম্মে গমন।

(বাটীর বহির্ভাগ)

কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) আজ কোন কর্ম্মই হলো না, ছেলেগুলোর সঙ্গে মিথ্যা গোল করলেম। বলে কি বিধবার বিবাহ হবে, কি সর্ব্বনাশ! কি আশ্চর্য্য! অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্য উদয় হচ্চে, এখন গঙ্গা প্রবলবাহিনী আছেন, এখন ভূমিকম্প হতেছে। হা! ধর্ম্ম কি নাই? এত শীঘ্রই কি ভারতভূমি পরিত্যাগ করেছেন? এ কি ভ্রম! আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ ও প্রতিপালন করে আস্‌তেছে, এখন কি আবার নূতন নিয়ম হবে। আবার বলে কি বিধবারা কি মানুষ নয়—তাদের কি ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের তিলার্দ্ধ বিভিন্নতা আছে? কি নির্ব্বোধের কথা! আমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা এই নিয়ম স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করে এসেছেন, এখন কি আমরা তাঁদের অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ হয়েছি? বিধবারা যদি একাল পর্য্যন্ত পতিবিরহ সহ্য করতে পেরে থাকে তবে এখনও পারবে।

শ্যামাচরণ মিত্রের (বন্ধু) প্রবেশ।

শ্যামাচরণ। কি গো ঘোষজা মহাশয় ভাল আছেন তো, একক বসে কিসের ভাবনা হচ্চে?

কীর্ত্তিরাম। আস্‌তে আজ্ঞা হউক মহাশয়। ভাল আছেন, অনেক দিন যে দেখি নাই, বাটীর সমস্ত মঙ্গল?

শ্যামাচরণ। (অভ্যর্থনা করিয়া) হাঁ মহাশয়, আপনার মঙ্গলেই মঙ্গল। বড় যে কৃশ দেখ্‌তেছি, কোন ব্যারাম হয় নাই তো?

কীর্ত্তিরাম। না মহাশয়, শারীরিক কোন ক্লেশ নাই, তবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সময়ে সময়ে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয়, তাতেই বোধ হয় কৃশ দেখ্‌তেছেন।

শ্যামাচরণ। সে কথা সত্য, সকল সময় একভাবে যায় না। সংসারে কখন আহ্লাদ, কখন শোক, কখন ক্ষোভ। কাল কি একরূপে যায়? আপনার পুত্রেরা কোথা, এখনও কি স্কুল হতে আসেন নাই?

কীর্ত্তিরাম। না মহাশয় এখনও আসে নাই। ছেলেগুলো আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতেছিল, আমাকে কোন কর্ম্ম করতে দেয় নাই।

শ্যামাচরণ। ছেলের গোলে কর্ম্ম বন্দ, সে কিরূপ মহাশয়?

কীর্ত্তিরাম। সে কথা আর কি বল্‌বো, বিধবার বিবাহ লয়ে সর্ব্বত্রই মহা গোলযোগ হতেছে, আজি ছেলেদের সঙ্গে সেই বিষয় তর্ক করতে করতে এমন রাগের উদয় হলো, যে আর কোন কর্ম্ম করতে পারলেম না। আপনি বিবেচনা করুন দেখি, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। কন্যা কিছু বড় হলে তাকে পাত্রস্থ করণ কালীন সকলের সম্মুখে আন্‌তে কত ঘৃণা হয়! বয়স্থা বিধবার কিরূপে বিবাহ দিবে! সাগরস্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র হতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কি বিধি বাহির করেছেন তা বল্‌তে পারি না, একেবারে সকলে নেচে উঠেছে—আর কোন কথা নাই, ঘরে ঘরে কেবল ঐ কথাই শুন্‌তে পাই।

শ্যামাচরণ। কি বল্লেন মহাশয়, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই নাই? এ কথা সঙ্গত হলো না, বিধবা বিবাহ লজ্জাকর বল্‌তেছেন, কিন্তু তাহারা পতিবিহনে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা কি লজ্জাকর নয়, বিবাহটাই লজ্জাকর বিষয় হলো?

কীর্ত্তিরাম। ওহে ভাই লুকয়ে চুরয়ে কোথায় কে কি করে সে সমুদয় দেখ্‌তে গেলে কি কর্ম্ম চলে? প্রকাশ্যেই সমুদয় দোষ, গোপনে কে না কি করে, কার ঘরে কি না আছে? অতএব সে কথা ছেড়ে দেও।

শ্যামাচরণ। তবে আপনার কি এই অভিপ্রায় যে গোপনে ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি হওয়া ভাল, কিন্তু প্রকাশ্যে শাস্ত্রসম্মত দ্বিতীয় বার বিবাহ হওয়া ভাল নয়।

কীর্ত্তিরাম। দূর হউক ও কথায় আর কাজ নাই। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) মিত্রজ মহাশয় আবার দেখুন দেখি রাজা কি অবিচার করতেছেন।

শুনতে পাই ব্যবস্থাপক সমাজে নাকি বিধবা বিবাহের আইন হতেছে—রাজা বলপূর্ব্বক যে কোন কর্ম্ম হউক অনায়াসে কর্তে পারেন, অতএব হিন্দুধর্ম্ম যে এককালীন লোপ হবে তার আর সন্দেহ নাই।

শ্যামাচরণ। মহাশয়! আপনার নিতান্ত ভ্রম হয়েছে। ব্যবস্থাপক সমাজে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে আইনের কথা উল্লেখ কর্‌লেন, সে আইনের মর্ম্মই আপনি অবগত হন নাই। ঐ আইনের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে সেই পরিণয় দ্বারা উৎপাদিত যে সন্তান, তিনি প্রথম বিবাহের সন্তানের ন্যায় পিতার ধনাধিকারী হবেন। এক্ষণে এই আইনে কাহার কি আপত্তি হতে পারে? রাজা বলপূর্ব্বক কাহারও বিবাহ দিতেছেন না, তবে যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ কর্‌বেন তাঁহার জন্যই এই নিয়ম হতেছে।

কীর্ত্তিরাম। তবেই হলো গো তবেই হলো, কথায় বলে তোকে তাড়াব না তোর উঠান চোস্‌বো। একটা উপলক্ষ মাত্র করে বিধবার বিবাহ দেওয়া রাজার চেষ্টা হয়েছে। যা হউক, এতদিনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সাক্ষাৎ কলি অবতার রূপে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগকে জীবিত থাকিতে থাকিতে এই সকল গুলো দেখ্‌তে হলো। আরও বা অদৃষ্টে কি আছে কে বল্‌তে পারে।

শ্যামাচরণ। আপনার সঙ্গে মিথ্যা মিথ্যা বিতণ্ডা কর্‌তে পারি না। আপনি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক না বুঝেন, তবে আপনাকে কে বুঝাবে।

রামদাস বাবাজীর (বৈষ্ণব) প্রবেশ।

রামদাস। (কুঁড়াজালির মধ্যে মালার শব্দ করিতে করিতে) হরিবোল! হরিবোল! প্রভু তোমার ইচ্ছা! কোথা গো ঘোষজা মহাশয় বাটীতে আছেন?

কীর্ত্তিরাম। কে গো বাবাজী নাকি, আস্‌তে আজ্ঞা হউক, উপরে আসুন।

রামদাস। হরিবোল! হরিবোল! কৃষ্ণ পার কর! কি গো কি

গণ্ডগোল করতেছিলেন, কোন শাস্ত্রের তর্ক হতেছিল? (অতি উচ্চ স্বরে) কৃ-ষ্ণ-ষ্ণ-ষ্ণ-ষ্ণ।

কীর্ত্তিরাম। (রন্ধুকে সম্বোধন করিয়া) মিত্রজ মহাশয়, আমরা যে বিষয়ের তর্ক করিতেছিলাম, বাবাজীকে সেই বিষয়ের মধ্যস্থ করুন।

শ্যামাচরণ। বাবাজীদের সব চলে, পাঁচ সিকা খরচ মাত্র, কাড়্‌তে যেমন ছাড়্‌তেও তেমন। বাবাজীদের মত আমাদের নিয়ম হলে ভাবনা কি ছিল। প্রথম স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীপুরুষে বিবাদ হলে যেখানে নূতন কাড়া হয় সেখানে বিধবার বিবাহ কোন্ বিচিত্র কথা।

রামদাস। (রাগান্বিত হইয়া) হরিবোল্! হরিবোল্! তুই পাষণ্ড মূর্খ, বৈষ্ণব তন্ত্রের কি ধার ধারিস্, মিছা কতকগুলো বক্‌লেই তো হয় না। বেল্লিকের কথা শুনেছ হে? এখানে বসাই নয়। (গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্যোগ)

কীর্ত্তিরাম। বাবাজী বসুন বসুন, কোথা গমন করেন, ও সব কথায় কান দেন কেন? এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহের যে উদ্যোগ হচ্ছে তাতে আপনার মত কি?

রামদাস। আমার মতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর্‌লে তবে বলি। "অমৃতং পক্বকুষ্মাণ্ডং কুষ্মাণ্ডস্তরুণং বিষং" কুষ্মাণ্ডটা পক্কই ভাল। বিবাহ যদি বল্লে, তবে কিঞ্চিৎ বয়স্থা নারীটাই উত্তম নিতান্ত বালিকাটা ভাল নয়, অতএব বয়স্থা নিতান্ত ঘৃণার পাত্রী নহে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি বল লোকাচার—তা সকল কর্ম্ম চালালেই চলে। আমাদের মত যদি সর্ব্বত্রে চলে, তবে কি এ কর্ম্মে কোন গোল হয়? সে যা হউক, এখন যেমন চল্‌ছে তেমনি চলুক, দেখ না কোথাকার জল কোথায় মরে।

কীর্ত্তিরাম। সে কথা নয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে যে দল হয়েছে, তাতে আমাকে থাক্‌তে বল?

রামদাস। কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা! কেন গো ঘোষজা, তোমার বৈবাহিক কোন্ দলে? তিনি তো সদ্বিবেচক বটেন, তাঁহার মতে মত দেও না কেন, আর অন্যের মতে আবশ্যক কি?

কীর্ত্তিরাম। তাঁর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তাঁর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে, তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে একজন প্রধান গোঁড়া।

রামদাস। রাধে! রাধে! কি বল্লে গোঁড়া? হা! তিনি তবে যে মহাত্মা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—তাঁহার তুল্য আর কে আছে—তাঁর যে মত আমারও সেই মত।

কীর্ত্তিরাম। বাবাজী সে গোঁড়া নয়, বিধবার বিবাহে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ, এইজন্য তাঁকে তৎপক্ষে গোঁড়া বল্‌তেছিলাম।

রামদাস। হরি হরি! তাই ভেঙ্গে বল, আমি আর একখানা বুঝেছিলেম, সে যা হউক, এখন কোন দিকেই থাকা নয়, দেখ না কি হতে কি হয়, শেষে যে দিকে জল পড়বে সেই দিকেই ছাতি ধর্‌বে।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) বাবাজী গোঁড়ার নাম শুনেই অস্থির হয়েছিলেন, শেষটা মীমাংসা কর্‌লেন ভাল (প্রকাশ্যে) বাবাজী বেলাটা অধিক হয়েছে আহার করে আসি।

রামদাস। আমরাও এক্ষণে বিদায় হই।

[সকলের প্রস্থান।

(অন্তঃপুর।)

কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ, পদ্মাবতী উপস্থিত।

কীর্ত্তিরাম। কিগো সকলে কোথা—আমার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে? বেলাটা অনেক হয়েছে।

পদ্মাবতী। এই যে সব হয়েছে, আমার কি এক কম্ম, বৌগুলি মেয়েগুলি সব সমান—যে কম্ম না দেখি সেই কম্মই হয় না—মলেই বাঁচি, আর পারি নে।

কীর্ত্তিরাম। কেন গো তোমার কিসের অভাব, সোনার ঘরকন্না, কি না আছে। (আহারারম্ভ করিয়া) কৈ গো রেবতী কোথা, রাই-কিশোরী কোথা, সুলোচনা কোথা, তোরা সব কি করিস্ গো, বুড়ো মাগির ঘাড়েই কি সব ভার দিতে হয়?

পদ্মাবতী। তারা সব রঙ্গ নিয়ে আছে, তোমার কথা তাই শোন্‌বার জন্যে বসে রয়েছে। কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলেম, তা একেবারে নেচে উঠলো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাক্‌তে হয়?

কীর্ত্তিরাম। সে কি গো! মেয়েমানুষের ও সব কথা কি, তাদের এ কথা কে বল্লে?

পদ্মাবতী। কেন তুমি আমাকে সে দিন বলেছিলে, তাই কথায় কথায় সেই কথা বলেছিলেম, তা বলে না পেত্তায় যাবে একেবারে সব নেচে উঠ্লো। তুমি যদি তাদের রকম দেখ্তে তো অবাক্ হতে। ওঁরা এক এক জন এক ধনুদ্ধর।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ইহারা কুলবালা, কাকেও কোন কথা বলে না, ইহারাও নির্লজ্জ হয়ে এই কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করেছে, বোধ করি ইহাদিগের মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, নতুবা একথা ব্যক্ত কর্‌বে কেন? হা! কালের কি বিচিত্র গতি (প্রকাশ্যে) ওগো মেয়েরা এদিকে আয় দেখি?

কন্যাগণের প্রবেশ।

সুলোচনা। কেন বাবা কি জন্যে ডাক্‌চো, এই যে আমরা এসেছি।

কীর্ত্তিরাম। তোরা কেমন মেয়ে গা, মায়ের উপর—

পদ্মাবতী। বুড়ো হলে কি বাওত্তুরে হয়, কি বল্‌তে কি বল।

কীর্ত্তিরাম। তাই বল্‌তেছিলাম, ওটা কথার ফের। হে গা মেয়েরা, গিন্নির উপর কি সব ভার দিতে হয়, ও আর কতদিন বাঁচবে, তোরা করবি নে তো কে কর্‌বে?

সুলোচনা।
রেবতী
রাইকিশোরী } (একত্রে) আমরা করি নে তো কে করে? গিন্নির জন্যে বুঝি ওপাড়ার মানুষে কায করে যায়? উনি কেবল লাগাতে আছেন বৈ তো নয়।

পদ্মাবতী। শুন্‌লে ওদের কথার শ্রী, ওদের কথায় আঁটে কে, ওরা কি সব সামান্যি মেয়ে। একবার সে কথাটা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কীর্ত্তিরাম। হেঁ গা তোরা মা—রাম—রাম—এক যাই ভুলে যাই—গিন্নির সঙ্গে তোরা বিধবার বিয়ের কথা কি বল্‌তেছিলি?

সুলোচনা। সে কি গো! আমরা কি বল্‌বো (উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে দ্রুতগমনে কন্যাগণের প্রস্থান)

পদ্মাবতী। দেখ্‌লে ওদের রকম, ওরা কোন্‌দিন কি করে বসে দেখ না।

কীর্ত্তিরাম। মেয়েগুলো বড় বেহায়া হয়েছে বটে, একদিন ভাল করে শিখাব, আজ বারবেলাটা কিছু বল্‌বো না।

[কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রস্থান।

বোধেন্দু বিকাস

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিবেক মহারাজের এতদ্রূপ যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং সূচনা শ্রবণ পূর্ব্বক মহারাজ মহামোহ দেশ কাল পাত্র-বিচার করত স্বপক্ষরক্ষণ এবং বিপক্ষ বিনাশন নিমিত্ত দম্ভাদিকে কার্য্যে উত্যক্ত করিলেন।

দম্ভ।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আমার তুলনা কি হয়। আমি অতুল্য অজয়
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয়॥
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অতি খর্ব্ব,
তুচ্ছ বিধি, হরি শর্ব্ব, আমি সর্ব্বময়॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিল ভুলে,
লঘু হোয়ে রবি, শশী, গগনেতে রয়॥

অরে ও মূঢ় লোক সকল! তোরা সকলে আমার চরণতলে প্রণত হ। আমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার তুল্য মহাপুরুষ আর কেহই নাই, আমার পদধূলি যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে।

সাক্ষাৎ জগীশ্বর মহারাজ মহামোহ এই মাত্র আমাকে আজ্ঞা করিলেন, 'হে প্রাণাধিক দম্ভ! বাপু, তোমার কুশল হোক, কুশল হোক। হিতাহিত বিবেচনা বিহীন দুর্ভাগ্য বিবেক আমারদিগের কুলনাশের নিমিত্ত অমাত্যের সহিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবোধচন্দ্রের উদয়ের জন্য সমুদয় তীর্থধামে শম দম প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব তুমি এই দণ্ডেই কামাদি সেনাপতি এবং আর আর মহাবল যোদ্ধাদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া বারাণসী, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, এবং সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি সকল তীর্থে

গমন ও ভ্রমণ পূর্ব্বক শত্রুদিগ্যে সংহার কর। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ এবং যতি, এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমি-গণের আশ্রমে ধর্ম্মকর্ম্মাদির বিঘ্ন কর। শীঘ্রই গিয়া ধর্ম্মের ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মের মর্ম্মে বিষমতর বেদনা প্রদান কর, তোমার গাত্রের চর্ম্মের ঘর্ম্মে যেন ধর্ম্মের দল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়।' আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংপ্রতি কাশী-বাসী হইয়া এখানকার সমস্ত লোককে অধীন করিয়াছি, তাবতেই আমার বশ হইয়াছে।

চপলাগতিচ্ছন্দ।

কাঁহা শম, কাঁহা দম,
পাখ্‌ড়া, পাখ্‌ড়া, পাখ্‌ড়া।
ওন্‌কো, পাখ্‌ড়া, পাখড়া পাখ্‌ড়া॥
নৈ ছোড়েগা, হাড় তোড়েগা,
হাম্ বড়া হ্যায় বাঁকৃড়া।
বাবা হাম্ বড়া হ্যায়, বাঁকৃড়া॥
আবি যাকে, মারো তাকে,
টোঁড়্‌ টোঁড়্‌কে, আখ্‌ড়া।
বাবা, টোঁড়্‌ টোঁড়্‌কে আখ্‌ড়া॥
কাঁহা যাগা, কাঁহা ভাগা,
মারা যাগা, মাকৃড়া।
বাবা, মারা যাগা মাকৃড়া॥

অন্যদিকে মুখ করিয়া।

মালিনীচ্ছন্দ।

কোথা সে বিবেক বুড়ো, কোথা গেল বোকৃড়া,
কোথা গেল মতি রাঁড়ী, কাঁকে কোরে ধোকড়া,
আমারে দেখিলে তারা, ভয়ে হবে কোঁকৃড়া,
কারাগারে ভোরে শেষে, খেতে দেব ওকৃড়া॥

আর একদিগে চাহিয়া।

বাপ, মায়, আশীর্ব্বাদে, আমি কিরে হার্ব্ব?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নখে তুলে, ফেলে দিতে পার্ব্ব॥

শত্রু দলে ধর্ব্ব বলে, একে একে সার্ব্ব।
মার্ব্ব মার্ব্ব, মার্ব্ব প্রাণে, একেবারে মার্ব্ব॥

কার হেন সাধ্য আছে, আমার কি কর্ব্বে?
মাথার উপরে কেটা, দুটো মাথা ধর্ব্বে?
আমাদের অধিকার, শক্তি কার হর্ব্বে।
আপনার দোষে তারা, আপনারা মর্ব্বে॥
চিরকাল সমভাবে, দ্বেষ জ্বরে জর্ব্বে।
নিয়ত মনের দুখে, চোখে জল ঝর্ব্বে॥
মায়াক্ষেত্র ছেড়ে তারা, কোথা গিয়ে চর্ব্বে।
চারিদিগে ছাঁকাজাল, কোন্ দিগে তর্ব্বে॥
চোর সম বন্দি হোয়ে, পায়ে বেড়ী পর্ব্বে।
পড়েছে যমের হাতে, কেমনেতে সর্ব্বে?॥

আবার অপরদিগে চাহিয়া।

আয় রৌদ্র হেনে, ছাগ দেব মেনে, ছন্দ।

এই হাত ছাড়্য়ে। গোঁপ বুক্ চাড়্য়ে॥
মৃত্যুবাড়্ বাড়্য়ে। ধেয়ে কোঁক্ ভাঁড়্য়ে॥
ফণি ফণা নাড়্য়ে। কোথা যাবে আড়্য়ে॥
ধরাতলে পাড়্য়ে। কাটফাঁড়া ফাঁড়্য়ে॥
কোসে কোসে কাঁড়্য়ে। একগাড়ে গাড়্য়ে॥
বুকে পিটে দাঁড়্য়ে। দুই পায়ে মাড়্য়ে॥
দেশ থেকে তাড়্য়ে। দেব ভূত ঝাড়্য়ে॥
কোপ তোপ ছুঁড়্বে। গুলি গোলা জুড়্বে॥
ত্রিভুবন ফুঁড়বে। ধূমে দিক্ মুড়্বে॥
ধর্ম্মকর্ম্ম পুড়্বে। ধূলো হোয়ে উড়্বে॥
মাথা মুড়্ খুঁড়্বে। বিপক্ষেরে তুড়্বে॥
ঝাড়ে ঝোড়ে ঝড়্বে। হাড়ে হাড়ে থড়বে॥

তিস্তাধিনা পাকালোনা ছন্দ।

নোড়্বনা তো, লোড়্বো সুখে।
পোড়্বো রুকে, চোড়্বো বুকে॥

শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে।
থাব্ড়া কোসে, মার্ব্ব বুকে ॥
জোম্‌কে আমি, বোস্‌বো যবে।
চোম্‌কে যাবে, দেব্‌তা সবে ॥
ধোম্‌কে দেব, উচ্চ রবে।
সূর্য্য, শশী, থোম্‌কে রবে ॥
তুচ্ছ লোকে উচ্চ ছলে।
পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে ॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে।
দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে ॥
মেল্‌বো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে।
ঠেল্‌বো পায়ে, মেরে মেরে ॥
খেল্‌বো খেলা, শত্রু ঘেরে।
হেল্‌বোনাতো, ফেলবো সেরে ॥

পুনর্ব্বার আর একদিকে মুখ করিয়া।
চৌপদীচ্ছন্দ।

বিবেকের দল যারা, সুমুখে আসুক্ তারা,
এখনি করিব সারা, বুকে মেরে সোড়্‌কে।
কারে আমি লক্ষ্য করি, কার তরে অস্ত্র ধরি,
কেঁপে যাবে থরহরি, কোসে নিলে কোড়্‌কে
প্রকাশ করিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
তখুনিই টলমল, গিরি পড়ে হোড়্‌কে।
দেখিলে আমার ভূর, স্তব্ধ হয় তিন-পুর,
যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর, ভয়ে যায় ভোড়্‌কে ॥
কোথা মাগী, বিষ্ণুভক্তি, আমার স্বভাব শক্তি,
হেরে তার হরিভক্তি, উড়ে যাবে ফোড়্‌কে।
আছে ধর্ম্ম কোন দেশে, মারা-যাবে অবশেষে,
এখনি দাঁড়াক্ এসে, দাঁতে কোরে খোড়্‌কে।

আহা কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, সকল প্রকার লোকেরাই আমার অভিমত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, কর্ম্মচারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ধর্ম্মচারী জনেরা ছলনা দ্বারা নিরন্তর কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে বঞ্চনা করিতেছে, তাবতেরি "মুখে একখানা পেটে একখানা" কপটতা করিয়া লোকের নিকট কহে, "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী আমি অগ্নিহোত্রী আমি তপস্বী"। কিন্তু মনে মনে কিছুই করে না। আমিই ব্রহ্ম, আমার পাপ কোথা? আমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা স্বেচ্ছা তাহাই করিব এই বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিরা রমণীদিগ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম তৎ সুখ-সম্ভোগকে পরম ব্রহ্মচর্য্য এবং বারবধূ মুখমধু পানের আনন্দকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান করিতেছে। অগ্নিহোত্রিদিগের হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই কেবল মদনাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং তপস্বিরা তপস্যা না করিতে করিতেই আগে-ভাগে এই বর মাগিতেছে, যে, আমি যেন শীঘ্রই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লইয়া শচী প্রভৃতি স্বর্গবিদ্যাধরীগণের রতিরস সম্ভোগ করিতে পারি, ইত্যাদি।

[দুর হইতে অহঙ্কারকে দৃষ্টি করিয়া বিতর্ক।]

গঙ্গার ওপার হোতে এপারে ঐ কে আস্‌ছে? গায়ে যেন রবি ছবি ভাস্ ভাস্‌ছে। সকলকে তুচ্ছজ্ঞানে উচ্চরবে ভাষ্ ভাষ্‌ছে? বাহু নেড়ে ধরা যেন শাস্‌ছে? ঐ-যে-দেখি ভণ্ডদলের ভণ্ডামি সব্ নাশ্‌ছে? নৈলে কেন নিজভাবে উপহাসে হাস্ হাস্‌ছে? হাদে, ঐ কে আস্‌ছে? কে আস্‌ছে? বোধ হয়, ইনি দক্ষিণরাঢ়দেশ হইতে আগমন করিতেছেন। ইঁহারি নিকট আমার পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদটা পাওয়া যাইতে পারে।

[পূজার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাকে হাত।]

—০—

অহঙ্কার।

[সভা প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ গরিমা।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমি সহজ-ত নয়। জীবের সহজতনয়॥
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, আমার প্রভাবেতে হয়।

সবার প্রধান আমি, কুলীন-কুলের স্বামী,
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয় ? ॥
আমার যে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
কে বুঝিবে কলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
অপদার্থ অযথার্থ, হেরি সমুদয় ॥
মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে,
সেই জীব একেবারে, মাটি হোয়ে রয়।
কথা নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের দুখে,
বঞ্চিত সঞ্চিত-সুখে, থাকিতে বিষয় ॥
বিধি, হরি, হর, কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
না কোরে আমার সেবা, স্থির কেবা রয় ?।
জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর,
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয় ॥
আমার চেতনে ভাই, অচেতন কেহ নাই,
সচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়।
প্রভাহীন হোলে আমি, কাম নাহি হয় কামী,
তবে আর, আমি আমি, মুখে কেবা কয় ? ॥
না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
সহজে, প্রবৃত্তি, পায়, নিবৃত্তিতে লয়।
প্রকৃতি প্রধানা স্থূল, জগতের আমি মূল,
আমা হোতে যত কুল, হতেছে উদয় ॥
করি ক্রম, পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখনো কি হয় ?।
করিয়া কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
মূঢ়-জনে এই সৃষ্টি, মিছে তবু কয় ? ॥

বক্তৃতা।

[সভ্যগণের প্রতি।]

লঘুত্রিপদী।

রূপে, গুণে, মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা ?।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা ॥
দারা, সুত, ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত ॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হোয়ে থাকে নাগ ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত-ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হোয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাঁহার নাম ॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে ॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ি নাহি ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেয় তারে ॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।

যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি ॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে ॥
সকলেই বশ, ভয়ভরা-যশ,
দশদিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজির-নাজির,
বাদশার কাটি মাথা ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলপুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পরে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসেনা কাছে ॥
ঘূরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
সকলি আমাতে সাজে।
আমি লোকগুরু, আমা হোতে গুরু,
কে আছে ভুবন মাজে ? ॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখনো হবে ?।
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে ॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কেমন ঈশ্বর, আমি সর্ব্বেশ্বর,
মানি বোলে কারে মানি ? ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হোতে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব্‌দিগে দড়,
কিসে হব পরাভব ? ॥

মনে যদি করি, স্বর্গবিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি, শশী পড়ে খোসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া?।
সহিত অমর, করি জোড়-কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাই আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ্ পূরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখো দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া, গুণে ভরা॥
গুণ আছে জাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি॥
এই দেখ নাম এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখ্‌মলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্‌ মোড়া।

এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘরজোড়া ॥
কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর,
কেমন্ হাতের কোড়া।
কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি,
কেমন্ ফুলের তোড়া ॥
দেখনা কেমন্, চিকন-বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে ? ॥
সবে আঁখি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে, কটু যদি ঝাড়ে,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥

—॰—

[তীর্থবাসি সর্ব্বসাধারণের প্রতি।]

আমোদিনীচ্ছন্দ।

আমায়, ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে, কেউ ছুঁস্নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥

—॰—

যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয় কদাচার, কেহ নহে নর।
ভূত, প্রেত, সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয়, মিছে কলেবর ॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোরপাপি, অভাজন, নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে, বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥
পচা, ভর্ ভর্ ভর্ ভর্ ॥

আমায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

—০—

[অপরদিগে মুখ করিয়া।]

জুটিয়াছে হট্ট যত, খট্ট মট্ট বকে কত,
নাহি জানে ভট্ট-মত, শাস্ত্র সুধাকর।
বৃহস্পতি কৃত আহা!, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা, চক্ষের গোচর ?॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার তাহে কার,
সামুদ্রিক, আর আর, মত-স্থিরতর।
প্রভাকর-মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর্ দূর্ দূর্, দূর্ পশু, মর্ মর্ মর্ মর্॥
তোরা, মর্ মর্ মর্ মর্॥
আমায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

—০—

আবার অন্য দিগে মুখ করিয়া বিকট ভঙ্গিতে।

যে দিগেতে ফিরে চাই, নরপশু দেখি ভাই,
কারো কিছু বিদ্যা নাই, পেটের ভিতর।
কার্ কাছে করি খেদ, নাহি ছেদ, নাহি ভেদ,
ঘাটিয়া অলীক বেদ, ব্যস্ত পরস্পর॥
যত ধূর্ত্ত পাপভাগি, উদরের অনুরাগি,
কেবল ধনের লাগি, ব্যাকুল-অন্তর।
বিফল বেদান্ত পোড়ে মিছেমিছি মত গোড়ে,
ঘুরিতেছে নোড়ে চোড়ে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
মুখে, ফর্ ফর্ ফর্ ফর্॥
আমায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্॥

—০—

অন্য দিগে মুখ করিয়া পুনর্ব্বার হাস্য পূর্ব্বক

হ্যাদে এটা, ব্রহ্মচারী, করেছে আসর জারি,
শঠতা শিখেছে ভারি, বিষম্ বর্ব্বর।
কেরে ষণ্ড, এ পাষণ্ড ? অতি গণ্ড, অতি ভণ্ড,
শাস্ত্র করে লণ্ড ভণ্ড, হোয়ে দণ্ডধর ॥
এটা কেটা, জ্ঞান-চাসা, বিড়্ বিড়্ মুখে ভাষা,
আঙুলেতে যুক্ত-নাসা, হাঁসা-দিগম্বর।
ঊর্দ্ধদিগে বাহুনেড়ে, চেঁচাতেছে ডাক্‌ছেড়ে,
হ্যাদে খেড়ে, কেরে দেড়ে, তেড়ে গিয়ে ধর ?।
ওরে, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ॥
আমায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্। তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্।

—০—

অন্য দিগে মুখ করিয়া উপহাস পূর্ব্বক

হ্যাদে পোড়া, কেরে গোঁড়া ? তীলোক কপালজোড়া,
নিয়ে যত মুডীনোড়া, ভরিয়াছে ঘর।
ধর্ম্মশীল যেন বক্, মালা করি ঠক্ ঠক্,
ঠকাতেছে যত ঠক্, বোলে হরি হর ॥
কেন করি দরশন ?, এখানেতে যত-জন,
নরকের নিকেতন, পাপের আকর।
কপট কুহকী খল, কেমন্ করিয়া ছল,
ফেলিছে নয়ন জল, দর্ দর্ দর্ দর্।
ফেলে, দর্ দর্ দর্ দর্ ॥
আমায়্ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে, কেউ ছুঁস্‌নে রে
সর্ সর্ সর্ সর্, তোরা, সর্ সর্ সর্ সর্ ॥

—০—

[ক্ষণকাল পরে অজ্ঞাত-দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া বিতর্ক।)

উত্তরবাহিনী-গঙ্গাতীরে ঐ কোন্ ব্যক্তির আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে ? সুদৃশ্য উচ্চ বংশদণ্ডের উপর সুচিকন নির্ম্মল ধবল বস্ত্র সকল উড়িতেছে।

আহা! কি মনোহর উপবন! আশ্রমকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রফুল্ল-ফুলের সুসৌরভ মৃদু-মন্দ মলয়ানিলে সঞ্চালিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। ঐ, যে, দেখি, সুখের সামগ্রী সকলি রহিয়াছে। এ স্থান পবিত্র বটে, দুই তিন দিন এখানে বাস করিলেও করা যাইতে পারে।

[পরে আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ পুর্ব্বক বকুল-বৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া বাম কাটিতে বাম-হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের দুটি অঙ্গুলিতে গোঁপ বিন্যাস করিতে করিতে চিন্তা।]

হাঁ ঐ যুবা-পুরুষটি, যে সাক্ষাৎ দম্ভের ন্যায় মূর্ত্তিমান, বিলক্ষণ সুলক্ষণ-যুক্ত সুপুরুষ বটে। শরীরে সুচিহ্ন সকলি দেখিতেছি, ব্রহ্মানুষ্ঠানেরো ত্রুটি নাই, পায়ে পায়ে আস্তে আস্তে নিকটে যাই।

[পরে কিঞ্চিৎ নিকটে গিয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা।]

কেমন্ তোমার মঙ্গল্তো ?

দম্ভ।

নাসিকা হইতে অঙ্গুলি চালিয়া ভঙ্গিমা-দ্বারা হুঁঙ্কার শব্দে নিবারণ।

হুঁ হুঁ হুঁ-ও দিগে।

দম্ভের ভৃত্য।

ভিতরে কেন? ভিতরে কেন? বাহিরে যাও, বাহিরে যাও। তোমার সকল শরীরে ময়লা, ঐ ধুলো। স্নান করনি, পা ধোওনি, আমার প্রভুর এ পবিত্র আশ্রম। এখানে কি এমন্ কোরে আস্তে আছে ? তোমার গায়ের ঘাম যদি উড়ে প্রভুর গায়ে লাগে তবে তিনি কোপদৃষ্টে চাইলে পরেই তুমি এখনি পুড়ে ভস্ম হবে।

অহঙ্কার।

কি, এত আস্পর্দ্ধা? এত অভিমান? এত সাহস? আমি ভস্ম হব? আমি অপবিত্র? কি? ওরে, এটা কি ম্লেচ্ছের দেশ? এরা অতি ব্যলীক, অধার্ম্মিক, আমি বিশ্বপূজ্য, সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, মহাকুলীন চূড়ামণি, আমার আগমন, আমার পদার্পণ যাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভাগ্য বোলে স্বীকার করে।—এরা কি নরাধম; কি মহাপাপি; নিতান্তই

ভাগ্যের দোষ, আমার চরণ-পূজা না কোরে দম্ভ করে? অমান্য করে? আমাকে বলে বাহিরে যা।—আমাকে বলে অপবিত্র। কি? কি? যত দূর্ মুখ্, ততদূর্ কথা?

দম্ভ।

সেফালিকাচ্ছন্দ।

বুড়া হোলে বুদ্ধি যায়, মিছে কিছু নয়।
কি সাহসে, কাছে আসে, নাহি করে ভয়? ॥
নাহি জানে আমাদের, কুলপরিচয়।
এর্ কথা, কাণ্ পেতে, শোনা ভাল নয় ॥
নিতান্ত অজ্ঞান এটা, জ্ঞান নাই ঘটে।
ঘোর অহঙ্কারে অন্ধ, তাই বটে বটে ॥
স্বকীয়-স্বভাব-দোষ, অনলেতে জ্বলে।
আমার্ আশ্রমে এসে, ম্লেচ্ছদেশ বলে? ॥
রাগেতে শরীর পোড়ে, মূর্ত্তিখানা হেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে? ॥
কদাকার আগা, মুড়ো, এ কোন্ হরির্ খুড়ো,
কোথা থেকে এসে বুড়ো, কথা কয় ঠেরে?।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে? ॥

—০—

নিজ মুখে বলা নয়, আপন মহিমা।
কত দূর বড় আমি, কে জানিবে সীমা ॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা, ভাবে গদগদ।
স্বর্গ হোতে জল এনে, ধুয়ে দেয় পদ ॥
মস্তকের চুল দিয়া, পুঁছায় চরণ।
বুকের উপরে করি গোময় লেপন ॥
আপনার সুপবিত্র হৃদয় আসনে।
মাথা খাও, খাও বোলে, বসায় যতনে ॥
বুড়োটার্ কাছে এই, পরিচয় দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে? এটা কেরে ॥

কথাগুলো কড়া কড়া, স্বভাব বিষম্-চড়া,
গঙ্গার ঘাটের মড়া, ছুঁস্‌নেকো এরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ?   এটা কেরে ? ॥

—•—

আমাদের কুলে যত, গুরুজন আছে।
সমভাবে প্রিয় আমি, সকলের কাছে ॥
সকলের সার ধন, মন বলে যারে।
সে মন আমায় ছেড়ে, থাকিতে কি পারে ? ॥
যার মনে নাহি হয়, আমার উদয়।
বৃথায় শরীর তার, শব সম হয় ॥
বৃষকাট কাঁকে ঝোলে, আজ্, কাল্ মরে।
আমার নিকটে এসে, আস্ফালন্ করে ? ॥
ফের্ যদি চেডে উঠে, দেব তবে সেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ?   এটা কেরে ? ॥
নাহি জানে যোগ যাগ, নাহি কোন অনুরাগ
নাকের আগায় রাগ, ফেরে কত ফেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ?   এটা কেরে ? ॥

আমার হুমের ধূমে, ধুমের ব্যাপার।
আকাশে হয়েছে তায়, মেঘের সঞ্চার ॥
ভ্রমে লোক গগনেতে, বজ্রনাদ কয়।
আমার হুঙ্কার সেটা, বজ্রনাদ নয়।
লোকেতে রটনা করে, চপলা বলিয়া।
আমার নিশ্বাস ছোটে, অনল হইয়া ॥
মুনি, ঋষি, তেজ ধরে, আমার প্রকাশে।
তুচ্ছ জনে, উচ্চ করি, গায়ের বাতাসে ॥
বাহিরে দাঁড়াতে বল্, গিয়ে এক্ টেরে।
দেখ্ দেখ দেখ্ গিয়ে, কেরে ?   এটা কেরে ?

বুড়ো বোলে হয় দয়া, নতুবা দিতেম্ গয়া,
যত্তপি যাচিজ্ঞা করে, ভিক্ষা কিছু দেরে।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ গিয়ে, কেরে ? এটা কেরে ? ॥

—০—

অহঙ্কার।

শাসকচ্ছন্দ।

[ক্রোধ অথচ উপহাস পূর্ব্বক।]

কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই, কেটা ?।
কি তোর্ বাপের্ নাম্, তুই কার্ বেটা ? ॥
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ?।

—০—

কটু কথা, যত থাকে, বোলে সাধ্ মেটা।
ঘেঁটিবনা, পারিস্, ঘেঁটাতে, যত ঘেঁটা ॥
অভিমানে ফেটে-মরে, বেঁধে এক ফেটা।
লক্ষ টাকা স্বপ্নে দেখে, পেতে ছেঁড়া চেটা ॥
মরি কি মুখের্ ছাঁদ, দেহখানি গেঁটা।
ব্যাভারে গাদার মত, হাঁদা নাদাপেটা ॥
কেটা ব্রহ্মা, কেটা বিষ্ণু, মহেশ্বর কেটা ?।
আমার স্বজিত সব, জানেনাকো সেটা ? ॥
মুখ্ ফুটে বলা নয়, নিজ গুণ যেটা।
জেনেছি চালাক্ বটে, বস্তুহীন এটা ॥
বাপ্ বাপ্, একি পাপ্ ! কচিছেলে জ্যাটা।
এঁচোড়ে পেকেছে ছোঁড়া, এ, যে, বড় ল্যাটা।
বয়সেতে দেখি নাই, এর্ মত ঠেঁটা।
কোথাকার্ কেটা তুই, কেটা তুই কেটা ? ॥
কি তোর্ বাপের নাম্, তুই কার বেটা ?।
বল্ বল্ বল্ ছোঁড়া, কেটা তুই কেটা ? ॥

—০—

দম্ভ।

স্থিররূপে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া।

ওরে—কি ভাগ্য, কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! ওরে—ইনি আমার পরমপূজ্য মাথারমণি। বাবার বাবা-পিতামহ স্বয়ং কুলদেব অহঙ্কার ঠাকুর। ওরে—আসন্ দে, আসন্ দে, অর্ঘ্য দে, অর্ঘ্য দে। ফুল আন্, ফুল আন্,। জল আন্, জল আন্। আমি চরণ-যুগল পূজা করি, পূজা করি।

গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম।

হে পিতামহ! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি বালক, অজ্ঞান, দুর্ভাগ্য-বশতঃ ,এতক্ষণ আপনাকে চিনিতে পারি নাই, প্রণাম করি, প্রসন্ন হইয়া সদয়চিত্তে আমার মস্তকে চরণাঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। আমি লোভের পুত্র দম্ভ, আপনার দাসানুদাস।

অহঙ্কার।

[আহ্লাদে গদ গদ হইয়া।]

ওরে তুই দম্ভ? তুই দম্ভ? আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবি হ, চিরজীবি হ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে তোকে এতটুকু ছেলেমানুষ দেখেছিলাম্, এখন্ তোর বয়স হয়েছে, গোঁপ উঠেছে, যুবা হয়েছিস্। আমি বুড়ো হয়েছি, চোখে আর তেমন্ তেজ্ নাই, সর্ব্বদাই ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখে থাকি, বয়সের ধর্ম্মে জ্ঞানেরো কিছু বৈলক্ষণ্য হয়েছে। হাঁরে ভাই! "অসত্য" নামে তোর, যে, একটি দুধের্ ছেলে, সেটিতো ভাল আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! সে আমার এই বুকের উপরেই রয়েছে, আমি তারে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তকালো প্রাণধারণ করিতে পারিনে, এই ছেলেটি আমার বড় "নেয়োটু" কোনোমতেই কোল্ ছাড়া হয়না, আপনার পদার্পণে অদ্য সে বড় সন্তুষ্ট হয়েছে।

অহঙ্কার।

ও নাতি, ও ভাই। হাঁরে তোর পিতা "লোভ" ও মাতা "তৃষ্ণা" তাহারাও কি এখানে আছে?

দম্ভ।

হাঁ ঠাকুরদাদা! মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা সকলেই এখানে অবস্থান করিতেছেন।

অহঙ্কার।

হে ভাই! ব্যাপার-খানা কি? মহামোহের নাকি অতিশয় অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা হইতেছে? আমি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ধান লইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। মহারাজ এখন কোথায়! কিরূপ অবস্থায় আছেন? কি কি অনুষ্ঠান করিতেছেন?

দম্ভ।

দাদা মহাশয়! আমারদিগের কুলসংহারে-উদ্যত-বিবেক এই বারাণসীতেই বাস করিয়া বিদ্যা এবং প্রবোধের জন্ম-প্রদান করিবে, তাহার অনুষ্ঠান করিতেছে, সে এরূপ নিশ্চয় করিয়াছে, এই স্থান কাম-ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব-রহিত, ব্রহ্মপুরী, এইখানেই বাস করিয়া কৃতকার্য্য হইব। এই সমাচার শ্রবণ করিয়া অস্মদাদির কুলস্বামি মহামোহ ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশীধামে আসিয়া সর্ব্বারম্ভে বাস করিবেন। প্রভু এখানে রাজত্ব করিলে বিবেক কখনই প্রবল হইয়া তিষ্ঠিতে পারিবেনা, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহার দল বলকে বিনাশ করিব, তাহা হইলেই বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হইতে পারিবেনা। ফলে একটা ঘোরতর-ভয়ঙ্কর যুদ্ধদ্বারা অনেক কষ্ট-ভোগ করিতে হইবে।

অহঙ্কার।

[আসনে বসিয়া গালে হাত দিয়া]

পদ্য।

ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়।
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়॥
মনে হোলো ভয়, বড়, মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

—০—

বিদ্যা, আর, প্রবোধের, জন্ম যদি হয়।
তবেইতো একেবারে আমাদের ক্ষয়॥

স্থানগুণে, মনে মনে, হোতেছে সংশয়।
বিপক্ষ বিনাশ করা, শক্ত অতিশয়॥
কেমনে বারণ করি, জ্ঞানের উদয়?।
এত দিনে বুঝি আর, কুল নাহি রয়॥
অতি পাপি, মহাপাপি, পাপি সমুদয়।
কাশীতে মরিলে কেহ, জন্ম নাহি লয়॥
ভবের বন্ধন তার, কাটিবে নিশ্চয়।
একেবারে মুক্ত হোয়ে, পায় জীব লয়॥
ভবভয়হর হর, ভব যারে কয়।
মনোভব যার নামে, ভয়ে পরাজয়॥
সেই ভব কাশীনাথ, সদানন্দময়।
পাপি তাপি মূঢ়জনে, সদাই সদয়॥
আপনি জীবের হোয়ে, হৃদয়ে উদয়।
"তত্ত্বমসি" মন্ত্র দেন, মরণ সময়॥
এখানে কেমনে তবে, শক্র করি জয়?।
ওরে ভাই, ভাবি তাই, বিষম বিষয়॥
এ, যে, বিষম বিষয়।
সহজ-তো নয়, বড়, সহজ-তো নয়।
মনে হোলো ভয়, বড় মনে হোলো ভয়।
কি হয়, কি হয়, রণে, কি হয়, কি হয়॥

দম্ভ।

পদ্য।

কি ভয়, কি ভয়, দাদা, কি ভয়, কি ভয়?।
কেটা পাবে তত্ত্বমসি, মত্ত সমুদয়?॥
সকলেই প্রতিগ্রহ, করেছে স্বীকার।
বেশ্যার ভবনে করে, দিবসে বিহার॥
কামের অধীন হোয়ে, মাতিয়াছে ভোগে।
যতি করে রতি-কেলি, সুরাপান যোগে॥
লোভের অধীনে সবে, মিছে কথা কয়।
হবেনা হবেনা, কভু, জ্ঞানের উদয়॥

[এমত সময়ে সভাসদনে কলকল কলরব]

মহামোহের কোন সেনা

ওহে পুরবাসিগণ! তোমরা সাবধান হও, সাবধান হও। রাজপথ সকল পবিত্র কর, মঙ্গলাচরণ কর, আনন্দধ্বনি কর। রত্নরাজী-রাজিত-রাজসিংহাসন সকল সুগন্ধি কুসুমে ও ঘৃষ্টচন্দনে সুবাসিত কর। সমস্ত নগর সুন্দর শোভায় সুশোভিত কর, জলপ্রণালী-পুঞ্জের দ্বার সমুদয় মুক্ত কর, ভাগীরথী, অসী এবং বরুণাদি নদী হইতে সুশীতল নির্ম্মল-জল সকল গৃহেই পতিত হউক, সিংহদ্বার মনোহর মণির-দ্বারা খচিত কর। অট্টালিকার উপরিভাগে অতি উচ্চ জয়পতাকা সকল উড্‌ডীয়মান কর, পূজ্যপাদ ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহামোহ আগত প্রায়, ঐ আসিতেছেন।

দম্ভ।

ঠাকুরদাদা মহাশয়! মহারাজ নিকটবর্ত্তী হইলেন, চলুন্ আমরা উভয়ে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করি।

অহঙ্কার।

চল ভাই শীঘ্রই চল।

[তদনন্তর অহঙ্কার এবং দম্ভ উভয়েই রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন।]

[ইতিমধ্যে মহামোহের একজন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত।]

এই আমাদের মহারাজ আসিতেছেন।

—০—

[মহারাজ মহামোহের স্বকীয় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদয় রাজসম্পত্তি সহকারে সপরিবারে রঙ্গভূমিতে আগমন]

মহামোহ*।

[সভা প্রবেশ পূর্ব্বক সভ্যগণের প্রতি।]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

[মৃদুমৃদু হাস্যবদনে]

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

এই অখিল সংসার, ভাবিয়া অসার,
বল কি ভেবেছ সার?।
জাননা যে জীব তুমি, সব্ নিরাকার॥

---

* মহামোহ।—মনের অত্যন্ত ভ্রম।

ধুয়া।

একাকারে, ব্যাপ্ত ভব, একাকারে লুপ্ত সব,
একাকারে আমি রব, হব একাকার।
না মানিয়া একাকার, যদি মানো একাকার,
একাকারে সে আকারে, না রহে আকার ॥১
রূপ, রস, আদি পঞ্চ, তাহাতে করিয়া তঞ্চ,
মানিছ উপাস্য-পঞ্চ*, প্রভেদ-প্রকার।
এত নহে ভ্রম অল্প, শাস্ত্রে শুনি মিছে গল্প,
মনেতে করিয়া কল্প, পূজিছ সাকার ॥ ২
অজমুণ্ড, গজমুণ্ড, চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড,
না বুঝিয়া মাথামুণ্ড, গড়িছ আকার।
মাটি, জল, সহকারে, স্বহস্তে গড়েছি যারে,
কেমনে করিব তারে, অনাদি স্বীকার ? ॥ ৩
ভ্রান্ত যত পাপি-নরে, স্বভাবে অভাব ধরে,
মাটিতে নিক্ষেপ করে, নানা উপচার।
কেবলি হতেছে ভ্রষ্ট, দেখে পষ্ট যত নষ্ট,
নিজ দেহে দেয় কষ্ট, থেকে অনাহার ॥ ৪
বঞ্চনাবৃক্ষের বীজ, প্রতারক যত দ্বিজ,
কেবল শিখেছে নিজ, আহার বিহার।
নিজতত্ত্বে বোধশূন্য, স্বভাবত অতি ক্ষুণ্ন,
উপবাসে কোথা পুণ্য, ওরে দুরাচার ? ॥ ৫
হোয়ে তুমি ভ্রমলব্ধ, কখনো, বা, রহ স্তব্ধ,
কখনো বা মানো শব্দ, কভু বর্ণাকার।

* উপাস্যপঞ্চ।—গণেশ, দিনেশ, রমেশ, উমেশ, আদ্যাশক্তি ভগবতী।

ইঁহারদিগের উপাসক পঞ্চপ্রকার।—যাঁহারা গণেশের উপাসক, তাঁহারা "গাণপত্য" যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক, তাঁহারা "সৌর" যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক, তাঁহারা "বৈষ্ণব" যাঁহারা শিবের উপাসক, তাঁহারা "শৈব" এবং যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা "শাক্ত-শব্দে" বাচ্য হয়েন।—ইঁহারদিগ্যেই পঞ্চপ্রকার সাকারবাদি উপাসক কহে।

কোথা শব্দ*, কোথা কর্ণ, কোথা চক্ষু কোথা বর্ণ†,
সে বর্ণ বিবর্ণ শুধু, মনেরি বিকার ॥ ৬
যদি বল বিভু "বীজ," বল কোথা তার বীজ,
সে বীজে কি হয় নিজ, ফলের সঞ্চার ?।
বর্ণে যোগ মিছে ইন্দু, মিছে নাদ‡ মিছে বিন্দু§,
সন্তরণে মহাসিন্ধু, কিসে হবে পার ? ॥ ৭
যদি বল সত্য "বেদ," তাহে কি ঘুচিবে খেদ,
করে বেদ, ব্রহ্ম-ভেদ, লিখিয়া ওঁকার॥।
অকার (১) বেদের উক্তি, সাধনে কি হয় মুক্তি,
কেমনে মানিব যুক্তি, উকার (২) মকার (৩) ? ॥ ৮
প্রকৃতি প্রকৃত জানি, সেই জ্ঞানে হই জ্ঞানি,
কিরূপে তাহারে মানি, দৃশ্য নাহি যার ?।
অদৃশ্য বলিব যারে, মনে কি মানিব তারে,
একাকারে নিরাকারে, হেরি নীরাকার ॥ ৯
মেনে শাস্ত্র অনুরোধ, হিতবাক্যে করে ক্রোধ,
কিছুমাত্র নাহি বোধ, আধেয় আধার।
স্বভাবের একি রিষ্টি, কার প্রতি কর দৃষ্টি,
সে কি করে এই সৃষ্টি, হোয়ে নিরাকার ? ॥ ১০
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব, মূল তায় অনুভব,
নাহি এক ভবধব, বিফল বিচার।

---

* "শব্দ।—ব্রহ্ম"।

† "বর্ণ।—ব্রহ্ম"।

শব্দকে ও বর্ণ অর্থাৎ অক্ষরকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

‡ নাদ।—শক্তি।

§ বিন্দু।—ব্রহ্ম।

॥ ওঁ।—প্রণব। ব্রহ্ম।

ভগবান। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যেতে বাহুল্যরূপ বর্ণনা করত পরিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(১) অ।—সত্বগুণি বিষ্ণু।

(২) উ।—তমগুণি রুদ্র।

(৩) ম।—রজগুণি ব্রহ্মা।

সদা অন্ধ সহকারে, রহে অন্ধকারাগারে,
অন্ধ কি জানিতে পারে, কোথা অন্ধকার ? ॥ ১১
স্নান কর গঙ্গানীরে, মর নানা দেশ ফিরে,
মিছে মিছি কেন শিরে, বহ ভ্রান্তি-ভার।
পতিতপাবনী যদি, হয় এই গঙ্গানদী,
তোমা চেয়ে কুম্ভীরাদি, বহুপুণ্যাধার ? ॥ ১২
কিসে তুমি কর ভয়, কিসে তুমি হবে লয়,
কিসে বা আচার রয়, কিসে অনাচার ?।
এই যে শরীর তব, অপবিত্র কিসে কব,
মনেতে সঞ্চিত সব, মন মূলাধার ॥ ১৩
অতি ঢোঁসা, পত্রচোসা, মণ্ডালোসা, যত ফোঁসা,
ধোরে পুষ্প, কুশী কোশা, করে কি আচার ?।
মনে মনে কি বাসনা, পূজা করে শবাসনা,
বৃথা এই উপাসনা, নিজ অপকার ॥ ১৪
এই সব ভণ্ডগণ, কেবল পাবার মন,
করে শাস্ত্র বিরচন, অশেষ প্রকার।
এটা পুণ্য, এটা পাপ, বোলে দেয় নানা তাপ,
হায় ইকি মনস্তাপ, কব কারে আর ? ॥ ১৫
ইহকাল ভোগসূত্র, ভোগ ছাড়া নাহি কুত্র,
ভোগ-হেতু দারা পুত্র, যত পরিবার।
যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন নাহি ফাকি,
মুদিলে যুগল আঁখি, কেহ নহে কার ॥ ১৬
অতএব বাক্য ধর, দুখে কেন কাল হর,
সকলেই হবে পর, হোলে শবাকার।
যোগে দেহ অনুযোগ, সুখে কর সুখভোগ,
জীবনান্তে ভোগাভোগ, কিছু নাই আর ॥ ১৭

—০—

[অন্যদিগে মুখ করিয়া কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বক]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা

রাগিণী আলেয়া। তাল মধ্যমান।

এই শরীর-রতন, হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবী হোয়ে, কররে যতন ॥
এই শরীর রতন, হইবে পতন।
না হইল সুখ লাভ, মনের মতন ॥

ধুয়া।

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, ভব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন ॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর, সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই, মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক, কোরোনারে মন ॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি, তার কাছে কোথা ফাকি,
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ ?।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনাসৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ ॥
গ্রহ, তারা, তিথি, রাশি, কাল, দণ্ড, রাশি রাশি,
রীতিমত আসে যায়, করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব, হয় কি কখন ? ॥
এতো-নহে ভার বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজাপথ ছেড়ে করে, কুপথে গমন।
পরলোকে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢ়গণ ॥

শোন্ শোন্ নরলোক, কোথা তোর পরলোক,
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন ?।
পরকালে কর্ম্মফল, কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন ॥
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা-ভুল, মিছে দরশন* ।
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি মর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ ? ॥
যাহা নাই, তাই আছে, শুনেছিস্ কার কাছে,
মিছে কাচে, কাচ কাচে, মূর্খ যত জন ।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয়, এ, যে, ধ্যান
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন ? ॥
ভ্রমে যত হরে কাল, আপনার করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক-কথন ।
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি-ফল, কর্ম্মেতে ঘটন ॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা, দধির সৃজন ।
বায়ু, বহ্নি, ধরা, জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা, হতেছে চেতন ॥
অজ্ঞান মানব চয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয়, জড় নয়, দেহ সচেতন ।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্য আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ ॥
আকার প্রকার রব, সম সব, অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু, সমান গঠন ।
সম ছেদ, সম ভেদ, কিছু নাই, ভেদাভেদ,
সম সুখ, সম দুখ, রমণ গমন ॥

* দরশন ।—দর্শন, ।—ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি ষড় দর্শন ।

তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ ? ।
এই বড়, এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে, ও হয় যবন ॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ, আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন ? ।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন-মন ॥
অরসিক হোয়ে রসে, দ্বেষ-বশে বোলে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরোনা ভোজন ।
না খেলেতো নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন ॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো,
ব্রহ্মরূপে করে যেই, জীবের পালন ।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হোয়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরোনা হরণ ॥
পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন ।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন ॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বারণ ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু, পাখি, সবে ভবে,
স্বেচ্ছামত কেন তবে, করিবে গমন ? ॥
খাটি নহে কারো মন, প্রেম-অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরোনা গ্রহণ ।
পাগলের এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে, শাস্ত্র-আলাপন ॥
প্রাণে আর নাহি সয় দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগল কয়, একি কুলক্ষণ ? ।

নাস্তিকে নাস্তিক ভাবে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে,
তাহারা আস্তিক যদি, নাস্তিক কেমন ? ॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি, শাস্ত্র-সনাতন।
অদৃশ্য পদার্থবাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী,
হেরিবনা হেরিবনা, তাদের বদন ॥

—•—

[আর একদিগে মুখ করিয়া খল্ খল্ শব্দে হাসিতে হাসিতে ভঙ্গিমা দ্বারা]

হাঃ—হাঃ—হাঃ—এরা কে গঙ্গার্ ধারে ? এতো বড় হাসির ব্যাপার্ ! হাঁরে ও আঙুল্ নেড়ে কি ভেঙাচ্ছে ? বিড়ির্ বিড়ির্ কি ঘেঙাচ্ছে। আরে ঐ ফুলের বাড়ী কি ঠেঙাচ্ছে ? এই বিটুলে মাটি নিয়ে কি গোড়্‌চ্ছে ? ওখানে ও কি পোড়্‌চ্ছে ? ভিড়িং ভিড়িং, ধিড়িং ধিড়িং, পিড়িং পিড়িং, এরা কি সেতার বাজাচ্ছে ?

রোহিণী পয়ার।

হায় হায়, হায়, এরা, ঘোর পাপযুক্ত।
ভ্রান্তিরূপ পাশ হোতে, কিসে হবে মুক্ত ? ॥
হতবুদ্ধি যত জন্তু একদল ভুক্ত।
নাহি জানে সার শাস্ত্র, বৃহস্পতি উক্ত ॥
হায় আমি বেণাবনে, কেন ফেলি মুক্ত ?।
থাকিতে পায়স, পিঠে, খেয়ে মরে স্থক্ত ॥

[আর একদিগে নিরীক্ষণ করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক]

মোহিনীচ্ছন্দ।

অকাট্য আমার কথা, কার্ সাধ্য কাটে রে ?।
আমার নিকটে কার, জারিজুরি খাটে রে ? ॥
সমুখ-বিচার-যুদ্ধে, কে আমারে আঁটে রে ?।
প্রমাণের বাণ দেখে, সকলেই ঘাঁটে রে ॥

মিছে ধর্ম্ম, মিছে মর্ম্ম, কর্ম্মফেন চাটে রে ?।
কখনো কি ফল হয়, রসহীন কাটে রে ? ॥
বঞ্চক বামুন-গুলা, ফেরে কত ঠাটে রে।
দিয়েছে ভোগের ভাগা, ভোগারূপ হাটে রে ॥
বাচালতা কোরে শুধু, ফেরে মালসাটে রে ?।
সকলে সেজেছে শঙ, নাটুয়ার নাটে রে ॥
সত্যপথে কেহ আর, ভ্রমে নাহি হাঁটে রে।
তৃষ্ণাদোষে নাবিয়াছে, মিথ্যানদী ঘাটে রে ॥
মরুক্, চরুক্, গরু, আশারূপ মাটে রে।
সুখে আমি রাজ্য করি, বোসে রাজপাটে রে ॥

—০—

[কলি এবং শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের রঙ্গভূমিতে আগমন]

চার্ব্বাক*।

[সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলকে তুচ্ছ করিয়া অতি উচ্চরবে বক্তৃতা]

হিল্লোলচ্ছন্দ।

ধর্ম্মপথে হোয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর, নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু ॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুন্ন,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, নাই কিছু, নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা, নাই কিছু, নাই কিছু ॥
ধর্ম্ম বল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল, নাই কিছু, নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ-তন্ত্র, মূল মাত্র নিজ-যন্ত্র,
জপ, হোম, পূজা, মন্ত্র, নাই কিছু, নাই কিছু ॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ড লোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ, নাই কিছু, নাই কিছু ॥

* চার্ব্বাক—নাস্তিকবিশেষঃ।

বীরবিলাসিনীচ্ছন্দ।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥

সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু, মাস, তিথি, বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥

রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হোয়ে, করে আলোময় হে,
করে আলোময়।
বহ্নি, বারি, ধরা, জল, শস্য, বীজ, বৃক্ষ, ফল,
ভোগের কারণ সব, সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥

নয়নের অগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য, ছাড়া বিশ্ব, বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয়?।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা, কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥

কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর, যাহে সুখোদয় হে,
যাহে সুখোদয়।

পদে পদে পরিতাপ্, প্রাণ যায় বাপ্‌বাপ্,
আহার-বিহারে পাপ্, পাপিলোকে কয় হে,
পাপিলোকে কয় ॥
যত সব বুদ্ধিমোটা, কপাল জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখ বোঝা-বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম, তারে কিসে ভয় হে, ?
তারে কিসে ভয় ? ॥
শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানামত,
তাদের অলীক-মত, প্রাণে নাহি সয় হে,
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
যুগ্মভাবে পাত্রে পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময় ॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রস-রঙ্গে, কর কালক্ষয় হে,
কর কালক্ষয়।
চুরি নয়, হত্যা নয়, অধিকন্তু, সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয়, তারা দুরাশয় হে,
তারা দুরাশয়।
ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয় ॥
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদি,
ছেড়ে রব, ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়।
ফুটিল মানসকলি, মোহিত আনন্দ-অলি,
কলিযুগে মহাবলী, মহামোহ জয় হে,
মহামোহ জয় ॥

চার্ব্বাকের শিষ্য।

[সংশয়চ্ছেদনার্থ গুরুর প্রতি প্রস্তাব]

হে গুরো! যথার্থ শাস্ত্র বলিয়া কাহাকে মান্য করিব? এবং কিরূপ আচার করিয়া জীবনযাত্রা যাপন করিব? যদি অভিলষিত-দ্রব্য ভোজন ও পান এবং স্বেচ্ছানুরূপ-কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করাই পরমার্থ হয়, তবে এই সমস্ত তীর্থবাসি জনেরা কেন এতকাল সাংসারিক-সুখ পরিহার-পুরঃসর শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুদিগের ঘোরতর যাতনা সহ্য করত পরাকাদি* ব্রত-দ্বারা এত কষ্টে এত দুঃখে সময়, দেহ, এবং আয়ু-ক্ষয় করিতেছে? ইহারা তাবতেই কহিতেছে, এই সংসার কেবল অসার, দুঃখের আধার, ইহাতে সুখমাত্রই নাই।—এই সাংসারিক সুখ সর্ব্বতো-ভাবেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সংসারাসক্ত জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন, বিষয়-ভোগানুরাগ-বশতঃ পাপ সঞ্চয় করে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেনা, মরণান্তে নারকী হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করে ইত্যাদি।

চার্ব্বাক।

হে বাপু! তুমি কি জাননা, অর্থশাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র, অর্থকরীবিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, ইতিহাসাদি যে শাস্ত্র, সে তাহারি অনুরূপ-অন্তর্গত মাত্র। বেদাদি শাস্ত্র সকল শাস্ত্রই নহে। শুদ্ধ প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুর্য্য ও মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ, প্রলাপিদিগের প্রলাপ মাত্র। দুর্জ্জন বঞ্চকেরা আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপন ও প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করণ কারণ কতকগুলীন অর্থহীন প্রমাণহীন আকাশভেদি বচন রচন করিয়া নিরন্তর অবোধ-লোকদিগে বঞ্চনা করিতেছে, এবং আপনারা আত্মদোষে প্রত্যহই প্রত্যক্ষ-সুখে বঞ্চিত হইতেছে। হে বৎস! দেখ, ইহারদিগের একখানি দোষ নহে, ইহারা বঞ্চক, মিথ্যাবাদি, ভ্রান্ত এবং মূর্খ। মুক্তি কাহাকে বলে তাহা জানেনা, মৃত্যুর নামি মুক্তি, মুক্তি আর একটা স্বতন্ত্র গাছের ফল নহে। কি ভ্রান্তি! কি চাতুরী! ইহারা মিথ্যারূপে মৃত-ব্যক্তির প্রেতত্ব কল্পনা করে। এক মুখে দুই কথা কয়, একবার বলে কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয়, গঙ্গায় মরিলেই মুক্তি হয়, আবার চমৎকার দেখ, যাহারা এই বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করিতেছে, গঙ্গার-তীরে নীরে দেহ

* পরাক—প্রায়শ্চিত্তবিশেষ, যাহাতে দ্বাদশ দিন উপবাস করিতে হয়।

পরিহার করিতেছে, তাহারদিগেরি প্রেত বলিতেছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধান করিতেছে। ধূর্ত্তেরা এক বিষয়েই দুই প্রকার প্রমাদের কথা উল্লেখ করে, অতএব ইহারদের কথা কি শুনিতে আছে? এই মিথ্যা কথায় কি কাণ দিতে আছে?

পয়ার।

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগকারকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয়, তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে, হোতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি, সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে, করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় অন্ন গ্রাস।
মরা গরু কখনো কি, খেয়ে থাকে ঘাস?॥
মৃতনর তৃপ্ত হয়, তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জলে?॥
কুহকী জনের মনে, কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে, অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয়, অর্থ উপার্জ্জন।
যে বিদ্যায় নাহি হয়, সুখের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে, যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি, করিব কেমনে?॥
ওরে বাপু প্রাণাধিক, স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয়, সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে, বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্ত লোকে ভুলিয়াছে, ফলশ্রুতি শুনে॥

ভুলিয়া মিষ্টের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার॥
ভাবি-স্বর্গভোগ-রূপ, সন্দেসের লোভে।
যত সব মূর্খ লোক, মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ড-রত যত, সার-বস্তুহীন।
আশায় হতেছে সবে, শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে, করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ, হোয়ে থাকে কার?॥
আপনার হিতবোধ, মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে, সুখের সংসার?॥
জগতের গূঢ়ভাব, কে জানিবে স্থির।
সুখ ধনে ভরা আছে, ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ, স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয়, অমৃত সৃজন॥
"টক" বোলে দধি কেন, ফেলে দিতে যাবে?।
এখনি মথন কর, ননী, ঘৃত, পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা, হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার, তুষের ভিতরে॥
তুষ বোলে কেন তারে, ফেলে দিতে যাবে?।
ধান-ভেনে, চাল লও, কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই, প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র-দোষে কখনো কি, অপ্রিয় সে হয়?॥
নানা দোষে দেহ হোলে, দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল, প্রিয় নয় কার?॥
রসনারে করে সদা, দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্‌কালে, কে ভেঙেছে দাঁত?॥
ছারখার করে অগ্নি, পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে, কবে কেবা, করে অনাদর?॥
ভূমি নাশ করে জল, বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর, নাহি করে কেউ॥

কিছু দুঃখ আছে বোলে, শুন ওরে বাবা।
যেজন সংসার ছাড়ে, হাবা, সেই হাবা॥
ইচ্ছামত সুখভোগ, আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ, কিছু নাই আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা, বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয়, তাদের কপালে?॥
শরীর শোষণ করে, রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে, পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে, কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয়, দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্বোলে পুড়ে, পাপে ভোগে দুখ।
মোরে গেলে ফুরাইল, কবে পাবে সুখ?॥
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ, তপস্যার ফল।
আত্মঘাতি হোয়ে মরে, পাষণ্ডের দল॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি, আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ, কারে আর বলে?॥

[সন্ন্যাসী দেখিয়া।]

বল-হে সন্ন্যাসি, তুমি, কি কাজ করেছ?।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি, ঘর-ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে, কিবা ফল, থাকো ঘর লোয়ে?॥
পেট্ নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, কাজ্ কিরে বাপু?॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, ফিরিতে না হয়।
অনাহারে, দেহ যদি, সমভাবে রয়॥
তবেতো তপস্যা জানি, মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে, পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হোলো, অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে, সন্ন্যাসে কি ফল?॥

দেহ আছে খেটে খেয়ে, ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়োনা, পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডিদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া।)

ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ ?।
দণ্ডে দণ্ডে, নিজ দণ্ডে, দণ্ড কর ভোগ ?॥
নিজ হাতে, নিজ পিণ্ড, করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হোয়ে মরো, কাণ্ড এ কেমন ?॥
মুক্তি মুক্তি, করিতেছ, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, বেচা, কেনা, করে॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কাণ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী, শূন্য এই, স্বভাবেই রয়।
বল তবে, এ জগতে, মুক্তি কার হয় ?॥
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ, আর সব শূন্য।
বল্ বল্, কোথা পাপ, কোথা তবে পুণ্য ?॥

মহামোহ।

[আত্ম-মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক।]

আহা, আহা! এখানে কোন্ সাধু ব্যক্তির আগমন হইয়াছে? সাধু সাধু, ধন্য ধন্য, এ মহাত্মা কে-রে? চিরকালের পর অদ্য আমি যথার্থরূপে সুখী হইলাম। ওরে এমন্ সত্যবাদী, সুধাভাষী-পবিত্র-চিত্ত সদানন্দময় সংশয়চ্ছেদক মহাপুরুষ কি আছে রে? মরি মরি! আহা আহা! ওহে কে তুমি? কে তুমি? আমার মনের অন্ধকারকে হরণ করিলে। আহা, আমার কর্ণপথে কি সুমধুর অমৃত-বৃষ্টি হইতেছে! কি আনন্দ, কি আনন্দ!

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক)

আরে, এই যে, দেখি।—ইনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম-পরম-সুহৃৎ চার্ব্বাক। না হবে কেন? ওরে চার্ব্বাক-রে—চার্ব্বাক।

চার্ব্বাক।

[অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে।]

হাঁ—ইনি বিশ্বপূজ্য মহারাজ মহামোহ। ভাল ভাল, বড় সুখের দিন, যাই তবে নিকটে যাই।

[নিকটে গিয়া।]

মহারাজের জয় হউক্, জয় হউক্, শত্রু সব ক্ষয় হউক্, ক্ষয় হউক্। তাদের মনে ভয় হউক্, ভয় হউক্, ভয় হউক্, কালের কোলে লয় হউক্, লয় হউক্। এই সমুদয়, একাকারময় হউক্, একাকারময় হউক।

[ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণে উদ্যত।]

মহামোহ।

এসো এসো, চার্ব্বাক এসো, প্রাণের ভাই এসো, এই আসনে বোসো বোসো, এত ব্যস্ত কেন? রোসো রোসো, আগে কোলাকুলিটি করি।

কোলাকুলি।

মহামোহ।

বোসো ভাই বোসো,—কেমন্ তোমার মঙ্গল্‌তো।

চার্ব্বাক।

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সমস্তই মঙ্গল। মহারাজ আপনার শিষ্যানুশিষ্য, দাসানুদাস কালশ্রেষ্ঠ কালরাজ কলি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং আপনার ভুবন-পূজ্য শ্রীপাদপদ্মে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পবিত্র হইবার জন্য এই আমার সঙ্গেই আসিয়াছেন।

মহামোহ।

কই কলি, কই? এসো এসো, এসো বাপু, এসো এসো, কল্যাণ্ হোক, কল্যাণ হোক্, দেখি বাপু, মুখ্‌খানি দেখি,—এই, যে, বড়

হয়েছ, তোমাকে আমি "হামাগুড়ি" দিতে দেখেছিলাম, তখন এক একবার হাঁটি হাঁটি পা-পা করিতে। এখন তোমার গোঁপের রেখা দিয়েছে। ভাল ভাল, তবে এ দিগের কি পর্য্যন্ত হয়েছে, বল দেখি। তীর্থের সংবাদ কি? এখনো কি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মে লোকের বিশ্বাস আছে?

কলি।

প্রভু। প্রণাম করি, অদ্য শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। মহাশয় আমার কার্য্য ও পরাক্রম প্রত্যহই প্রতিক্ষণে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। হে মহারাজ! আমরা কেবল উপলক্ষ মাত্র, সকলি আপনার কটাক্ষের প্রভাব। পদযুগের মহিমাতেই সকলি হইতেছে। আর কি নিবেদন করিব?

[মহারাজের মঙ্গল প্রার্থনা]

যে স্বভাব পৃথিবী-উজ্জ্বলকারি-গগনবিহারি—ধ্বান্তহারি-সূর্য্যদেবকে দীপ্তমান করিতেছেন।—যে স্বভাব রজনীতে নক্ষত্র-মণ্ডলমণ্ডিত অতি চিত্র চিত্র-মণ্ডলে চন্দ্রের উদয় করিয়া আমারদিগের হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল করিতেছেন।—যে স্বভাব গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদ, হিম, শিশির, বসন্ত, এই সুখময় ছয় ঋতুকে আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত সৃজন করিতেছেন।—যে স্বভাব বহুবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক অস্মদাদিকে সমূহ সুখে সুখি করিতেছেন, আর যে স্বভাব পুরুষের কামকেলি-সুখসম্ভোগার্থে সর্ব্ব-দুঃখসংহারিণী সাক্ষাৎ-মোক্ষবিধায়িনী—সর্ব্বমনোমোহিনী—রতি-রসবিলাসিনী—কোমলাঙ্গী—কুটিলাক্ষী—কামিনী-কদম্বের সৃষ্টি করিয়া তাহারদিগের বিমল-বদনে কেশাবলী প্রদান করেন নাই, সেই স্বভাব অনুকূল হইয়া সততই মহারাজের মঙ্গল বিধান করুন।

আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বিবেচনা করিবেন না, আমি বয়সে বালক বটি, কিন্তু কার্য্যে অত্যন্তই প্রবীণ।

[সভাস্থ সকলের প্রতি]

গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

স্বেচ্ছাময়-মন তুমি, জগতের ভূপ।
আপন স্বরূপ তুমি, আপন স্বরূপ॥

লোক সব মিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে ভ্রমে,
নাহি দেখে কোনোক্রমে, নিজ নিজ রূপ।
নানা-ভাবে ভাব হয়ে, অভাবের ভাব ধরে,
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ॥
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে,
রূপ, রস, আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
আত্মহিতে যত কর্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম্ম,
কি কব তাহার মর্ম্ম, অতি অপরূপ॥
হোয়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল,
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ।
আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
এক ভাবে এই ভবে, হবে এক-রূপ॥
আত্মহিতে হবে রত, সবে মাত্র এক মত,
না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ।
ভিন্ন-ভাব যারা ধরে, নানা পথে ঘূরে মরে,
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কূপ।
না চিনিয়া ভাল মন্দ, যত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব,
নাশিতে তাদের ধ্বন্ধ, বুঝাব কিরূপ?॥
কাশীবাসি ওরে জীব, শিবময় মনোশিব,
শিবরূপে না পূজিয়ে, পূজিস্ কিরূপ?।
বঞ্চনা-মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর,
করিস্ কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ॥

ষষ্ঠপদীচ্ছন্দ।

প্রকাশ করিয়া মর্ম্ম, কারে বলি নিজ-কর্ম্ম,
কোথায় সে খোঁড়া ধর্ম্ম, শুকায়েছে অস্থিচর্ম্ম,
সকলেই পেয়ে শর্ম্ম, মম বশ হয়েছে।
কোথা বেদ, কোথা তন্ত্র, আমার স্বতন্ত্র তন্ত্র,
কুহক-কলের যন্ত্র, গূঢ়-বীজ মহামন্ত্র,
ছেড়ে সবে গুরুমন্ত্র, মম মন্ত্র লয়েছে॥

বাঁকি কিছু নাহি আর, করিয়াছি একাকার,
আমারিতো অধিকার, পলায়েছে দেশাচার,
পাপ-বোধ আছে কার, ক্রমে সব সয়েছে।
হইয়া বিষম ওজা, মারিয়া কালের গোঁজা,
বাঁকারে করেছি সোজা, নাহি আর ভার বোঝা,
সকলেই হোয়ে সোজা, শিরে বোঝা বয়েছে॥
যে কিঞ্চিৎ আছে বাঁকি, আর কি অপেক্ষা রাখি
ঘরে ঘরে বাঁকাবাঁকী, কোথায় রহিবে ফাকি,
ওড়াবে সত্যের চাকি, ছোঁড়া-গুলো কয়েছে।
অগতির আমি গতি, আজ্ঞাধীন কাম, রতি,
কেহ আর নাহি সতী, বিধবা পেয়েছে পতি,
মাচ মাংস খেতে আর, বাঁকি নাহি রয়েছে॥

ঈশ্বরতো আর নেই, কেটেছি ভ্রমের খেই,
নাস্তিকের রাজা যেই, কলির ঈশ্বর সেই,
আমার প্রভাবে সবে, নব-মত ধরেছে।
নাহি ভেদ পাত্রাপাত্র, জাতি, ধর্ম্ম, এক-মাত্র,
পবিত্র সবার গাত্র, একমতে শিষ্য-ছাত্র,
ছেড়ে গোত্র যত্রতত্র, একছত্র করেছে॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত, অধ্যাপক শত শত,
হোয়ে অতি অনুরত, এ মতে দিয়েছে মত,
জনমের মত তারা, পূর্ব্বমত হরেছে।
মিছে ধর্ম্মে নাহি খাটে, নাহি নাচে মিছেনাটে,
মিছেপথে নাহি হাঁটে, জল খায় এক-ঘাটে,
এক ঠাটে এক পাটে, এক মাঠে চরেছে॥
সবাই টাকার বশ, টাকাতেই যত রস,
টাকা যার তার যশ, ব্যাপ্ত হয় দিক্ দশ,
ধনরূপ-মদ-গন্ধে, ত্রিভুবন ভরেছে।

পদ গেলে বাঁচা ভার, টাকা কোথা পাবে আর,
মারা যাবে পরিবার, হাহাকার হবে সার,
সাধে কি পণ্ডিত-গুলো, লোভজ্বরে জ্বরেছে ॥
গোটা কত মোটা গুঁড়ি, যেন কাঁঠালের গুঁড়ি,
নাহি আর বলে থুড়ি, কেবল মারিছে তুড়ি,
কত বুড়ী, কত ছুঁড়ী, শাঁকা চুড়ী পরেছে।
জাতি, কুল পরিচ্ছেদ, কিঞ্চিৎ যা ছিল, ভেদ,
সে ভেদ করেছি ছেদ, কারো মনে নাহি খেদ,
নিজ নিজ ইচ্ছামত, মত সবে ধরেছে ॥
শুঁড়ি, হাড়ি, ডোম, মুচি, অশুচি হয়েছে শুচি,
পাইলে রূপার-কুচি, অন্নেতে সবার রুচি,
পাতের প্রসাদ খেয়ে, কত লোক তরেছে।
কুল, শীল, জাতি মানে, যাদের সবাই মানে,
মত্ত ছিল অভিমানে, এখন ধনির স্থানে,
পদানত হোয়ে কত, চোখে জল ঝরেছে ॥
দেখ দেখ, মহারাজ, আমার কেমন কাজ,
করিয়া সমর সাজ, মেরেছি এমন বাজ,
সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম, সেই বাজে মরেছে।
তোমার বিপক্ষ যারা, আমার প্রতাপে তারা,
সকলেই বলহারা, ভয়েতে হতেছে সারা,
বিবেক, বৈরাগ্য, আদি, কোন্ দেশে সরেছে ॥

এমন্ কি হবে কুত্র, কেমন তুলেছি সূত্র,
চাঁড়ালে ধরিয়ে সূত্র, হয়েছে ব্রাহ্মণপুত্র,
কিরূপ সাহস দেখ, কত বাড়্ বেড়েছে।
নিজ বল প্রকাশিয়া, করিছে অদ্ভুত ক্রিয়া,
বাজারের বেশ্যা নিয়া, দারা-পরিচয় দিয়া,
জারজাত ছেলে মেয়ে, ঘরকান্না কেড়েছে ॥

সঙ্গ-দোষে পরস্পর, মজিতেছে কত ঘর,
যে সব আমার চর, তাহারাই সাধু নর,
জেতের বিপক্ষে সবে, কোসে ঘাড় ঝেড়েছে।
হাটে ভাঁড় ভেঙে ভাঁড়, হতেছে ধর্ম্মের ষাঁড়,
গৃহিণী হয়েছে রাঁড়, কার সাধ্য করে আড়,
নিজ নিজ মতে এনে, অনেকেরে পেড়েছে॥
আগে যারা ছিল খাটি, ক্রমে তারা হয় মাটি,
যত করে আঁটাআঁটি, তত হয় কাটাকাটি,
ফাটাফাটি কোরে সবে, এক গাড়ে গেড়েছে।
হয়েছে সকল শেষ, নির্ম্মল করেছি দেশ,
প্রায় নাই দ্বেষাদ্বেষ, যাহা আছে অবশেষ,
পালাই পালাই ডাক্, তারা সব ছেড়েছে॥

বিনোদিনীচ্ছন্দ।

দেখ-হে কেমন মজা, কেমন তুলেছি ধ্বজা,
যত সব কর্ত্তাভজা, একছত্রে খেতেছে।
সকলেরি মন-শাদা, পরস্পর, দিদী, দাদা,
মেলায় ঢুকিয়া দেখি, মেয়ে, মদ্দে, মেতেছে॥
মেলা-মাঝে মেলামেলি, লুকাচুরি, খেলাখেলি
গায় গায় ঠেলাঠেলি, কলাপাত পেতেছে।
যবনান্ন যারা খায়, তাহারাই পুনরায়,
শ্রাদ্ধ-বাড়ী খেয়ে লাড্ডু, থালা গাড়ু পেতেছে॥
আমার সুভক্ত যারা, প্রবল হইয়া তারা,
কার্য্য-বলে শত্রুদলে, ঘাঁতে ঘাঁতে ঘেঁতেছে।
আগে যারা ছিল বোড়া, এখন হয়েছে ঢোঁড়া,
পোড়ামুখ পুড়িয়াছে, সকলেই চেতেছে॥

অবোধ হিঁদুর নারী, ব্রত ধর্ম্মে ভক্তি ভারি,
কেমনে করিব বশ, সেই ভয় টুটেছে।

শিখিছে বিলিতি ভাষা, বালিকার বাড়ে আশা,
বই হাতে, উঠে প্রাতে, বিদ্যালয়ে ছুটেছে ॥
তত আর নহে কুনো, সাহস বেড়েছে দুনো,
পুরুষের স্বাধীনতা, সুখ, তারা লুটেছে।
ভূগল পড়েছে যারা, জেনেছে সৃষ্টির ধারা,
ভেঙেছে মনের ভ্রম, সূর্য্যঅর্ঘ্য উঠেছে ॥
বিধবারা আগে যারা, ধরিয়া প্রাচীন ধারা,
শিব গোড়ে, পূজা কোরে, কত মাথা কুটেছে।
এখন আমার ডরে, সিঁতেয় সিন্দুর পরে,
শাঁকা খাড়ু হাতে নিয়ে, এক দলে জুটেছে ॥
প্রথমেতে কাণাকাণি, কিছু কিছু জানাজানি,
শেষে কোরে থানাথানি, সাত দেশ্ ঘুঁটেছে।
এইতো কলির সন্ধ্যা, পুত্রবতী হবে বন্ধ্যা,
ফলাবো অশেষ ফল, ফুল সবে ফুটেছে ॥

ছুঁড়ীগুলো ছেলে-বেলা, নাহি করে ছেলেখেলা,
পাকা পাকা কথা কয়, মন সব খুলেছে।
দেখিলাম ঘরে ঘরে, পূর্ব্বভাব নাহি ধরে,
সাঁজ্ সেঁজোতির্ ব্রত, সকলেই ভুলেছে ॥
বেঁকে বেঁকে পথ হাঁটে, তেড়া কোরে সিঁতি কাটে,
গরবিনী হোয়ে সব, গরবেতে ফুলেছে।
কে আঁটে মুখের সাটে, পুরুষের কাণ কাটে,
সুখভোগ-আশা-হাটে, ইচ্ছাধ্বজা তুলেছে ॥
যখন যেমন ধরে, তখনি তেমনি করে,
নাহি রাখে কোন ক্ষোভ, লোভ দোলে দুলেছে।
পতির কি সাধ্য হয়, মত ছাড়া কথা কয়,
অধীনতা দড়ি ধোরে, কত নীচে ঝুলেছে ॥
শ্বশুর, শাশুড়ী কেবা, কেবা তার করে সেবা,
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ-কূপে তারা উলেছে।

বাপ মায় কেবা মানে, নারীই সর্ব্বস্ব জানে,
বধূ-প্রেম মধুপানে, যুবকেরা ঢুলেছে ॥

দেখিলাম অলি গলি, পরস্পর গলাগলি,
দিনে রেতে টলাটলি, ভাল খেলা খেলেছে।
নাহি আর ঢলাঢলি, কেবা করে দলাদলি,
কোরে কত বলাবলি, বুড়ো-গুলো এলেছে ॥
সুপাদ্ সম্পর্ক যত, সকলি হয়েছে হত,
ঘরে ঘরে মনোমত, এক চাল্ চেলেছে।
বিপরীতে দিলে বোধ, তখনিই করে ক্রোধ,
উপরোধ অনুরোধ, একেবারে টেলেছে ॥
রমণী হয়েছে হেন, এক ধ্যান এক জ্ঞান,
পুরুষ দেখিলে যেন, আগে আঁখি মেলেছে।
মুখে পেটে ভেদ নয়, ফুটে সব কথা কয়,
নর নারী সমুদয়, মম আজ্ঞা পেলেছে ॥
ভাঙে তবু নোবেনাকো, শাদা ভাত ছোঁবেনাকো
একা কেউ শোবেনাকো, মন খুব্ হেলেছে।
অধীন রয়েছে যারা, কি করিবে নাহি চারা,
সাঁতারে হাঁপায়ে তারা, সোঁতে অঙ্গ ঢেলেছে ॥
একপোদে* কোথা খোঁড়া, কোথা তার যত গোঁড়া,
মেরে তারে যত ছোঁড়া, তুই পায়ে ঠেলেছে।
যত সব তীর্থধাম, কেবল রয়েছে নাম,
বল করি রতি কাম, কোসে ঝাল্ ঝেলেছে ॥
লাথালাথি হাতাহাতি, ধুমধাম মাতামাতি,
স্বাধীনতা দীপে বাতি, সকলেই জেলেছে।
করিতে ধর্ম্মের লোপ, গাঁথিয়া কোপের টোপ,
বাসনার সরোবরে, ছিপ্ সুতো ফেলেছে ॥

---

*একপোদে—চতুষ্পাদ ধর্ম্মের কলিতে কেবল এক পদ মাত্র রহিয়াছে।

আমার নূতন চেলা, কি কব তাহার খেলা,
যত যুবা, তার কাছে, মূল-মন্ত্র পেয়েছে।
যেখানে সেখানে যাই, নিয়ত দেখিতে পাই,
ছেলে মেয়ে তাবতেই, তার মতে এয়েছে ॥
গদগদ ভাবভরে, এক রাগে এক স্বরে,
প্রকাশ করিয়া সবে, তার গুণ গেয়েছে।
এই শুভ-সমাচার, করিবারে সুপ্রচার,
দেশে দেশে দেখ তার, কত দূত ধেয়েছে ॥
ডাকে ডাকে হাঁকে হাঁকে, ফাকে ফাকে থাকে থাকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখেলাখে, ধরাময় ছেয়েছে।
নেচে কুঁদে সবে বলে, মার্ দিয়া বাহুবলে,
প্রতিজ্ঞা-নদীর জলে, ডুব্ দিয়ে নেয়েছে ॥
বড় যারা ধনে মানে, তারাই সে মত মানে,
সবাই সবার পানে, প্রেমনেত্রে চেয়েছে।
সকল তরণি নিয়ে, চালাতেছে ঝিঁকে দিয়ে,
কেহবা তুলেছে পাল্, কেহ দাঁড়্ বেয়েছে ॥
পানপাত্র হাতে ধরি, আগেতে শপথ করি,
চল ঢল হোয়ে শেষ, ঢুক্ ঢুক্ খেয়েছে।
যাতে হয় একাকার, করি তার, অঙ্গীকার,
সমুদয় বিধবার, বিয়ে দিতে চেয়েছে ॥

মহারাজ জয় জয়, ত্রিভুবনে কারে ভয়,
মোহ-রসে প্রাণিগণ, সমুদয় গলেছে।
যাজক ব্রাহ্মণ যত, সকলেই অনুগত,
মুখে এক, পেটে আর, যজমানে ছলেছে ॥
ভক্তি পালায়েছে ছুটে, শুধু লয় ধন লুটে,
পাঁজী পুঁথি ঘেঁটেঘুটে, কেটেকুটে ডলেছে।
যজমান শিষ্য যারা, বিষম বেঁকেছে তারা,
গুরু, পুরোহিত ধোরে, দুটি কাণ মলেছে ॥

বিদ্যালয়ে কত শিশু, মজেছে ভজেছে ঈশু,
মনেতে বিকার নাই, একদিকে চলেছে।
মশ মশ্ যুতা পায়, ঠাকুরের ঘরে যায়,
বিছানায় ভাত খায়, রতি কত টলেছে॥
খেয়ে খানা, পড়ে খানা, কতখানা কারখানা,
বাড়িতে খানার খোলা, দিবে নিশি জ্বলেছে।
ফিরেছে সবার মতি, নাহি পূজে ভগবতী,
আহারের সময়েতে, ভগবতী চলেছে॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট, দাঁতে কাটে বিস্কুট্,
গোটু-হেল ড্যাম হুট্, মা, বাপেরে বলেছে।
এর্ চেয়ে সুখোদয়, কবে আর কার হয়,
দেখ দেখ মহাশয়, আশাতরু ফলেছে॥

আমার সেবক যত, তারা সব জেঁকেছে।
হাতে করি পরাশর, সরাসর ডেকেছে॥
স্মৃতি, মনু, বেদ আদি, দূরে ফেলে রেখেছে।
কেহ না আদর করে, বড় দায় ঠেকেছে॥
প্রকাশিয়া নব-পথ, নব-মত লিখেছে।
সেই মত খাঁটি বটে, সাহেবেরা দেখেছে॥
ছিল স্মার্ত্ত, স্বার্থপর, তার অর্থ ঢেকেছে।
পুনর্ভবা সুত যত, সতীপুত্র, থেকেছে॥
অপ্রমাণ যত কথা, গার জোরে টেঁকেছে।
নানা যোগে, জাগ পেয়ে, কাঁচাতেই পেকেছে।
এক রোকে এক ঝোঁকে, ঝাঁকেঝাঁকে ঝেঁকেছে।
এক জালে রুই আদি, চুনা পুঁটি ছেঁকেছে॥
অতি বেগে একরোখা, জোর বায়ু হেঁকেছে।
সে বায়ুর প্রভাবেতে, তাবতেই বেঁকেছে॥
কলঙ্কের কটু-রস, সুধা সম, চেকেছে।
উপহাসে অনায়াসে, গায়ে সব মেখেছে॥

কেমনে প্রবল হবে, সেই তাক তেকেছে।
শৃগালের মত সব, এক ডাক ডেকেছে ॥

মহারাজ! দল-বল খুব জাঁকৃছে, ক্রমে সব পাকৃছে, সকলেই ঝাঁকৃছে, আপন্ মতে ডাকৃছে, সুখের বিষয় তাকৃছে, সোঁদা কি কেউ থাকৃছে? নিজে এসে বাঁকৃছে, কেউ পেটে যত দিতে পারে গায়ে শেষ মাখ্ছে, কেউ কুটোকাটা ছাঁকৃছে, কচি কচি ছেলে যারা তারা এখন্ চাকৃছে, কেউ কিছু কি আর ঢাকৃছে? স্পষ্ট হোয়েই হাঁকৃছে, পেটের ভিতর একটি কথা কেহ নাহি রাখ্ছে।

হে মহারাজ! আমি যাহা যাহা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশ অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। যদি অনুমতি করেন, তবে আমার প্রধান বন্ধু একাকার-আচার্য্যকে নিকটে আনিয়া বাবাজীচক্র, ভৈরবীচক্র, এবং কুমারীচক্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারব্যূহ বিস্তার করি।

মহামোহ।

বাপু হে! আমি সীমাশূন্য-সন্তোষ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম, তোমার এত পরাক্রম, এতদিন তাতো জানিতে পারি নাই, ভাল ভাল, একা তোমা হইতেই আমার অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তুমি এখন সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা করিতে হয় তাহাই কর!

চার্ব্বাক।

হে মহারাজ! আমরা তো প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, সাধ্যের ক্রটি কিছুই হইবে না, কিন্তু একটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আছে, আমি তজ্জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় শঙ্কা করিয়া থাকি, আহা মনে হইলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতে হয়। হে প্রভো! "বিষ্ণুভক্তি" নাম্নী এক মহাপ্রভাবা-যোগিনী আছে, সে বিবেকের অত্যন্ত সহকারিণী, তাহাকে দর্শন করা দূরে থাকুক্, তাহার নাম ও ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিখানা স্মরণ করিলেই মরণকে নিকট বোধ হয়, যদিও বলী কলির পরাক্রমে অধুনা তাহার সর্ব্বত্র তাদৃশ আবির্ভাব নাই, প্রকাশ হইয়া সকলের নয়নপথে ভ্রমণ করিতে পারে না, তথাচ তাহাকে প্রত্যয় নাই, কি জানি, গোপনে গোপনে কখন্ কি সর্ব্বনাশ করে।

মহামোহ।

[ভীত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনার পর]

হে প্রাণাধিক! বটে বটে, এখন আমার মনে পড়িল, সেই যোগিনীটে বড় ভয়ঙ্করী, ভাল চার্ব্বাক!—বল দেখি ভাই, জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের কাম ক্রোধাদি এই সকল বলবান সেনাপতি দেদীপ্যমান্ সত্বে সে কি সাহসে, কি উপায়ে প্রকাশ হইয়া আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পারিবে? তাহার কি এতই সাধ্য?

চার্ব্বাক।

হাঁ মহারাজ! নিবেদন করি, যদিস্যাৎ কাম ক্রোধাদির বাতাস তাহার পক্ষে অতিশয় হুতাশজনক বটে, কিন্তু শত্রুরা এখনো একেবারে হতাশ হয় নাই, তাহারা আশার দাস হইয়া প্রয়াসে আয়াসে উপনিষদের সহিত বিলাসে প্রবোধ-প্রকাশের জন্য প্রচুরতর প্রযত্ন করিতেছে, সুতরাং নীতিনিপুণ পণ্ডিত-পুঞ্জের উপদেশ ক্রমে জয়প্রত্যাশি অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবেক। কেননা তাহারা কোন এক সূত্রে পশ্চাতে প্রবল হইয়া পদলগ্ন তুচ্ছ এক কণ্টকের ন্যায় মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইলেও তো হইতে পারে, অতএব এখনিই তাহার বিনাশের জন্য বিশেষ একটা উপায় নির্ণয় করা অতি কর্ত্তব্যই হইয়াছে।

মহামোহ।

আমি এখনি তাহার বিহিত উপায় করিব, এতো অতি সামান্য বিষয়। এইক্ষণে তোমরা সকলে বিদায় হইয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সামাধা কর, এবং সকল স্থানের কর্ম্মচারিদিগ্যে শীঘ্র শীঘ্র কুশলসংবাদ লিখিয়া পত্র পাঠাইতে অনুমতি কর।

চার্ব্বাক-'শিষ্য' এবং কলি।

মহারাজ প্রণাম করি, অনুমতি করুন্, তবে এখন্ আমরা বিদায় হইয়া আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করি।

তদনন্তর চার্ব্বাক স্বীয়-শিষ্য এবং কলির সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহামোহ।

চার্ব্বাক যাহা বলিয়া গেল তাহাতে নিতান্ত তাচ্ছীল্য করা উচিত হয় না, শ্রদ্ধা ও তাহার মেয়ে শান্তি, অগ্রে এই দুটোকে সংহার করি, পরে সেই সর্ব্বনাশী-কালামুখী বুড়ী রাঁড়ীর শ্রাদ্ধ করা যাইবে।

দ্বারের নিকটে আসিয়া।

কো-হ্যায়, কো-হ্যায়, হিঁয়া কৈ হ্যায়্রে। বজ্জাৎ লোক্ সব্ হাজির্ হ্যায়্ নৈ। কাঁহা গিয়া, কাঁহা গিয়া? দরয়ান্ দরয়ান্, হিঁয়া আও, হিঁয়া আও।

অসৎসঙ্গ দৌবারিক।

[হাত যোড় করিয়া]

খোদাবন্দ-গরিব-নোয়াজ্, গোলাম্ হাজির্ হ্যায়্।

মহামোহ।

দরয়ান্, তোম্ যাকে ক্রোধ আয়োর্ লোভ্কো আবি হিঁয়া আনে কহো, বড়া-জরুর্, বড়া জরুর্—জল্দি, লে-আও, জল্দি, লে আও, তোম্কো হাম্, খসি করেগা,—এলাম্ দেগা।—আল্বত্তা বক্সিস্ মেলেগা।

দৌবারিক।

জো—হুকুম মহারাজ—বহুৎ খুব্।

দোঁহা।

তীরথ্ বরৎ ছোড়্ দেও, দেও—পাতর্ পূজ মৎ।
ধরম্ করম্ ভরম্ ছোড়ো, ছোড়ো শাস্ত্র মৎ॥
যেত্তা ব্রাহ্মণ্ দুনিয়ামে, সব্ বড়া বজ্জাৎ।
গল্মে ডোরি, পেট্মে ছোরি, মুঁহমে ঝুটা-বাৎ॥
ব্রাহ্মণ্সে, চামার্ ভালা, যিস্কে সাৎ ব্যাভার।
পুতুলা-সে, কুত্তা ভালা, ফুকে মাজ্দুয়ার্॥
মূরৎ সুরৎ কিয়া দেখেগ, রহ মেরা সাৎ।
খুসি-মে সব্ দারু পিয়ে খাও শুঁণ্ডিকা ভাৎ॥

যাঁহা তাঁহা পরোয়া-নারী, যব্ মেলেগা শং।
বেপরোয়া মজা লুটো, অংমে দেকে অং ॥
আও আও আও, মেরা পিছে, হও মেরা ভকৎ।
অসৎ সঙ্গ বড়া সোজা, কোন্ কহে শকৎ ॥
এহিতো স্বরগ্, কাঁহা পরলোগ, ঝুট্‌মুট্ সব্ বাৎ।
জয়্ মহারাজ্ মহামোহকি, নাম্‌সে সুপ্রভাত ॥

কিঞ্চিৎ কাল পরেই ক্রোধ এবং লোভকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত।

ক্রোধ এবং লোভের সস্ত্রীক হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ।

ক্রোধ।

[স্বকীয় স্বভাব প্রকাশ।]

গীত। অথচ বক্তৃতা।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট। তাল আড়া।

ওরে, এরা, কেরে দুরাচার ?।
অতি কদাকার, দেখি, অতি কদাকার ॥
কি সাহসে দাঁড়াইল সমুখে আমার ?।
ওরে, এরা, কেরে দুরাচার ?।

ধুয়া।

মর মর্, সর্ সর্, ওরে, এরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্, কেটে ফ্যাল্, মার্ মার্ মার্।
হ্যাদে এটা, ঘেঁসে ঘেঁসে, বসেছে নিকটে এসে,
গদি ঠেসে, হেসে হেসে, করে কি ব্যাভার ?॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড়্ নেড়ে খাড়া রয়,
বুক্ চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার ?।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি, করে না বিচার ?।
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না, কিসে পাবে পার ?।

এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ি
ঠিক্ যেন, তোলো-হাঁড়ি, মুখ ভার ভার।
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে, রক্ষা থাকে কার ?।
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার।
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে, করেছি সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোনোকালে, আমি কারো, ধারিনেকো ধার।
পিতা মাতা, বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জলে,
আগে যেন গালে গিয়ে, চড়্ মারি তার।
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল, হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারা-সুত, করে হাহাকার।
বিধি, হর, মুরহর হইলে আমার চর,
অন্ধ হোয়ে একেবারে, দেখে অন্ধকার।
কোথা, হিংসে, প্রাণপ্রিয়ে, শীঘ্র আসি দেখসিয়ে
দেবলোকে করিয়াছে, স্বর্গ অধিকার।
পোড়াও পোড়াও কোপে, ওড়াও ওড়াও তোপে
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক্ ছারখার॥
আমি তরু, তুমি ছায়া, আমি প্রাণি তুমি মায়া,
মিলন করিয়ে কায়া, ধরি একাকার।
ধরিলে যুগল-বেশ, অস্থির করিব দেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকা ভার।
আকাশেরে চেলে নিয়া, পাতালে ফেলিব গিয়া,
পবন, অনল, ক্ষিতি, কোথা রবে আর ?।

যার বাসে করি বাস, তার ঘটে সর্ব্বনাশ,
সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার।
অনুকূলা দেবীভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা? কোথা শান্তি?
কোথা দয়া, কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার?।
শত্রুগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও সেরে,
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ-প্রচার।
অগ্নি জ্বালো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক্ পুড়ে,
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার।

হিংসা।

গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে, দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে, আজো এরা মরেনি?।
কত সাজে সাজ্-করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের্ ঘরে, যম্ এসে ধরেনি?॥
এই সব্ জামা জোড়া, এই সব্ গাড়ী ঘোড়া,
এ সব্ টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি?।
আরে, ওরা, ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান,
গোলাভরা আছে ধান্ লক্ষ্মী আজো সরেনি॥
মর্ এটা যেন হাতী, দশ্ হাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি, জ্বরে কেন জ্বরেনি?।
হ্যাদে, মাগী, কালামুখী, ঠিক্ যেন কচিখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী, ঠেঁটি কেন পরেনি?॥
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী,
বেঁকে চলে, মেরে তুড়ি, ফুল্ তবু ঝরেনি।
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি, পুলিপিটে,
এখনো এদের্ ভিটে, ঘুঘু কেন চরেনি?॥

বিষাদিনীছন্দ।
তাল খেমটা।

প্রাণে আর্ সয় না। প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না॥

খোঁপা বেঁধে, পেটে পেড়ে,
চোপা করে, নৎ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর, গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপোর্ খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি, গতোর্ তো বয় না।
গতোর্ তো বয় না॥
প্রাণে আর্ সয় না, প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না॥

দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক্ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না॥
বুকে কোরে পতি লোয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
জতিনী সতিনী মাগী, রাঁড়্ কেন হয় না।
রাঁড়্ কেন হয় না।
প্রাণে আর্ সয় না, প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না॥

ভাই, বুন্, যত-গুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হোক্ মুলোখেৎ, কিছু যেন, রয় না।
কিছু যেন রয় না॥

লাতি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক্ দেশ্‌ছেড়ে,
থালা, ঘড়া, কড়া, কেঁড়ে, কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না॥
প্রাণে আর্ সয় না, প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না॥

বাপ্ বুড়ো, বড় ঠক্, মুখে মিঠে হাড়ে টক্,
বোসে আছে যেন বক্, তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না॥
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে, ঠিক্ যেন ময়না।
ঠিক্ যেন, ময়না॥
প্রাণে আর্ সয় না। প্রাণে আর্ সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর্ সয় না, সয় না॥

ক্রোধ।

[বাহুবিস্তার পুর্ব্বক হিংসাকে কোলে করিয়া]

হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি হিংসে! এসো এসো সদয়চিত্তে আমার হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন কর।—তুমি একবার আপনার বিশ্ববিদ্বেষিণী বিষমামূর্ত্তি প্রকাশ কর, তোমার গাত্রে নিরন্তর কেবল অনল শিখা প্রজ্বলিত হইতে থাকুক্। ক্ষণমাত্র যেন নির্ব্বাণ না হয়। তোমার প্রভাবে এই দেখ, আমি কেমন্ এক ব্যাপার করি, গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা, পুত্রহত্যা, স্ত্রীহত্যা, জ্ঞাতিহত্যা, কুটুম্বহত্যা এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি যতপ্রকার হত্যা আছে,—তাহার দ্বারা সমস্ত কুল একেবারে সমূলে নিপাত করিব।—কিছুই রাখিব না, আমারদিগের সম্পূর্ণ প্রভাব দূরে থাক্, আবির্ভাবের উদ্রেক্ মাত্রেই মানব ও মানবী সকলে এখনিই অত্যন্ত চঞ্চল হইবে, অধৈর্য্য হইয়া কার্য্যসাধনের পথ দেখিতে পাইবে না।

হিংসা।

হে নাথ! লোকের এ, যে, বিষম ভ্রান্তি,—আমার নিকট কোথায় শান্তি? বিপক্ষদিগের লক্ষ লক্ষ থাকিলেও কাক্-ক্রান্তি বলিয়া লক্ষ্য করিনে। আমি এই অরির-পথ রোধ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় শরীর বিস্তার করিলাম।

—০—

লোভ।

[সভা মধ্যে স্বভাব প্রকাশ।]

সংগীতচ্ছলে বক্তৃতা।

বল বল, কিসে হবে, ক্ষুধা নিবারণ?।
কঠোর জঠরজ্বালা, করে জ্বালাতন ॥

ধুয়া।

সাধ্ কোরে দিই গাল্, এত চাল্ এত ডাল,
এক দিনে গেল কাল্, কি করি এখন?।
তেল, লুণ, নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে, সব আয়োজন ॥
সকলেরি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার্ কাছে যেতে পারি, পেতে পারি ধন?।
চুরি কোরে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন ॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ্ বুঝি কপালেতে, হোলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাকা ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন ॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত,
আমারে করে না কেন, ধন বিতরণ?।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড়্ ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ? ॥
ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাচ, না হয় গণন।

গাছে উঠে, ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ি নিয়ে, করিব গমন ॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানেতো নাই তারা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাচ, কে করে বারণ ? ।
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়,—মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন ॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয়, এইতো বচন ।
চুরি কোরে নৎ, ঢেঁড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী
না হয় আবার গিয়ে, খাটিব তখন ॥
বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
কারাগার, সে আমার, শ্বশুর-সদন ।
ছাদে ওই থালখানা, যদি ভাই যায় আনা,
দুদিন-তো হবে তায়, সুখেতে যাপন ॥
ধোবারা কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে
শুকুতে দিয়েছে সব, চিকন-বসন ।
সবুজ্, সফেদ্, লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল, খোট্টা মহাজন ॥
মোগোল, পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত
উঠে উঠে, আনিতেছে, করিয়া যতন ।
এসব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ ? ॥
বেনের দোকান লোট্,—রূপা সোনা, টাকা, নোট্,
বেঁধে মোট্, ছোট্ ছোট্—পালা ওরে, মন ॥

[অন্যদিগে অবলোকন পূর্ব্বক ।]

এই দেখি পেট ডোঙা, ঢেঁকুর্ উঠিছে চোঙা,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ ।

কোথায় গিয়েছে গোলে, আবার উঠেছে জোলে,
দেরে দেরে খেতে দেরে, বাঁচারে এখন ॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনিই আন্ আন্,
খান্ খান্ কোরে খাই, এতিন্ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে, করেছি স্থাপন ॥
আমাদের হোয়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড কোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু, করেন্ ভ্রমণ ॥
দেহ হোলে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন্ জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ্, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ্, কে করে ধারণ ? ॥
হেন সাধ্য কার আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ ? ।
যদি কেউ খড়িপেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিগে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি, করে কোন জন ॥
এসব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয়, হোলো হোলো, কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে বোধ্, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ্,
করিবে আমায় রোধ্, কে আছে এমন্ ? ॥

[তৃষ্ণার মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধার অত্যন্ত কাতর হইয়া আর দিগে
মুখ করিয়া পেটে হাত দিয়া মুখভঙ্গিমা ।]

ওরে, আর, যে, বাঁচিনে, পেট্ জোলে যায়, জোলে যায়, ওরে কিছু দেরে, দেরে ।

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার, করি দরশন ।
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট্, না মরে ক্ষুধার ছিট্,
চুমুকেতে কত আর, করিব শোষণ ? ॥
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে, ছাড়িছে বচন ।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হোতে এসে করে, কোথায় গমন ? ॥
এই দেখি, এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা, করে নিরূপণ ? ।
কেবা বাছে পচা, সড়া, কেবা বাছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি, উদরে ধারণ ॥
ওই যে, ঠাকুর ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া, করে নিবেদন ।
ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি, করেছি ভক্ষণ ॥
ওদের কুলের-বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার, দেখিতে বদন ।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে বোসে, মনে মনে, করেছি রমণ ॥
ওরা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হোয়ে আট্ খানা
ধোরে কত ঠাট্ খানা, করেছে শয়ন ।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায়, করেছি যাপন ॥
দেবপতি তারাপতি, হোলো গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয়, কামের সাধন ।

সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পুজে ছিল, আমার চরণ ॥
আমি জাগি সর্ব্ব আগে, কাম, ক্রোধ, পরে জাগে,
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা, লোয়েছে শরণ ॥
বিধি, হরি, স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু, করে না গ্রহণ ॥
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ।
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে, তাদের মতন ॥
ডুব্ দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্ পায়,
নল-দিয়ে, দুধ করে, উদরে শোষণ।
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের-ভেঙে, করিবে ভোজন ॥
পিতা, মাতা, দেব, গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো, সকলেরে করে বিতরণ ॥

[আবার আর এক দিগে চাহিয়া।]

ওরে, এ, কার দোকান রে? কার দোকান?

বক্তৃতা-চ্ছলে সংগীত।
তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন। ।কি করি এখন,
বল কি করি এখন ?।
অপরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করিনি কভু, হেন, দরশন ॥

হায় হায় মজিল নয়ন।
আহা এই, নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে
একেবারে খুলেগেল, ভুলেগেল মন।
বিম্বাধর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন,-চুয়া,
ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন॥
পাক্ রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া,
পড়ে রস্, টস্ টস্, মুখের-বচন।
স্বরূপ, চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে-খাজা,
অথবা, কি, সরভাজা, সুচারু-বদন?॥
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুতি-সন্দেশ-খাসা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ।
পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে আকর্ষণ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর, যেন পাতা-সাজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সর, সুমধুর বহুতর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন?॥
দিবে নিশি জলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন।
নাহি দেখি, দান, তোলা, মনে মনে মনতোলা,
সে মন, ওজনে কত, কেজানে কেমন?॥
যাই দেখি মনে এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে,
প্রতিগ্রাহী হোয়ে তবে, করিব গ্রহণ।
না গেলেতো নয় নয়, যেতে এই করি ভয়,
বোধ হয়, জিলিপি, জিলিপি, যেন মন॥

হে প্রিয়ে তৃষ্ণে! তুমি আপনার পরাক্রম এরূপে প্রকাশ কর, যেন কোনমতেই কাহারো মনে তৃপ্তি ও শান্তির উদয় না হয়।

তৃষ্ণা।

গীতচ্ছলে বক্তৃতা।

আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে, কাঁড়ি কোরে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ, এক্ কোণে ধরেনা॥
আমার এই পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

ক্ষান্ত নই দিনে রেতে, বসেছি আচোঁল পেতে,
কখনই পূরিবেনা, কোঁচড়্ আমার।
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছে খালি, উদর্ ভাণ্ডার॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হবে আৎখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চুর্ মার্।
জঠর্ অনলে পুড়ে, ছাই হোয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার্, চিহ্ন নাই আর॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট্ ফাঁপা দূরে থাক্, বায়ু কভু সরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা॥

বাসনার হোয়ে বশ, খেতেছি বিষয়-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার।
আমার্ বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধূম,
যত পাই, তত খাই, আশা কভু মরেনা।
আমার্ এ পোড়া পেট্, কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরেনা।

[ক্রোধ, হিংসা, লোভ এবং তৃষ্ণার মহামোহের নিকট গমন।]

মহারাজ জয়জয়কার, জয়জয়কার। আমরা সকলেই প্রণাম করিতে আসিয়াছি, আজ্ঞা করুন্, কি করিতে হইবে ?

মহামোহ।

ওহে, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমারদিগের বিরুদ্ধে অতিশয় বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, অতএব যে প্রকারে হয়, তোমরা সকলে একত্র হইয়া এখনিই তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর ; তাহার যেন আর গতিশক্তি না থাকে।

(ক্রোধ এবং লোভ, সস্ত্রীক হইয়া।)

যে আজ্ঞা মহারাজ, তাহাকে সমূলেই নিপাত করিব।

তদনন্তর ক্রোধ এবং লোভ স্ব স্ব স্ত্রী সহিত রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

মহারাজ মহামোহ।

(মনে মনে বিতর্ক পূর্ব্বক)

ওহে সভাসদ-গণ! ভাল তোমরা বিবেচনা কর দেখি, শ্রদ্ধা-তো আমাদের দাসীর দাসী। শান্তি সেই শ্রদ্ধার কন্যা, তাহাকে-তো বিনাশ করিবার বিলক্ষণ এক সহজ উপায় আছে, সেই শ্রদ্ধাকে উপনিষদ্দেবীর নিবাস হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সংহার করিতে পারিলেই এই শান্তি মাতৃবিচ্ছেদ-শোকানলে আপনি-দগ্ধা

হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে।—আমার বিবেচনায় "মিথ্যাদৃষ্টি"-নাম্নী বেশ্যাই কেবল এই কর্ম্মের যোগ্যপাত্রী, অতএব তাহাকে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য, "বিভ্রমাবতী" দাসী গিয়া এখনিই তাহাকে ডেকে আমুক্।

(পরে তার সমীপে গিয়া।)

"বিভ্রমাবতী" তুই এই দণ্ডেই "মিথ্যাদৃষ্টিকে" ডেকে আন্।

বিভ্রমাবতী।

(নিজ গুণগরিমা প্রকাশ।)

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

দিন্ দুপুরে চাঁদ্ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পূন্নিমেতে আমাবস্যা,
তেরো-পহর্ অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী।
একাদশীর্ দিনে হবে, জর্ম্ম-অষ্টমী॥
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতুই পোষে,
চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার। ১
সেই ময়্‌রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল্,
বামুনগুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায়্ বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হোলো ছারে খার॥ ২
ঐ সুজ্জিমামা পূব্বু দিগে, অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর্ দখিন্ কোণ্ থেকে আজ,
বাতাস্ লাগ্‌চে গায়।
সেই রাজার্ বাড়ীর্ টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তার॥ ৩
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী, হাস্‌তেছে কেমন্।
এক্ বাপের্ পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্॥

কাল্ কামরূপেতে কাক্ মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার ॥ ৪
যে আজ্ঞা, মহারাজ। তাকে ডেকে আনি।

কিঞ্চিৎ পরেই "বিভ্রমাবতীর" সহিত মিথ্যাদৃষ্টির আগমন।

মিথ্যাদৃষ্টি*।

[আপনার গুণগৌরব প্রকাশ।]

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

কোর্ব্ব কত নিজ গুণ্ প্রকাশ।
আমার্ বাতাসে হয় সর্ব্বনাশ ॥
আমার্ ছায়ার্ আগে, সাধ্য কে দাঁড়ায়্।
ভয়ে উস্কু খুস্কু, ফল্‌না, তুস্কু শুস্কু, হোয়ে যায় ॥
আমায়্ দেখ্‌লে পরে অন্নপূর্ন,
আপ্‌নি করেন্ উপবাস ॥ ১ ॥
আমার্ মিষ্টি কথা, যষ্টি লাগে গায়।
যদি আড়্‌নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায় ॥
আমার্ পদার্পনে ঘু-ঘু চরে,
হাড়ে গঙ্গায়্ ডুবোঘাস ॥ ২ ॥

ঢল ঢল টল টল নাচিতে নাচিতে
খল খল বদনে হাসিতে হাসিতে

ওলো ও সখি বিভ্রমাবতী! আমাকে কেমন্ দেখাচ্চে, দেখ্ দেখি? আমার কি আর সে কাল্ আছে গা? সে রস্ নাই, সে কস্ নাই, সে কিছুই নাই, কেবল এক ঠাট্‌খানা আছে। হাঁলো বুন্, এই ঠাট্টা দেখে লোকে কি আমায় ঠাট্টা কোর্ব্বে? আমি বুড়ো হয়েছি,— হাঁগো! রাজা আমায় কেন ডাকৃচেন?

* মিথ্যাদৃষ্টি—নাস্তিকতা বুদ্ধি।

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি!—তুই কি কখনো বুড়ো হবি-গা? সমস্ত মেয়েগুলো তোর্ কোথায় লাগে? এমন্ চোখের্ চাউনি,—এমন্ চুলের্ ছাউনি—এমন্ দেহের্ ঠমক্—এমন্ ধারা জমক্—আর কি কারো আছে লো? তোর্ বয়েস্ যত ঘুন্‌য়ে উঠ্‌ছে, শরীর্ তত উন্‌য়ে উঠ্‌ছে, রূপ যেন উল্‌সে উঠে চোক্কে চোক্কে ঝোক্কে ঝোক্কে পড়্‌চে গা। তোর এই যৌবনের গাঙে কি কখনো ভাঁটা হবে বুন।—চিরকাল কোটালের্ জোয়ার্ ভরা থাক্‌বেই। তবে বুন্ বল্‌তে কি।—দিদি, বোল্লে পর্ তুই আমার্ উপর তো বেজার্ হবিনে?—তোর গয়্‌নাগুলো ভাল বটে, কিন্তু তুই পছন্দসই পোত্তে জানিস্‌নে,—বলিস্ যদি আমি তোরে আচ্ছাকোরে মনের্ মত সাজ্‌য়ে দি।—ছ্যাখ্, এই পায়ের-মল্ দুগাছা খুলে নিয়ে তুই নাকেতে ঝুল্‌য়ে দে। আমি একটা গজাল দিয়ে নাক্ দুটো ছেঁদা কোরে দি। আর্ ছ্যাখ্।—নাকের্ এই নৎ গাচ্‌টা খুলে বাঁ-পার কোড়ে আঙুলে পোরে ফ্যাল্। চোকের্ কাজল্ মুছে নিয়ে তুই গালেতে মাখ্ দেখি। দিদি,—তুই হাজার নাগরের্ এক নাগরী। তাদের্ আয় পয়্ ও নিজের্ এয়োৎ রাখ্‌বার জন্যে এক্‌জোড়া সোণার শাঁকা পোত্তে তো হয়।—তা হোলে তোর্ আশ্চজ্জি শোভা হবে।

মিথ্যাদৃষ্টি।

ওলো সই, বেশ্ বলেছিস্, এই বেশ্ বেশ্ বটে।

বিভ্রমাবতী।

দিদি!—পুরুষেরা বলে "আপ্‌রুচি খানা, পর্‌রুচি পেঁদনা।"—আমি যখন্ পোযাক্ পোরে জাঁক জম্‌কে পাড়া করি,—তখন পথের্ সকল্ লোকটা দেখে অম্‌নি ধন্নি ধন্নি ধন্নি করে।—আর্ আমার্ "তিনি" আল্লাদে আট্‌খানা হোয়ে গল্‌তে থাকেন।—ভাল দিদি, জিজ্ঞাসা করি,—তোর চোক্ দুটো কেন ঢুল্ ঢুল্ কোচ্চে?।

মিথ্যাদৃষ্টি।

(আহ্লাদে গদগদ হইয়া মুখের ঠাট করিয়া হাসিতে হাসিতে।)

আর্ বুন্, ও কথা তোরে কি বোল্‌ব?—কি জিজ্ঞাসা করিস্? আমার্ কি আর্ দিন্ রাত্তির্ নিদ্রে আছে? এই রাজবাটীর ছেলে

বুড়ো সকলগুলোই আস্‌ছেই আস্‌ছে।—চুল্ বাঁন্ধে এক দণ্ড অব্‌সর পাইনে, আমি একা নারী, তাহারা সহস্র পুরুষ, এতে কি আর ঘুম্ আছে-লো ?

বিভ্রমাবতী।

ওলো দিদি ! শুনে যে বড় আশ্চজ্জি বোধ হচ্চে, কামের রতি, লোভের তেষ্টা—ক্রোধের হিংসে, এই সকল ঘরের্ গিন্নী বান্নী আছে, তারা কি কেউ তোমার্ উপর বেজার্ হয়না গা ?.।

মিথ্যাদৃষ্টি।

কি বুন্ ? তারা আবার বেজার্ হবে ? তারাইতো সব্ ধোরে বেঁধে এনে গোৎয়ে দেয়। আমি কখনো কাউকে যেচে ডাকিনে, হাঁলো একি বল্‌বার কথা ? আপ্ত মুখে বলা নয়, হ্যাদ্-দেখ্, রাজ্‌বাড়ীর ঐ বোউ-গুলো, মেয়ে-গুলো, আমায়্ ছেড়ে একরত্তি স্থির্ থাক্‌তে পারে না।—হাঁলো সই, আমাকে কি ভাল দেখাচ্চে ? রাজা দেখ্‌লে পর্‌তো খুসি হবেন্।

বিভ্রমাবতী।

দিদি !—দেখিস্, রাজা দেখ্‌লে পরেই অম্নি মুচ্ছ যাবেন্, এল্‌য়ে পোড়্‌বেন্।

রঙ্গিণী চৌপদী।

যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পোড়েছে খোসে,
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কস্-লো,
ঠোঁটে দিয়ে কস্।
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর,
এখনো লাবণ্য তোর, করে টস্ টস্ লো,
করে টস্ টস্ ॥
তোয়েরি তোমার চেয়ে, এমন্ কে আছে মেয়ে,
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো,
কর সব বশ।

তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো,
সবে গায় যশ ॥
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিগ দশ লো,
ছোটে দিগ্ দশ।
দলহীন হোলো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
হাঁলো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো, ?
তবু এত রস ?।

মিথ্যাদৃষ্টি।

হাঁলো সই !—তোরা কয়্ বুন্ ?

বিভ্রমাবতী।

বুদী মাসী, ক্ষুদী পিসী, বিম্‌লী গোয়ালিনী, আর আমি, আম্‌রা এই চার্‌টি বুন্।

মিথ্যাদৃষ্টি।

সই !—আজ্ শেষ বেলাটা রাজার্ সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব কি ?

বিভ্রমাবতী।

দিদি !—রাৎ পর্ তেরো, কি সতেরো। ঐ মাতার্ উপর্ সূর্জ্জি ঝিক্ মিক্ কচ্চে। এই সময়টাই ভাল সময়।

দিদি !—ঐ মহারাজ সিঙ্গেসনে বোসে আচেন্, তুমি তাঁহার নিকট শীগ্‌গির যাও শীগ্‌গির যাও।

মিথ্যাদৃষ্টি।

মহারাজ ! আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার দাসী, "মিথ্যাদৃষ্টি" প্রণাম করি, আমাকে কেন ডেকেচেন্ ?

মহামোহ।

গীত।

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল আড়া।

ছিছি ধনি ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আর ?।
এসো এসো কোলে এসো, বোসো একবার ॥

আজ্ একি শুভদিন, আমি তব প্রেমাধীন,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার।
তোলো প্রিয়ে মুখ তোলো, মুখের আঁচল
খোলো, শোভায় হরণ কর, মনের আঁধার ॥
করযুগে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার।
তুমি-লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
তোমায় করেছি দান, হৃদয় ভাণ্ডার ॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
প্রাণের আসন গিয়ে, কর অধিকার।
নখর-পল্লব যেন, অধর শোভিছে হেন,
নূপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
বচন কোকিল-স্বর নয়নেতে পঞ্চশর,
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥

হে প্রিয়ে! সেই দাসীর বেটী ভয়ঙ্করী, কুলাঙ্গারী শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর সংঘটন দ্বারা প্রবোধ উৎপাদনের জন্য কুটুনীর ন্যায় আঁটুনি করিয়া জুটুনি করিবার খুঁটুনি তুলিতেছে। তুমি সেই পাপীয়সী ভণ্ডা রণ্ডার চুলের গোছা ধরিয়া ষণ্ডাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। পাষণ্ডেরা তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত ও পদাঘাত করিতে করিতে সংহারমুদ্রা দর্শন করাক্।

মিথ্যাদৃষ্টি।

গীত।

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

জয় মহারাজ, ভয় কোরোনা আর।
আমি কর্ব্বো একা, একাকার ॥
এমন্ পতিব্রতা সতী আছে কে।
আমি সাত্-পুরুষ্‌কে, রমণ্ করাই অতি পুলকে।
সেই সাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার ॥

আমার্ একটুখানি বাতাস্ লাগলে গায়।
বেচে কোশা কুশী, মুনি ঋষি, বেশ্যাবাড়ী যায়।
লোকের্ পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন্ কিছু নাই বিচার॥

হে মহারাজ! এই দাসী হোতেই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হবে। তার একটা ভাব্‌না কি? আমি এক্ হুঙ্কারে টুঙ্কারে সকলকেই কাণা কোর্ব্ব, কেউ কি কিছু দেখ্‌তে পাবে? ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, শাস্ত্র নাই, বেদ নাই, গায়িত্রী নাই, মোক্ষ নাই, সকলি মিছে।—মহারাজ! উপনিষদ্, সে—কে? বেদের একটা ভাগ্ বইতো নয়। তারেতো এক্‌গাছ তৃণের চেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে যে বড় অপদার্থ, রস নাই, কস নাই, সুখ নাই, তাতে লোকের শ্রদ্ধা কেন হবে? মোক্ষ, সে আবার্ কি? মহারাজ মনের কোণেও ঠাঁই দিবেন না, সে শ্রদ্ধার এত আস্পর্দ্ধা? অশ্রদ্ধা এখনি তারে দাঁতে চিবুয়ে, গুঁড়ো করুক্। আমি তার বুকে দাঁড়াবো, পায়ে মাড়াবো, দেশ-তাড়াবো, বেদ্ ছাড়াবো, ভেদ ঝাড়াবো।

আর কি তারে আস্ত রাখি—আস্ত রাখি?।
এই দেখনা, ঘাড়্‌টী ভেঙে,
রক্ত চাকি—রক্ত চাকি॥

মহামোহ।

আর আনন্দের সীমা নাই।

হে হৃদয় রঞ্জিনী! এত দিনে আমার মনের সকল উদ্বেগ্ দূর হইল, আর আমার কোন ভয় নাই, ভয় নাই। হে প্রিয়ে! যেমন মহাদেবের বামভাগে পার্ব্বতী বসিয়া শোভা করিতে থাকেন, তুমি সেইরূপে আমার বামাঙ্গে মিলিত হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

(অতিশয় ব্যাকুল হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করণে অগ্রসর।)

মিথ্যাদৃষ্টি।

ও মহারাজ! ও কি? ও কি? আমি মেয়ে মানুষ।—সভার্ মাঝে।—দিনের্ বেলা।—দিনের্ বেলা।—এই সব্ নোক্ রয়েছে, নোক্ রয়েছে।—আই আই আই।—আমি নজ্জাপাই, নজ্জাপাই। ছি ছি ছি, সোরে যাও, সোরে যাও।

আদরিণীচ্ছন্দঃ।

ছিছিছি, দোড়্য়ে এসে, জোড়্য়ে ধোরে,
মনের্ আগুন্ কেন জ্বালো ?।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো॥

ছি ছি ছি সভার্ মাজে, মরি লাজে,
দিনের্ বেলা রবির্ আলো।
ওকথা আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।

ছি ছি ছি, সময় আছে, সবাই কাছে,
কামের পাশা, কেন চালো ?।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো॥

ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে,
ঠিক্ যেন ত্রিভঙ্গ কালো।
ওকথা, আর্ বোলোনা, আর্ বোলোনা,
আর্ বোলোনা। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো॥

মহারাজ ! চল এখন্ আমরা সাজঘরে গমন করি।

তদনন্তর মহামোহ এবং মিথ্যাদৃষ্টি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি বোধেন্দু বিকাস মহানাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক

[কালীপ্রসন্ন সিংহ]

বিজ্ঞাপন

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্ন-বোধে পরিত্যক্ত। স্থান বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়-ভাব ও কমনীয় প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হয়েন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্দ্বারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান নাটকাকারে পরিণত করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠযোগ্য এবং নগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অভিনয়ার্হ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দা

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

রাজা দ্যুমৎসেন	সত্যবানের পিতা
সনক	
সত্যবান	নায়ক

মঙ্গলগর্ত্ত	ঋষিকুমার সত্যবানের সখা
রাজা	সাবিত্রীর পিতা
মন্ত্রী	
নারদ	
কঞ্চুকী	
দেবী	সাবিত্রীর মাতা
সাবিত্রী	নায়িকা
সাগরিকা তরলিকা	সাবিত্রীর সখীগণ

চতুর্থ কাণ্ড

প্রথম অঙ্ক

পটোত্তোলনানন্তর।

(নদীতীরস্থ পর্ণকুটীর। দ্যুমৎসেন রাজার প্রবেশ।)

দ্যুমৎসেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যদ্দ্বারা বিশেষ রূপে ক্লেশিত হইতেছি তা বলিতে পারি না, রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হইয়া বনে চির-জীবন বাস করিতে হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর, আবার অন্ধ। হে পরমাত্মন্ তোমার দুর্জ্জেয় বিশ্ব বিরচনায় সুবিবেচনা ও আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা তুমি সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বারাধ্য ও সকলের শরণ্য হইয়াছ, শুনিয়াছি তোমার স্মরণ করিলে বিপদ্ নিজে বিপদাকীর্ণ হয়, কিন্তু নাথ! আমি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কত শত বার একাগ্রচিত্তে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, বোধ হয় কেবল আমার প্রাক্তন জন্ম কর্ম্মের ফলে দুরদৃষ্ট বশতঃই নাথ! তুমি সদয় হও নাই, কিন্তু ইহা উপযুক্ত নয়, পিতা পুত্রের শত শত অপরাধও গ্রহণ করেন না (পদ শব্দানুভব করিয়া) (প্রকাশ্যে) কেও?

(শিষ্য সহিত সনকের প্রবেশ।)

সনক। মহারাজ! আমি সনক।

দ্যুমৎসেন। কে ও পূজ্যপাদ মহর্ষি সনক।

শিষ্য। হাঁ মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতানন্তর) অদ্য এ দীন কৃতার্থ হইল। এত দিনের পর আমার সকল ক্লেশ দূর হইবে, তাহা জানিতে পারিয়াছি, এত দিনের পর পরম পিতা জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপান্বিত হইয়াছেন। প্রভো! তবে শারীরিক কুশল তো?

সনক। হাঁ! মহারাজ! ভবদীয় রাজশ্রীর কুশলেই অস্মদাদির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

দ্যুমৎসেন। প্রভো! আর আমাকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, আমি যে সময় রাজা ছিলাম সে সময়ে সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমার সে রাজত্ব নাই সে রাজসিংহাসন নাই, সে রাজপুরী নাই যদ্দ্বারা রাজ সম্ভাষণের যোগ্য হইব, প্রভো! এক্ষণে ঐ রূপ সম্বোধনে মৃত কল্পিত শোক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়।

সনক। (সহাস্যে) মহারাজ! স্থির হউন, স্থির হউন, রাজ্য নাশ জনিত বিষম দুঃখে আপনাকে বিবেচনা শূন্য করিয়াছে, কারণ ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে, যে মানবগণ স্বীয় স্বীয় পদ ও আবদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদিগের জ্ঞান ও বিবেচনা বিনাশ পায়। মহারাজ! আপনি মহারাজা, সকলের পূজ্য, ও অস্মদাদির বিশেষ আদরণীয়, যদিচ আপনি এক্ষণে রাজ্যচ্যুত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটাইতে মানস করিয়াছেন, তথাপি আপনার বংশ গৌরবে এক্ষণেও সেইরূপ আদরণীয় ও পূজ্য হইবেন, বিশেষতঃ আপনি বিবিধগুণশালী, ধার্ম্মিক প্রবর, ও জিতেন্দ্রিয়, মহারাজ! এদশাতেও জনসমাজে বিশেষ রূপে পূজ্য হইবেন তাহার কি সন্দেহ আছে। কারণ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ, দুঃখ এবং সুখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে?

দ্যুমৎসেন। প্রভো! তাহার সন্দেহ কি, কিন্তু আমার ন্যায় দুঃখী জগতে

কেহই নাই রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করিতেছি, স্ত্রীপুরুষ অন্ধ ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় ?

সনক। মহারাজ! এমন মনে করিবেন না, মানব প্রকৃতির রীতিই এই, যে সময় ধনাদি ঐশ্বর্য্য হস্তগত থাকে, পরিজন আজ্ঞা পালন করে, সে সময় বিবিধ প্রকারে সুখী হইয়া মনে করে আমার ন্যায় সুখী কেহ জগতে নাই, কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। জগতের যাবতীয় জীব মাত্রে কেহই সুখী নয়, যে মুমুক্ষু যোগী শতাধিক বর্ষ কঠোর সাধন করিয়া বাহ্য জ্ঞান বিহীন হইয়াছেন, তিনিও আন্তরিক সুখী নহেন। কারণ, যতদিন তাঁহার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ না হয়, ততদিন তাঁহারও মনে সুখ হয় না, এই প্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যাইবে, যে এই জগতীতলে মানব মাত্রেই অসুখী কেহই সম্যক্ প্রকারে সুখী নহে, এক এক বিষয়ে এক এক প্রকারে সকলেই অসুখী।

দ্যুমৎসেন। প্রভো! একথা যথার্থ, যে জগতে কেহই সুখী নহেন, কিন্তু যে মহাপুরুষ আপনার আয়াস সাধ্য শাকান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করেন, অঋণী অপ্রবাসী অযাচক এবং ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, ইত্যাদি দোষ হইতে অন্তর তাহাকেই যথার্থ সুখী বলা যায়।

সনক। মহারাজ! তাহাকে কখনই সুখী বলা যায় না। কারণ, এক না এক বিষয়ে তাহার অবশ্যই অসুখ জন্মিবে, বিশেষতঃ মন অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে অত্যন্ত ভয়ানক, অন্যান্য ইন্দ্রিয় কলে বলে কৌশলে ও দ্রব্যাদির সহযোগে দমিত হয়, কিন্তু মনের চঞ্চল প্রকৃতির বিকৃতির কোন সম্ভাবনা নাই, এবিষয় সামান্য সাধারণে বিশেষ রূপে অবগত আছেন, মন কোমল বিষয়েই অগ্রে ধাবমান হয়, বহু শ্রম সাধ্য অতীব কঠোর অনায়াসে মনে করিলে সম্পাদন করা কঠিন, বেদ প্রসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচন ইত্যাদি হইতে নবাঙ্গনার সহিত বাদ্যাদির দ্বারা রজনী যাপন বিশেষ রমণীয় বোধ হয়।

দ্যুমৎসেন। প্রভো! অদ্য বিবিধ বিজ্ঞান পরিপূরিত সৎ কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম।

সনক। মহারাজ! আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে আমরাও সন্তুষ্ট থাকি।

দ্যুমৎসেন। প্রভো! সাবকাশ সময়ে দাসের কুটীরে পদার্পণ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

সনক। মহারাজ! আপনি অস্মদাদির রক্ষক এবং আমরা ভবদীয় রাজশ্রীর শুভানুধ্যায়ী এমৎ সম্বন্ধে অবশ্যই সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ করিব।

(সশিষ্যে সনকের প্রস্থান।)

(রাজ্ঞীর প্রবেশ)

রাজ্ঞী। মহারাজ! স্নান ভোজনের সময় এক্ষণে অতীত হইল, কুটীরে চলুন।

দ্যুমৎসেন। কেও দেবী, প্রিয়ে! এস এস, তোমার একান্ত মনে পতি শুশ্রূষায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে বাছা সত্যবান কোথা?

রাজ্ঞী। মহারাজ! কয়েক দিবসাবধি সত্যবান অসুস্থ হইয়াছে এমত বোধ হইতেছে, কারণ সময়ে আহার সময়ে স্নান, সময়ে শয়ন ইত্যাদি হইতে নিরস্ত হইয়া ক্ষীণবৎ কাল যাপন করিতেছে।

দ্যুমৎসেন। দেবি! বাছা সত্যবান অসুস্থ হয়েছে চল চল শীঘ্র চল শুনে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া মনে এক প্রকার বিজাতীয় দুঃখের উদয় হইল, প্রিয়ে! বল বল সত্যবান এখন কেমন আছে?

রাজ্ঞী। মহারাজ! চিন্তা কি সত্যবান অবিলম্বেই আরোগ্য লাভ করিবে, মহারাজ! এক্ষণে সত্যবানের বিবাহের চেষ্টা করা আবশ্যক।

রাজা। দেবি! (সরোদনে) আমরা স্ত্রী পুরুষে অন্ধ বিশেষতঃ পরিজন শূন্য, বাছা সত্যবানই আমাদিগের এক মাত্র সহায় রাজ্যচ্যুত ও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া বনে বাস করিতেছি, সত্যবানের যে রূপ গুণ, তদুপযুক্ত রাজকুমারীর সহিত পরিণয় প্রার্থনা করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ, বিত্ত বিহীন অনাথ বালককে বনবাসী ভিন্ন অন্য কেহই কন্যা প্রদান করিবে না।

রাজ্ঞী। মহারাজ! ভবিতব্যতা অনুসারেই বিবাহ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তন্নিমিত্ত চিন্তা করা বৃথা, এক্ষণে কুটীরে চলুন।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

চতুর্থ কাণ্ড

দ্বিতীয় অঙ্ক

(পটোত্তোলনানন্তর। আশ্রম নিকটবর্ত্তি উপবন সত্যবান ও মঙ্গলগর্ত্তের প্রবেশ।)

সত্যবান। বয়স্য! আমার চিত্ত বিনোদনের কি উপায় স্থির করিয়াছ?

মঙ্গলগর্ত্ত। সখে! শান্ত হও শান্ত হও, পরস্পর প্রণয় সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার, অত্যল্পকাল মধ্যে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব পর।

সত্যবান। সখে! ক্রমশঃ আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস হইতেছে, মন কি দিবা কি রজনী সকল সময়েই চঞ্চল, গুরুজন সেবা এবং সাবকাশ সময়ে বন্ধুগণ সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কাল যাপনও প্রিয়কর হইতেছে না, বোধ করি অনতিকাল মধ্যেই কামশরে কাল করে পতিত হইতে হইবে।

মঙ্গলগর্ত্ত। সখে! এ কি? তুমি যথার্থই একেবারে বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলে?

সত্যবান। বয়স্য! বারম্বার বৃথা আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে অসমর্থ।

নেপথ্যে। (কামিনীগণের চরণ নূপুরধ্বনি ও রথচক্র ঘর্ষণ শব্দ।)

মঙ্গলগর্ত্ত। (আকাশে কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক) সখে! বনান্তরে রমণীগণের চরণ নূপুরধ্বনি শুনা যাইতেছে, চল ঐ স্থানে যাই।

সত্যবান। বয়স্য! উহা বনশ্রেণীর অনতিদূরে সরোবরস্থ রাজহংসী কুলের কলরব উহা চরণ নূপুরধ্বনি নহে। কারণ, বিজন বিপিন মধ্যে কুলাঙ্গনাগণের আগমন সম্ভাবিত হয় না।

মঙ্গলগর্ত্ত। না সখা আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি, বরং তুমি অত্র অবস্থান কর আমি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসি!

(মঙ্গলগর্ত্তের প্রস্থান।)

সত্যবান। (শিলাপট্টে উপবেশন করিয়া) কামশর কি ভয়ানক ইহাতে বিজ্ঞজনেরও বুদ্ধি হ্রাস হয়, এবং চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মে। আঃ কিছুতেই মনের সন্তোষ নাই, সকল কর্ম্মেই হতোৎসাহ হইতেছি, (শিলাপট্টোপরি শয়ন করিয়া) হে মদন! তুমি কোনগুণে এমত ভয়ানক শক্তিযুক্ত হইয়াছ তাহা বলিতে পারি না তোমার

সহযোগীগণও তদনুরূপ, হে পিকবর! তুমি বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বিহীন ও সামান্য বায়স তুল্য হইয়াও যে এবম্প্রকার সহযোগিতা দ্বারা যে মানব গণের চিত্ত উচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর, কাকনীড়ে জন্ম গ্রহণ ও বাল্যকালাবধি কাক দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যৌবন সময়ে এমত অসদৃশ গুণবান হইবে ইহা অসম্ভব, হে মলয় বায়ু! তুমি জগতের জীবন স্বরূপ বিখ্যাত তোমার দ্বারা জীবগণ জীব ধারণ করিতেছে কিন্তু বিনাপরাধে আমার জীবন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ ইহাতে তোমার অসীম মহত্ত্বে কলঙ্কার্পিত হইবেক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তোমাকে দোষী করা বৃথা, তুমি সঙ্গদোষেই বিনষ্ট হইয়াছ, ওহে কাননবাসি পক্ষিগণ! তোমরা সুস্বরে গান করা অভ্যাস পরিত্যাগ কর, তাহা না হইলে নরহিংসক বলিয়া পরিগণিত হইবে, তোমাদিগের সুস্বর সহযোগে মদন বাণের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এবং মলয় পবন অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করে, তোমরা হিংসা, দ্বেষ, পর নিন্দা ইত্যাদি দোষ রহিত বনবাসি ঋষিকুলের পরম বন্ধু ও সহায়, কিন্তু ঋষিগণের সহবাসে সর্ব্বদা বাস করিয়া পরানিষ্ট চেষ্টায় অবিরত অভিরত থাকিলে ঋষিকুল এবং তোমাদিগের নিষ্কলঙ্ক স্বভাব দ্বিজকুল কলঙ্কিত হইবে। হে বনস্থ তরুলতাগণ! তোমরা আর সুবাসিত পুষ্প প্রসব করিও না, মদন তোমাদিগেরও কলঙ্কিত করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে জগতের অগ্রাহ্য হওত বনে প্রফুল্ল হুইয়া বনেই শুষ্ক হইতে হইবে, সুকোমলাঙ্গি অঙ্গনাগণের মস্তকে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক তাহারা স্পর্শও করিবেন না, ও রে! ভৃঙ্গদল! তোদের বাহ্যিক বর্ণের সহিত আন্তরিক বর্ণের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, তোরা মানব কুলের পরম শত্রু, সেই পাপেই বিশুষ্ক কমল ছেদন করণে অসমর্থ হইয়াছিস। কিম্বা তোরা বনবাসি বিজ্ঞান বিহীন পশু, তোদের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল, বরং উপদেশ শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া আর পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিস্। হিতাহিত বিবেচনা শূন্য মূর্খ কুলকে কদাচ উপদেশ দিবে না। ইহা অতীব যথার্থ কথা, ভাল, ইন্দ্রিয়গণ! তোমাদিগকেই অনুযোগ করি,

তোমরা কি একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছ? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি একেবারে শরীর হইতে এক কালে প্রস্থান করিয়াছে, লোক লাজ সামাজিক ভয়জ্ঞান কি অন্তরে নাই? ভাল ভাল, জানিলাম বিপদ সময়ে সকলেই অন্তর্হিত হয়, তবে তোমাদিগকে প্রকৃত মিত্র বলিয়া পরিগণিত করা অনাবশ্যক। ভাল মন! তোমারই কি এই বিবেচনা হইল? তুমি কি জান না? যে বিপদ সময়ে অগ্রে তুমিই ক্লেশিত হইবে, এক্ষণে জানিলাম বিরহি জনের সন্তাপনে সকলেই সচেষ্ট।

(শিলাপট্ট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া।)

দেখি বয়স্য কোথায় গেলেন, তিনি মরীচিকার ন্যায় বনান্তরে হংসরব শ্রবণে কামিনীচরণ নূপুর শব্দানুবোধে বিজন বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন (সবিস্ময়ে) একি? বনশ্রেণীর অদূরে রোদন শব্দানুভব হইতেছে, অহো! যথার্থই বটে ক্রন্দন রব যথার্থই হইল।

(মঙ্গলগর্ত্তের প্রবেশ।)

মঙ্গলগর্ত্ত। (অতি ব্যস্ত হইয়া) কোথায় সখা কোথায়, একবার এদিকে আইস, কই সখাকে যে দেখিতে পাই না তিনি আবার কোথায় গেলেন।

সত্যবান। বয়স্য! ব্যাপারটা কি?

মঙ্গলগর্ত্ত। এই যে সখা আসিয়াছ ভালই হইল।

সত্যবান। বয়স্য! এত চিন্তাকুলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ কারণ কি?

মঙ্গলগর্ত্ত। সখে! অদ্য একটী অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, বনমধ্যে তিনটী পরমসুন্দরী রমণী ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা দৃশ্যে ভদ্র কুলাঙ্গনা বোধ হইল কিন্তু বনমধ্যে অসহায়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া ভ্রমণ করায় সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে, তাহারা কি রাক্ষসী? বা মায়াবিনী? মানব কুলের হিংসা কারণ মায়াবলে কমনীয় বেশধারণ করিয়া বন মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সখে! এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সত্যবান। বয়স্য! বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়া বনান্তরাল বিলক্ষণ দৃষ্ট হয় অতএব আইস এই স্থান দিয়া ঐ রমণীত্রয়ের ব্যবহার দর্শন করি। (উভয়ের পার্শ্বে গমন।*)

সাবিত্রী। সখি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বৃথা সময় বিনষ্ট হইতেছে।

সখীদ্বয়। সখি! তোমার এ প্রতিজ্ঞা অত্যন্ত ভয়ানক।

সাবিত্রী। না সখি! আমি অবিলম্বেই অনলে বা জলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তোমরা ইহাতে বাধা দিও না পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেই মানসে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বাদ করিব কিন্তু, লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়াও মনের মত পতি পাইলাম না পুনরায় গৃহে গমন করা নিষ্প্রয়োজন, সখি! এই নাও আভরণ গ্রহণ কর, এবং মাতাকে বলো তোমার হতভাগিনী সাবিত্রী এজন্মের মত বিদায় হইয়াছে, সখীগণকেও আমার নমস্কার জানাইয়া বলো যে বাল্যকালাবধি একত্রে শয়ন একত্রে ভোজন ও একত্রে উপবেশন করিয়াছি, তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও অন্তর হই নাই এক্ষণে মরণ সময়ে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, মনের দুঃখ মনেই রহিল (সরোদনে) আর যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন অপরাধে অপরাধিনী হয়ে থাকি তাঁহারা যেন সে অপরাধ গ্রহণ না করেন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়াঠেকা।

বল বল আমারে আজ যত সখীগণে।
কেমনে দেখাবো মুখ প্রতিবাসিগণে॥
মনবাঞ্ছা না পুরিল, গৃহে কিবা ফল বল,
না হবে মম মঙ্গল, পতিধন বিনে।
যৌবনে সে কামানল, কত বা সহিব বল,
সকলি হলো বিফল, কি ফল জীবনে॥

* (এস্থলে অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিস্থ পার্শ্বপটিকার বৃক্ষ বিচিত্র ব্যবধানে উত্তোলন করিতে হইবেক, তাহা হইলেই বনান্তরালের চিত্রিত পটিকা দর্শকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক।)

অতএব সখি! আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর।

(সখীদ্বয়ের সহিত সাবিত্রীর রোদন।)

মঙ্গলগর্ত্ত। বয়স্য! কি ব্যাপার? যুবতী কামিনী সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করণে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছে, ইহার কারণ কি?

সত্যবান। সখে! ইহার নিগূঢ় কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক।

মঙ্গলগর্ত্ত। বয়স্য! তবে চল উভয়ে নিকটস্থ হই।

(উভয়ের পরিক্রমণ।)

সত্যবান। (রমণীত্রয়ের নিকটস্থ হইয়া) (সাগরিকার প্রতি) আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে যদি নির্ভয়ে প্রশ্ন করিতে আদেশ করেন তাহা হইলে চরিতার্থ হই।

সাগরিকা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আজ্ঞা করুন। কিন্তু আপনার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে।

সত্যবান। কি?

সাগরিকা। এই বিজন বিপিন মধ্যে মানব সমাগম অসম্ভব, আপনি কে? এবং কোথায় নিবাস? আর কি নিমিত্তই বা এই বনমধ্যে আগমন করিয়াছেন? এবং আপনার সঙ্গে উনিই বা কে? সামান্যতঃ বস্ত্রাদি দর্শনে বোধ হইতেছে বনবাসী ঋষি হইবেন, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মন তাহাতে বিশ্বাস করে না।

সত্যবান। সুন্দরি! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ তাহাই যথার্থ, আমরা বনবাসী ঋষিকুমার।

সাগরিকা। আপনি কি আমাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছেন?

সাবিত্রী। (স্বগত) লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়াও এমত চমৎকার রূপবান্ পুরুষ দর্শন করি নাই, বোধ হয়, ইনি কামদেব, ছদ্মবেশে কুলাঙ্গনা দুঃখ মোচনার্থ আগত হইয়াছেন।

তরলিকা। (সাগরিকার প্রতি) সখি! রাজনন্দিনী উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসার্থ উৎসুকা হইয়াছেন।

সত্যবান। অবশ্য জগতের রীতিই এই পরিচয় প্রদান করিলেই পরিচয় প্রদান করিতে হয়।

সাবিত্রী। (বাহ্যিক সরোষে) ইহা তোমার আপন মনের কথা।

সাগরিকা। জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন তাহার সন্দেহ নাই কারণ আপনার আগমনে সখীর সন্তাপিত হৃদয় সুস্থ হইয়াছে।

তরলিকা। ভালইতো আপনারা এই স্থানে উপবেশন করুন আমরা প্রিয় সখীর পরিচয় প্রদান করি।

সত্যবান। সখীদ্বয় ইহা আশ্রম নিষিদ্ধ ব্যাপার তোমার সখীকে বল এই শিলাপট্টে উপবেশন করুন, তাহা হইলে আমরা উপবেশন করিতে পারি।

সখীদ্বয়। সখী! ঋষিগণের অনুজ্ঞা উল্লংঘন করা অতীব অনুচিত।

সাবিত্রী। (সত্যবানের বামে উপবেশন করিয়া) এই বসিলাম আর কি?

সখীদ্বয়। এক্ষণে মনবাসনা পরিপূরিত হইল।

মঙ্গলগর্ত্ত। রাজকুমার! এই স্থান এক্ষণে পরম রমণীয় বোধ হইতেছে কারণ, মদনবাণ পরাক্রম রহিত, এবং মলয়পবন অপরূপ দম্পতী দর্শনে বিজ্ঞান বিহীন হইয়া মন্দগতি ধারণ করিয়াছে, নিকুঞ্জ-কাননস্থ পক্ষিগণ অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করত আনন্দে বিহ্বল হইয়া এক এক বার অতি চীৎকার সহিত আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতেছে, দম্পতীর অপরূপ রূপ দর্শনে মনের ক্লেশে সূর্য্য ক্রমে তেজোবিহীন হইয়া জলধি মধ্যে নিপতিত হইতেছে, অতএব স্বভাবানুযায়ী প্রকৃতিগণের অস্থির প্রকৃতির বিকৃতি দেখিয়া মনে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি।

সত্যবান। (স্বগত) এক্ষণে ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করিতে যত্নবান হওয়া আবশ্যক (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! যদি এত অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ তখন যথার্থ নিজ পরিচয় প্রদানেও অস্বীকৃত হবে না, বিশেষতঃ আমরা বনবাসী বিশুদ্ধ স্বভাব ঋষিকুমার আমাদিগের নিকট এ বিষয় গোপন করত মানময়ী হইয়া থাকাও বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। সুন্দরি! এক্ষণে তোমাদিগের পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইয়াছে, অগ্রে ইনি কোন রাজতনয়া তাহা বল।

তরলিকা। সখি! দেখেছ আন্তরিক সম্বন্ধসূত্রে পরিচয়ও প্রদান করিতে হয় না।

সাবিত্রী। তরলিকে! তোমার উপস্থিত প্রলাপ বাক্যের অবিলম্বেই সমুচিত দণ্ড বিধান করিব।

তরলিকা। (জনান্তিকে সহাস্যে) এক্ষণে দণ্ডকর্ত্তা সম্মুখে উপস্থিত আজ্ঞা বিধান কর।

সত্যবান। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অহো! দৈবের কি বিচিত্রা গতি আমি কিছু দিবস পূর্ব্বে যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, ইনি সেই কামিনীরত্ন এবং যাঁহার নিমিত্তই এতাবতকাল জ্ঞানহীন হইয়া অসুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছি।

মঙ্গলগর্ত্ত। বয়স্য! এক্ষণে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভব হইয়াছে।

সত্যবান। বয়স্য! মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আর কি বিলম্ব আছে?

সাগরিকা। প্রিয়সখি! এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করণে সঙ্কল্প কর।

সাবিত্রী। (স্বগত) প্রিয়সখী মনের কথা বলিয়াছে, ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও এমন ভুবনমোহন রূপ দেখিতে পাই নাই তবে আন্তরিক বিষয়ও পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

তরলিকা। সখি! রাজকুমারী মনে মনে পরমসুখী হইয়াছে দেখিতেছ না নিরুত্তরা হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

সাবিত্রী। সখি! এ তোমাদের আপন মনের চিন্তা।

উভয়ে। (ঋষিকুমার দ্বয়ের প্রতি) আপনারা এই শিলাপট্টে উপবেশন করুন ও প্রিয়সখীর পরিচয় গ্রহণ করুন।

সাবিত্রী। (বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করিয়া) যদি পরিচয় দানের ইচ্ছা থাকে তোমরাই কেন পরিচয় প্রদান কর না।

সাবিত্রী। (সখী দ্বয়ের প্রতি) যে স্থানে এমত অবিচার সে স্থানে ভদ্রের বাস উপযুক্ত নয়।

সত্যবান। (সাদরে) রাজকুমারি! অবিচার কিরূপ?

সাবিত্রী। সখি! সকল স্থানেই এরূপ রীতি আছে, অগ্রে গৃহস্থ স্বীয় মনের অভিপ্রায় ও নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া পরে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত হন, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত।

সত্যবান। রাজকুমারি! গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম ইহা সম্যক্ রূপে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা বনবাসী ঋষিকুমার বনমধ্যে চিরকাল বাস করি, সামাজিক রীতি নীতিতে বিশেষ অজ্ঞ থাকিব তাহার সন্দেহ

কি, এবং তাহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে বনচারী ও লোকালয় বাসীগণের নীতি কখনই একরূপ হইবে না।

সাবিত্রী। সখি! বনচারীগণের সহিত বনচারীগণ ভিন্ন অন্যের প্রণয় হওয়া অসম্ভব।

সত্যবান। রাজকুমারি! একথা তুমি বলিলে বলিতে পার, কিন্তু বনবাসী ঋষিকুমার সামান্য মানবগণ হইতেও প্রণয় বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছে বিশেষতঃ সামাজিক পদবীর অন্তর হওয়ায় তাহারা হিংসা, দ্বেষ, খলতা ইত্যাদি বিবিধ দোষ হইতে অত্যন্ত অন্তর।

মঙ্গলগর্ত্ত। রাজকন্যে! আপনি এই ছদ্মবেশী বনবাসী ঋষিকুমারের পরিচয়ে অপরিচিত আছেন, কিন্তু উনি সামান্য ঋষিকুমার নহেন, রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সাগরিকা। ইহা আমরা প্রথম দর্শনেই অন্তরে স্থির করিয়াছি।

তরলিকা। উনি কোন রাজার পুত্র?

মঙ্গলগর্ত্ত। দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র ইহার নাম সত্যবান।

সাবিত্রী। (মনে মনে) হৃদয় বিশ্বাসিত হও বিশ্বাসিত হও, তরলিকা মনের কথা বলিয়াছে।

তরলিকা। রাজকুমারের বনবাসের অভিপ্রায় কি?

সত্যবান। দৈবই প্রেরণ করিয়াছেন।

সাগরিকা। রাজকুমারি! এক্ষণে পরিচয় পাইলে তো, যুবরাজকে পতিত্বে বরণ কর।

সাবিত্রী। হৃদয় অগ্রেই বরণ করিয়াছে এক্ষণে তোমার বলা বাহুল্য।

সাগরিকা। যুবরাজ! আমরা কানন মধ্যস্থ আশ্রম, ও বৃক্ষবাটীকা দর্শনে গমন করি আপনি সখীর সহায় স্বরূপ এ স্থানে অবস্থান করুন। (তরলিকার প্রতি) তরলিকে! এস আমরা সখার সহিত বনান্তরালস্থ গিরিনদী দর্শনে গমন করি।

সাবিত্রী। এ কি সখি! আমাকে অসহায়ে বনমধ্যে ফেলিয়া চলিলে?

উভয়ে। সে কি সখি! রাজকুমার তোমার সহায় হইলেন আবার একাকিনী বল?

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়খেমটা।

একাকিনী কেমনে সই বলো ওলো বিনোদিনী।
যার পাসে আছেন বসে পৃথিবীর নাথ যিনি॥
এই হেতু প্রিয়সখি, কুমারে নিকটে রাখি,
চলিলাম দেখিবারে সুরকুল তরঙ্গিণী।

(মঙ্গলগর্ভ ও সখীদ্বয়ের প্রস্থান।)

সত্যবান। (সাবিত্রীর নিকটস্থ হইয়া) রাজকুমারি! মুখাবরণ মোচন করত সুস্থ হও।

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) আমি সখীগণের অন্বেষণে গমন করি।

(প্রস্থানোদ্যম।)

সত্যবান। (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া) একি! বনের দুর্গম পথে একাকিনী গমন করা অত্যন্ত ভয়ানক (পার্শ্বে বসাইয়া) রাজকুমারি! সুস্থ হও।

সাবিত্রী। সুস্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সত্যবান। (হস্ত দ্বারা মুখাবরণ মোচন করিয়া) প্রিয়ে! তোমার মুখ কমল দর্শনে মানস সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে।

সাবিত্রী। (কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া) পুরুষের সকলই বিপরীত, কমল দর্শনে সূর্য্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।

সত্যবান। সুন্দরি! মানসিক অত্যন্ত সুখবোধ হইলে সম্ভবপরও জ্ঞান থাকে না, (হস্ত হইতে স্ফাটিক মালা ভূমিতলে পতিত হইবা মাত্র সাবিত্রী সঙ্গোপনে গলদেশে ধারণ করিল।)

(মঙ্গলগর্ভের সহিত সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

সখীদ্বয়। যুবরাজ! সখীকে ক্ষণকালের নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছিলে, তন্নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি, এক্ষণে জগদীশ্বর করুন আপনি চিরকালের নিমিত্ত সখীর রক্ষক হউন।

তরলিকা। রাজকুমারি! সায়ংকাল উপস্থিত এক্ষণে আর এস্থানে থাকা বিধেয় নহে।

সাবিত্রী। সখি! রথানয়ন কর।

তরলিকা। এমত সঙ্কীর্ণ স্থানে রথানয়ন করা দুরূহ। চল বনান্তরালে রথারোহণ করিগে।

সাগরিকা। সখি! এক্ষণে রাজকুমারের নিকট বিদায় প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) সখি! আমি বলিতে লজ্জিত হইতেছি, আমার প্রতিনিধি স্বরূপে তুমি রাজকুমারের নিকট বিদায় প্রার্থনা কর, এবং আর বল যেন মধ্যে মধ্যে স্মরণ করেন।

সাগরিকা। রাজকুমার! সখী আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

সত্যবান। সময়ে যেন এদাস স্মরণ পথে পতিত হয়।

সাবিত্রী।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

চরণ অবশ হল, চলিতে পারি না আর।
দেহ লয়ে যেতে নারি, মনে করি পরিহার॥
চঞ্চল নয়ন পুন, লইল স্মরণ তার।
থর থর কলেবর, করিতেছে অঙ্গ আর॥

(গান করিতে করিতে সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।)

সত্যবান। আশার ফল প্রাপ্ত হইলাম।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

মন মত ধনে আনি যদি বিধি মিলাইল।
মনসাধ না পুরিতে পুন তারে হরে নিল।
জ্বলিয়ে বিরহানলে, আসি প্রেম সিন্ধুকূলে,
শান্তি আশে ঝাঁপ দিতে অমনি সে শুখাইল।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

চতুর্থ কাণ্ড

তৃতীয় অঙ্ক

পটোত্তোলনানন্তর

রাজপুরী (রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। সাবিত্রী দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যবানকে বরণ করিয়াছে শুনিয়া হর্ষ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। কারণ সত্যবান রাজ্যচ্যুত এক্ষণে বনবাসী ঋষিগণ গণনায় গণনীয়, অনিয়মিত সময়ে বৃক্ষের গলিত পত্র ও গিরি নদীর উষ্ণ কষায় জল পান করিয়া সমস্ত শর্ব্বরী জাগ্রতাবস্থায় যাপন করিতে হয়, যাহা হউক, যখন সাবিত্রী তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছে তখন তাহাকে জামাতা বোধে আদর করাই উচিত (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) অহো! বোধ করি মহামুনি নারদ আসিতেছেন। মন্ত্রীবর যাও সাবিত্রী ও দেবীকে এস্থানে আসিতে বল।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

(রাজা সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।)

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

এসে ভবের্ হাটে হরিনাম টী কেউ ভুল না।
মরণ কালে হরি বিনে তরণ তরি কেউ পাবে না॥
আমার আমার বল্‌চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে,
সময় পেলে আমার বলার টান্ থাকে না।
যত দেখ ভাল বাসা, সকল কেবল আশার আশা,
আলোকেরি চ্ছায়া প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না॥
জগত অসার সার, যশকীর্ত্তি সার তার,
শেষে সবে শবাকার, কেবল আগু পিছু আনাগোনা।
দেহ পিঞ্জরের প্রায়, নটি দ্বার খোলা তায়,
কবে পাখি উড়ে যায়, দিনক্ষণ নাহি মানা॥

সোণার খাঁচা দূরে ফেলে, আত্মা পাখি উড়ে গেলে,
আবার হাজার খাবার দিলে, এমন পোষাপাখি আর পাবে না।

(মন্ত্রী ও নারদের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! মহর্ষি নারদ আগমন করিলেন।

রাজা। (ব্যগ্র হইয়া দণ্ডায়মান পূর্ব্বক) আসিতে আজ্ঞা হয়, আসিতে আজ্ঞা হয়, মহাশয়! এই দীন জনের ভবনে অসীম কৃপা বিতরণ পুরঃসর পদার্পণ করাতেই জন্ম সফল কর্ম্ম সফল ও গৃহ সফল হইল। (অন্তদিগে) ওরে কে আছে রে মহর্ষিকে শীঘ্র আসন প্রদান কর। (ভৃত্যের আসন প্রদান) মহাশয় এই আসনে উপবেশনে অধীনকে চরিতার্থ করুন্। ওরে! অবিলম্বে অর্ঘ্য আনয়ন কর।

নারদ। মহারাজ! গিরীশ দৌহিত্রীদ্বয় আপনকার গৃহে অচলা হইয়া অবস্থান করুন্। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্ব স্থানেতেই গমনাগমন করিয়া থাকি, কিন্তু কোন স্থানে আপনার ন্যায় সৎস্বভাব সম্পন্ন মহাত্মা নয়ন পথে পতিত হয় না, জগদীশ্বর আপনার সদ্‌গুণে সন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বেই আপনকার গৃহকে পুত্ররূপ দীপ দ্বারা সমুজ্জ্বল করিবেন।

(অর্ঘ্য লইয়া পরিজনের প্রবেশ।)

পরিজন। এই ভগবানের অর্ঘ্য।

(অর্ঘ্য রাখিয়া প্রস্থান।)

নারদ। মহারাজ! আপনার কন্যা পরিণয় যোগ্যা হইয়াছেন, কোন নৃপকুল তিলককে স্বর্ণ লতিকা সাবিত্রী সতী সমর্পণে মানস করিয়াছেন?

রাজা। মহাশয়! কুমারী স্বয়ংই তাহা স্থির করিয়াছেন, আমায় সে বিষয়ে বড় পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, আর আপনি বিবেচনা করুন, যাহার চির সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধনার্থ পিতাকে পাত্র অন্বেষণ করিতে সাতিশয় আয়াস প্রকাশ করিতে হয়, সেই যদি স্বয়ংই মনোমত পতিতে অনুগতা হইল, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

নারদ। সাবিত্রী কাহাকে পাণি গ্রহণার্থ স্থির করিয়াছেন ?

রাজা। মহাশয় ! সূর্য্য-বংশাবতংস-রাজা-দ্যুমৎসেনের-তনয় কুমার সত্যবানকে স্থির করিয়াছেন।

নারদ। কি বলিলেন দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানকে বরণে স্থির করিয়াছেন, হাঁ।—(গ্রীবানত করিয়া রহিলেন।)

রাজা। সে কি মহাশয় ! এ প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন যে, অবশ্যই ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক থাকিবে।

নারদ। না এমন প্রতিবন্ধক কি, তবে কি না আপনার এবিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করা উচিত ছিল।

রাজা। আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই আমি কহিয়াছিলাম, যে রাজ্যচ্যুত রাজা, তাঁহার পুত্রকে বরণ করিলে লোকে অপযশ প্রকাশ করিবে, তা যখন দেখিলাম তিনি কোন মতে এই বিষম পদবী হইতে বিরত হন না, তখন অগত্যা অভিমত দিতে হইল।

নারদ। মহারাজ ! ইহাতো দোষের মধ্যেই গণ্য নয়, যে স্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপা সাবিত্রী সতী তাঁহার গৃহে গমন করিতেছেন, তখন তিনি পুনরায় রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ কি ?।

রাজা। ভগবন্ ! তবে ইহাপেক্ষা এমন গুরুতর দোষ কি আছে, আমাকে অবিলম্বে বলিয়া চিরক্রীত করুন, আমি এমন পাত্রে কখনই কন্যা প্রদান করিব না, আপনি যাহা কহিবেন তাহাই করিব।

নারদ। মহারাজ ! এদোষ শ্রবণ করিতে হইলে সাতিশয় সাহস অপেক্ষা করে, যেহেতুক এই সংবাদটি কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রেই বজ্রাঘাত সদৃশ একটি আঘাত আপনাকে সহ্য করিতে হইবে।

রাজা। ভগবন্ ! এই কথাতে আমার উৎকলিকাকুল চিত্ত আরও বিচ্ছিন্ন হইল, আর বিলম্ব করিবেন না ত্বরায় আমাকে এই বিষয় জ্ঞাত করিয়া বাধিত করুন।

নারদ। মহারাজ ! আপনি নিতান্ত শুনিবেন, তবে শুনুন, আপন তনয়া যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে মানস করিয়াছেন, সেই নৃপকুমার আর এক বৎসর পরেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহার পরমায়ুঃ বিধি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা। (কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ। ভগবন্! আপনি চিরকাল আমাদিগের বংশের শুভ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত কোন ব্যক্তি এবিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে? আজ কি সৌভাগ্য ফলে ও পুণ্যবলে আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শন হইয়াছিল, তাই এই মহৎ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। হা দৈব! এই চক্ষে প্রাণের দুহিতার চির বৈধব্য যাতনা দেখিতে হইত।

যখন দুহিতা মম পতির কারণ।
হাহাকারে উর্দ্ধস্বরে করিত রোদন॥
ছিন্ন স্বর্ণলতা সম ভূমিতলে পড়ি॥
পতিশোকে মনদুঃখে দিত গড়াগড়ি॥
কুরঙ্গ নয়ন হতো শোকে ছল ছল।
ভাসিত নয়ন জলে মুখ শতদল॥
হৃদয় বিদীর্ণ হতো তাহা দরশনে।
বাঁচিলাম প্রভু আজ তোমার কারণে॥

নারদ। মহারাজ! এক্ষণে সাবিত্রীকে এবিষয়ে নিরস্ত করুন, আমি স্বয়ং লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়া অসামান্য রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্রে সাবিত্রী সমর্পণ করিব।

রাজা। মহানুগ্রহ, কঞ্চুকিন্! রাজ্ঞীকে এস্থানে আসিতে বল।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকির প্রস্থান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! অগ্রে সাবিত্রীর মত জানিয়া পরে মহামুনির নিকট স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

(দেবী ও কঞ্চুকির প্রবেশ।)

দেবী। মহারাজের জয় হউক্ মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! কি নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

রাজা। দেবি! এস এস এই আসনে উপবেশন কর।

দেবী। ভগবন্ প্রণাম করি।

নারদ। শ্রীমতীর মঙ্গল হউক।

রাজা। প্রিয়ে! একটী ভয়ানক সমাচার অবগত করিবার কারণ তোমাকে এস্থানে আহ্বান করিয়াছি।

দেবী। (সভয়ে)। মহারাজ! কি অমঙ্গল বার্ত্তা?

রাজা। প্রিয়ে! সত্যবানের আর এক বর্ষ পরমায়ু অবশিষ্ট আছে, এমতে কি প্রকারে সাবিত্রীকে পতিত্বে বরণে অনুমতি করি।

দেবী। মহারাজ! কি বলিলেন! সত্যবানের আর এক বর্ষান্তে জীবন শেষ হইবে?

নারদ। হাঁ! বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ কে খণ্ডিতে পারে?

দেবী। মহারাজ! কাহাকেও অনুমতি করুন, সাবিত্রীকে এস্থানে আনেন্।

রাজা। কঞ্চুকিন্! যাও সাবিত্রীকে এস্থানে আন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(কঞ্চুকির প্রস্থান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবিত্রীর বিষয়ে সন্দেহিত হইতেছি, সাবিত্রীকে এবিষয় হইতে নিরস্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার।

রাজা। মন্ত্রিন্! মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পিতামাতার কখনই অভিলাষ হয় না।

(সাবিত্রী ও কঞ্চুকির প্রবেশ।)

সাবিত্রী। মা! প্রণাম করি।

দেবী। বৎসে! চিরজীবিনী হও।

সাবিত্রী। ভগবন্! প্রণাম করি।

নারদ। কল্যাণ হউক।

সাবিত্রী। পিতঃ! চরণ বন্দনা করি।

রাজা। সাবিত্রি! আশীর্ব্বাদ করি পতিপ্রিয়া হও।

দেবী। বৎসে! এক্ষণে আমার একটী কথা আছে, অঙ্গীকার কর যেন অন্যথা না হয়।

সাবিত্রী। মা! কথাটী বল, প্রতিপাল্য হইলে অবশ্য প্রতিপালন করিব।

দেবী। বৎসে! সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করা হইবেক না, তিনি অতি অল্পায়ুঃ।

সাবিত্রী। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।)

দেবী। বড় যে নিরুত্তরা হইয়া রহিলে ?

সাবিত্রী। মা! এবিষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি যখন মনে মনে তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি, কোন অনুরোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, জগতে এই রীতিই সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তমান আছে, একবার মৃত্যু হয়, একবার জন্ম হয়, একবার মাতাপিতা কন্যাদান করিতে পারেন এবং পরিণীতা বালা একবার এক জনকেই স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, মা! আমি যখন তাঁহাকে একবার মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন কোন ক্রমেই সে বিষয়ে নিরস্ত হইব না।

দেবী। বৎসে! সত্যবান্ অল্লায়ুঃ একবৎসর পরেই তাহার মৃত্যু হইবেক, অতএব জানিয়া শুনিয়া কিরূপে মৃতকল্প পাত্রে কন্যা সম্প্রদানে পিতামাতায় যত্নবান্ হইব।

সাবিত্রী। মা! সত্যবান্ মৃতকল্প হইলেও আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব।

রাজা। বৎসে! পিতামাতার কথা শ্রবণ করা সন্তানের উচিত কর্ম্ম, যখন আমরা তোমাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিতেছি, তখন আমাদিগের বাক্য রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক, যে মাতা দশমাস দশদিন নানা ক্লেশে ক্লেশিত ও বিবিধ রোগ সহ্য করত প্রসব সময়ের বিজাতীয় কষ্ট গ্রহণে তোমাকে ভূমিষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মাতার বাক্যে অসম্মত হওয়া কি উচিত কর্ম্ম হয় ?

সাবিত্রী। অল্পবুদ্ধি জন নিজ কর্ম্ম দ্বারা অবশেষে অনুতাপ করণে প্রবৃত্ত হয়, এমত বিবেচনা করিয়া আমাকে সত্যবান বরণে অনুমতি করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবিত্রী সামান্যা কন্যা নয়, বিশেষতঃ বিধবা লক্ষণ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দ্বারা সাবিত্রী সত্যবান সংরক্ষণে সমর্থা হইবে, যাহা হউক, মহারাজ! এ বিষয়ে সাবিত্রীকে বারম্বার অনুরোধ করিবেন না, "ভবিতব্যং ভবত্যেব," ইত্যাকার বিবেচনা দ্বারা সুস্থির হউন।

রাজা। সাবিত্রি! যখন সত্যবান বরণে তোমার একান্ত মানস হইয়াছে তখন তাহাতে বারম্বার অনুরোধ করা বৃথা, স্বেচ্ছানুসারে সত্যবানকে বরণ কর গে, দেবি! সাবিত্রীকে আগামি কল্য শুভ দিনে সত্যবানে সমর্পণে অনুমতি কর।

দেবী। মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলেই আমার অনুমতি হইয়াছে।

রাজা। মন্ত্রিন্! বিবাহাবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সাধন করণে সম্যক্ প্রকারে তৎপর হও, রাজধানীতে এবিষয়ের ঘোষণা করিয়া দেও, প্রজাগণ নৃত্যগীতাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউক, ভট্টগণ প্রকাশ্য-মার্গে সত্যবান ও সাবিত্রীর গুণ কীর্ত্তন করুক। অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় চতুষ্পাঠীতে ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বেদাদি উপনিষদের অধ্যাপনে জনগণের চিত্তাকর্ষণ করুন, গণিকাগণ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাদ্যাদির সহযোগে নদীতীর হইতে মঙ্গলঘটে বারি আনয়ন করুক!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(মন্ত্রির প্রস্থান।)

নারদ। মহারাজ! সাবিত্রীর বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে নির্ভয় থাকুন, অপরূপ সুলক্ষণাক্রান্তা বালিকা কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবে না।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! নগরে সাবিত্রী সত্যবান বিবাহের যথেষ্ট সমারোহ লক্ষিত হইতেছে, মহারাজ! বীরনগরের রাজকুমারের সহিত পরিণয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে যথেষ্ট আহার করিতে পাইতাম, কিন্তু সাবিত্রী কোথা হইতে একটা মৃতকল্প পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল, যে তাহার বিবাহ সময়ে আহার করা দূরে থাকুক বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইলেও লইতে পারে, সেটা বনবাসী দস্যুকুমার, হা! বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? একদিনও পেট ভরিয়া ফলার করিতে পারিলাম না, মনের খেদ মনেই রহিল, কোথায় বীরবর রাজার পুত্র মহারাজার জামাতা হইবে, কোথায় বনবাসী ঋষিকুমার সেই স্থলে অভিষিক্ত হইল, কোথায় সহস্রসেনা পরিবৃতা হইয়া সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে

গমন করিবে গমন করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত বিবিধ প্রবাল খচিত খট্বায় শয়ন করত, চিরজীবন অশেষ সুখে অতিবাহিত করিবে, কোথায় বৃক্ষমূলে কুশাসনে শয়ন, বনজাত ফলমূলাদি ভক্ষণে গিরিনদীর উষ্ণকষায় জলপান করত যৌবনকাল বিক্ষেপিত হইল।

(মন্ত্রির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! সকল প্রস্তুত, এক্ষণে আপনি স্বপুরে গমন করুন্, তথায় আবশ্যকীয় বিবিধ বিষয়ের পরামর্শ কারণ অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধাগণ মহারাজের ও দেবীর সমাগম অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা। দেবি! তবে চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অন্তঃপুরস্থ বৃদ্ধাগণ আমাদিগের সমাগম প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দেবী। মহারাজ! তবে চলুন।

নারদ। মহারাজ! আমি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করি, সাবিত্রী বিষয়ে ভাবিত হইবেন না, সাবিত্রী সামান্যা কন্যা নন্।

রাজা। প্রভো! তবে প্রণাম করি।

নারদ। চিরজীবী হও।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

(সাগরিকা, তরলিকা, ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাগরিকা। সখি সাবিত্রি! শ্বশুর ভবনে গমন করিয়া যে যে বিষয় প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর।

সাবিত্রী। সখি! তোমরা সে সকল বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ অনুগ্রহ করে আমাকে বল আমি তাহাই শিক্ষা করিয়া তদনুগামিনী হইব।

তরলিকা। সখি! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বট, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া বাড়ার ভাগ।

সাবিত্রী। না সখি! উপদেশ গ্রহণে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা করে না, সখী সাগরিকা ও হেমলতিকা এবিষয়ে বিলক্ষণ উপদিষ্টা, উঁহারা যে পরামর্শ দেবেন তাহাই আমার গ্রাহ্য।

সাগরিকা। সখি! শ্বশুর ভবনে গমন করিয়া সময়ে পতি শুশ্রূষা, সময়ে

শ্বশুর শাশুড়ির সেবা এবং অনুগত জনের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিও, আর সখি যদি সপত্নী থাকে তাহাকে নিজ প্রিয়সখীর ন্যায় যত্ন কর, দেখো যেন সপত্নী বলে তাহার প্রতি হিংসা করিও না, নিয়ত ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে স্বামির স্বমতে ও শ্বশুর শাশুড়ির অনুমত্যনুসারে কর্ম্ম কর, যাতে লোকে ভাল বলিবে, সকলের আদরিণী ও পতি সোহাগিনী হবে, সৌভাগ্যশালিনী হতে পারবে।

সৈনিক পুরুষদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম। তার পর ?

দ্বিতীয়। তার পর মহারাজ রথাদি প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিয়া রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণে গমন করিয়াছেন, অবিলম্বেই আসিবেন, সাবিত্রী এতক্ষণে পরিণীতবেশা হইয়া মহারাজের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, কারণ বৃদ্ধ কঞ্চুকী অনেকক্ষণ হইল সাবিত্রীকে আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

সাবিত্রী। সখি ! ঐ দেখ কাহারা আসিতেছে, বোধ হয় পিতা আসিবেন চল এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করি।

উভয়ে। হাঁ সখি।

(সাবিত্রীর সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।)

প্রথম। ওহে ভাই তবে চল আমরা রথারোহণ করিগে।

দ্বিতীয়। হাঁ ! ভাই তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম কাণ্ড

প্রথম অঙ্ক

পটোত্তোলনানন্তর, সায়ংকাল বন।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সাবিত্রী। নাথ ! আমিও তোমার সহিত গমন করিব।

সত্যবান। প্রিয়ে ! তুমি একে অবলা স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ তিন দিন আহার করা দূরে থাকুক বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ কর নাই,

অতএব তোমাকে অদ্য আমি কোন মতেই বনমধ্যে লইয়া যাইতে পারিব না, বরং অন্য এক দিন আমার সহিত উপবনে গমন করিলেও করিতে পার।

সাবিত্রী। নাথ! তাহা হইবে না আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার সহিত গমন করিব, ইহাতে তুমি বাধা দিলেও আমি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না।

সত্যবান। যদি নিতান্তই গমনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তবে চল।

(উভয়ের কিয়দ্দূর গমন।)

সাবিত্রী। নাথ! আহা এই শিরীষবৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

সত্যবান। প্রিয়ে! তুমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত এস্থলে অবস্থান কর, আমি এই শিরীষ বৃক্ষোপরি আরোহণ করি অদ্য আমাদিগের কাষ্ঠ নাই এই শিরীষবৃক্ষের শুষ্ক শাখা দ্বারা আমাদেরো বিশেষ উপকার হইবেক, এবং বৃক্ষেরও শোভা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

(সত্যবান বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল)

সাবিত্রী। নাথ! ঐ পুষ্পস্তবকটি নিয়ে ফেলিয়া দেও, ঐটি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

সত্যবান। প্রিয়ে! ভ্রমরগণ পুষ্প বিরহভয়ে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহাতে হস্ত প্রদান করা দুরূহ, (কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া) প্রিয়ে! আমার মস্তক বেদনা করিতেছে, বোধ হয় যেন আমার কাল উপস্থিত, শরীর ক্রমে অবসন্ন হইতেছে। আর বৃক্ষোপরি বসিবার শক্তি নাই, আমাকে ধর, (হস্ত প্রসারণ করত ভূমিতলে পতিত হইলেন।)

সাবিত্রী। (দৌড়িয়া গিয়া সত্যবানকে ধরিয়া সন্তর্পণে ক্রোড়ে নিবেশিত করিয়া) হা, নাথ! কি হইল বুঝি দুরন্ত নারদের কথা যথার্থই হইল, নাথ! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয়! এত দিনে কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাষাণ হইতেও কঠিন, পুরুষের আত্ম পর বিবেচনা নাই, দয়া নাই, মমতা নাই, নাথ! উঠ উঠ, আর অনর্থক নিরপরাধিনী কুলকামিনীকে

ক্লেশিত করো না, এক বার বিশাল নয়নে বীক্ষণ কর, হতভাগিনী সাবিত্রী, পিতা মাতা সহোদর সহোদরাগণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়া ছিল, এক্ষণে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হওয়া উচিত নয়, আশালতা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল, এক্ষণে হতাশ স্বৰ্য্য বৈধব্য যন্ত্রণা রশ্মিদ্বারা চিরকাল ক্লেশিত করণার্থ সমুদিত হইল, সৌভাগ্য চন্দ্রিমা দৈব বিড়ম্বনা মেঘে আচ্ছাদিত ইহল, এক্ষণে জীবন বিফল।

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

এই কি কপালে ছিল বিধির লিখন।
এ সময়ে প্রাণনাথ তেজিল জীবন॥
প্রেমতরু হৃদিপরে, রোপিব যতন করে,
অকালে শমন তারে, করিল নিধন।
কত আশা মনে ছিল, প্রাপ্ত হব সুখ ফল,
মুকুলে বিবাদী হল, বিধাতা এখন॥

নাথ! উঠ উঠ, এক বার অধিনীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, অদ্য তোমার পিতামাতার নিকট আমি কি বলিয়া মুখ দেখাইব, নাথ! অধিনীকে দয়া করে এক বার গাত্রোত্থান কর, হে বনবাসী বিনিদ্রিত পক্ষিগণ! হে বনদেবতাগণ! তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি কর। নাথ উঠ উঠ একবার গাত্রোত্থান কর তোমার অন্ধ পিতামাতা তোমা বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) হা! ব্রাহ্মণ গণের অমোঘ বাক্যও সময়ে এবং কাল গুণে অন্যথা হয়। ভবানীপতিও কি আমার প্রতি একেবারে কৃপা শূন্য হইলেন?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কেমনে এবনে ভব পাব তব দরশন।
বিপদে পড়িয়ে নাথ লয়েছি তব শরণ॥

জগত জন জীবন, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চানন,
ভবভয়ে পায় ত্রাণ, করিলে তব সাধন।
কাম দর্প ধ্বংস কর, আশুতোষ দিগম্বর,
দাসীরে করুণা কর, পতিপ্রাণ কর দান ॥
সাবিত্রী জীবন হর, শিবলোক শিবকর,
পার্ব্বতী প্রাণেশহর, হর কর পরিত্রাণ।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ক্রমে রজনী নিজগাঢ় তিমির দ্বারা বনস্থলী ব্যাপিত করিল। ভয়ানক হিংস্রক পশুগণ আহারান্বেষণে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে, অদূরে পেচক কুলের অমঙ্গল ও দূষিত চিৎকার দ্বারা এমন রমণীয় বনস্থলীও শ্মশান-বৎ বোধ হইতেছে, এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করি। মন! শান্ত হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিও না শোকাবেগ সম্বরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পন্থা অন্বেষণ কর (কিয়ৎকাল চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া।) অহো! এতক্ষণে জানিলাম ভবানীপতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

(যমের প্রবেশ।)

সাবিত্রী। ভগবন্! প্রণাম করি, আপনি সহায় হইলে আর কি ভয়।

যম। (স্বগত) আহা! পতিব্রতা স্ত্রী পতি শোকে ইতঃ পর বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, (প্রকাশ্যে) কন্যে! আমি যমরাজ তোমার মৃত পতিকে লইতে আসিয়াছি, এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির ঊর্দ্ধ দৈহিক নিয়মিত কর্ম্মে যত্নবতী হও, পরে ব্রহ্মচর্য্য অথবা পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিও, (যম সত্যবানের দেহ পাশে বদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে প্রক্ষেপ করত প্রস্থানোদ্যম করিল।)

সাবিত্রী। হৃদয়! এক্ষণে আর অনুশোচনে প্রয়োজন করে না, (যমের পশ্চাৎ গমন।)

যম। (পশ্চাদবলোকন করিয়া) একি! তেজে যে দগ্ধ প্রায় হইলাম, রাজকন্যে! তুমি পতির পারত্রিক মঙ্গল কর্ম্মে বিরত হইয়া আমার সহগামিনী হইয়াছ, ইহার কারণ কি ?

সাবিত্রী। ভগবন্! জগতীতলে পূর্ব্ব পরম্পরা এরূপ নীতি প্রচলিত আছে, যে সল্লোকেরা সৎ সহবাসেই সর্ব্বদা কালক্ষেপ করেন যদ্দ্বারা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের ক্রমশঃ আলোচনা দ্বারা অন্যান্য বিবিধ প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম্মে হতাদর হইতে পারে, তন্নিমিত্তেই লোকে প্রথমতঃ সৎ সহবাসই জ্ঞানার্জ্জনের পথ বলিয়া স্বীকার করেন, আপনি ধর্ম্ম এবং সাধুগণের পূজ্য অতএব আপনার সহবাস বিরহ ভয়ে আপনারই সহগামিনী হইতেছি।

যম। সাবিত্রি! তুষ্ট হইলাম মনের অনুকূল বলিতেছ সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিতবর যাচ্ঞা কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! যদি একান্তই বর প্রদান করিবেন তবে আমার পিতা পুত্র বিহীন যাহাতে তাঁহার শতাধিক বলিষ্ঠ পুত্র হয় তাহা করুন।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে, এক্ষণে যাও পতির ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করত পুনর্ব্বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ কর।

(পরিক্রমণ।)

(পশ্চাদবলোকন করিয়া) একি? পুনরায় আমার সহিত আসিতে লাগিলে?

সাবিত্রী। ভগবন্! ইহ সংসারে ধর্ম্মই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ পদার্থ সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপে বিন্যস্ত, অতএব ভাগ্য ফলে যখন আপনার দর্শন পাইয়াছি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না, সাংসারিক আচার আবৃত হইয়া আমার ইত্যাকার বিবেচনায় জনগণ ধর্ম্মোপার্জ্জনে বিরত হয়, কিন্তু পরিশেষে সাধুগণ ধর্ম্মই একমাত্র নিত্য লাভের পন্থা জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে নিবিষ্ট হন।

যম। সাবিত্রি! তুষ্ট হইলাম, মনের অনুকূল বলিতেছ, সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিতবর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর অন্ধ যাহাতে তাঁহারা দিব্য চক্ষু লাভ করত স্বরাজ্য গ্রহণে সমর্থ হন এমত বর প্রদান করুন।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে, যাও এক্ষণে গৃহে গমন কর। দেখ ক্রমে নিবিড়গাঢ় তিমির দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, নক্ষত্র জালমালা

ব্যাপ্তা যামিনী ক্ষণে ক্ষণে চক্রবাক ও চকোরদিগের ধ্বনি ও মলয় সমীরণের দ্বারা জনগণের সম্যক্ তৃপ্তিকারিণী হইয়াছে, কিন্তু বনমধ্যে ভীষণ পশুগণ স্বীয় স্বীয় আহারান্বেষণার্থ ভয়ঙ্কর রবে ভ্রমণ করিতেছে, বৃক্ষপতিত শুষ্ক পত্র রাশি মর্ম্মর শব্দ এবং নিবার কণিত বারিধারা প্রপাতশব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবম্বিধ সময়ে কুলকামিনীগণের বনমধ্যে অসহায় হইয়া থাকা উচিত নহে।

(পরিক্রমণ ও পশ্চাদবলোকন।)

একি! পুনরায় যে আমার সহিত আসিতে লাগিলে?

সাবিত্রী। এই জগন্মণ্ডলে মানবগণ লোভ পরবশ হইয়া বিবিধ প্রকার দুষ্কর্ম্মে অবিরত অভিরত থাকে, শাস্ত্রেও কথিত আছে, লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় লোভ হইতে অভিলাষ জন্মে লোভ হইতে মোহ জন্মে এই হেতু লোভই সকল পাপের মূল কারণ, বিশেষতঃ যে স্থানে স্ত্রীলোকের পতি গমন করিবেন তাহারও সেই স্থানে যাওয়া উচিত, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও সৎপন্থা লাভের বিশেষ উপায় স্পষ্ট হইতে পারে, আপনি আম্মার পতিকে যে স্থানে লইয়া যাইবেন আমিও সেই স্থানে গমন করিব।

যম। সাবিত্রি! মনের অনুকূল বলিতেছ, সন্তুষ্ট হইলাম, সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! মৃত পতির সহবাসে আমার গর্ব্ভে শতাধিক সন্ততি উৎপাদিত হউক।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে যাও এক্ষণে গৃহে গমন করত শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করণে নিযুক্ত হও।

(পরিক্রমণ ও পশ্চাদবলোকন।)

একি? পুনরায় আমার সহিত আসিতে লাগিলে?।

সাবিত্রী। ভগবন্! সত্যই ইহ সংসারে শ্রেষ্ঠ পদার্থ তন্নিমিত্ত সাধুগণ প্রাণপণে যথার্থ পথে গমন করেন।

যম। হাঁ! ইহা অতীব যথার্থ, সত্যই সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

সাবিত্রী। তবে ভগবানের বাক্য অন্যথা হইলে অন্য পরের কথায় নিষ্প্রয়োজন।

যম। (সরোষে) কি? আমার বাক্য অন্যথা হইবে? কাহার সাধ্য আমার বাক্যে প্রতিকূলতাচরণ করে।

সাবিত্রী। ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহে মৃত পতির সহবাসে আমার গর্ভে শতাধিক সন্ততি উৎপাদিত হইবে কিন্তু আপনি আমার পতিকে পরিত্যাগ না করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তন্নিমিত্তই ভগবানের বাক্যের অন্যথা ভয়ে এবিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম।

যম। (স্বগত) অহো! কি ভ্রম আমি কি যথার্থই এরূপ বর প্রদান করিয়াছি, (কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিলেন) হাঁ হইলেও হইতে পারে পতিব্রতা স্ত্রী কখনই মিথ্যাবাদিনী হইতে পারে না, যাহা হউক ভবিতব্যতানুসারেই এবম্প্রকার মহতীঘটনা সংঘটিত হয়। যাহা হউক সত্যবানকে পরিত্যাগ করত গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প (প্রকাশ্যে) সাবিত্রি! অশেষ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম, তুমি পতিপ্রাণা পতিব্রতাগণশ্রেষ্ঠা জগতীতলে তোমার ন্যায় পতিব্রতাসতী অদ্যাবধি অবতীর্ণা হয় নাই। বিশেষতঃ তুমি নানাগুণ সম্পন্না এক্ষণে আমার বরে তোমার পতি পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইয়া ধরাধামে শতাধিক বর্ষকাল সুখে সাম্রাজ্য পালনে সম্মত হইবেন, এবং পৃথিবীতলে কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই তোমার গুণ কীর্ত্তন করিবে যদি পতিব্রতাসতীর উপমার প্রয়োজন হয় যদি কামিনী পতি শুশ্রূষণ বিধি শিক্ষা করিতে অভিলাষিণী হন তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হইবে।

গীত।

রাগিণী কেদারা, তাল চৌতাল।

বাগ্বাণী ধনেশ্বরী কৃপাকরি দুইজনে।
তবে গৃহে রবেন সদা বদ্ধ হয়ে নিজগুণে॥
ভদ্রকুল কামিনী, হয়ে পতি সোহাগিনী,
সতীত্ব রাখিতে যত্ন করিবেন একমনে।
সাবিত্রী গুণ কীর্ত্তন, করিবেন অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম জ্ঞান পরায়ণ, হোক সব প্রজাগণে॥

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সমাপ্ত।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

(প্রহসন)

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

সন ১২৬৬ সাল

প্রথম অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ। নবকুমার ও কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বলব কি। কর্ত্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেচেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখছি এবলিশ্ কত্ত্যে হল।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে নাকি? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ্ কর্য্যে থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল্ ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবস্ক্রিপ্সন্-লিষ্ট অতি পুয়র ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ্ করেছিলেম্, এখন—

নব। আরে ওসব কি আমি আর জানিনে, যে, তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে ? তা আমি কি, ভাই, সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি ? কিন্তু করি কি? কর্ত্তা এখন কেমন হয়েছেন যে, দশ মিনিট্ যদি আমি বাড়ীছাড়া হই, তাহলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড দেবার উপায় আছে। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একবারে যেন শুখিয়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হষ্! অত চেঁচিয়ে কথা কয়োনা, বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জষ্ট দি থিং। তা আনোনা দেখি।

নব। রসো দেখ্‌ছি। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনো বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই, একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এবুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজার নষ্ট কত্তে এলো? এই নব আমাদের সদ্দার, আর মনি-ম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তার সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন্ নি।

নব। তবে সেই বোতল্‌টা আর একটা গ্লাস্ শীঘ্র করে আন্‌তো।

(প্রস্থান)

কালী। ভালো নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব্ বৈষ্ণব হে?

নব। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর? বোধ করি কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটী নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি! এতো আছে? (বোতল প্রদর্শন) হা, হা, হা! (মদ্যপান)।

নব। আরে করো কি, আবার?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড্ জেনেরেল্ হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন্ জমাতে কসুর করে? হা, হা, হা! (পুনর্ম্মদ্যপান)।

নব। (বোদের প্রতি) বোতল্ আর গ্লাস্‌টা নিয়ে যা, আর শীগ্‌গীর গোটাকতক্ পান্ নিয়ে আয়।

(বোদের প্রস্থান)

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাগ্‌গে। আজ্‌ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ্‌ তোমাকে কোন্ শালা ছেড়ে যাবে।

নব। তোমার পায়ে পড়ি, ভাই, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ।

(বোদের প্রস্থান)

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌ছেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই, পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তো চাই। সে যা হউক, তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্য বদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশস্বীকার কত্তো হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি ? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলতো ; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্য়ে উঠ্‌ছে !

নব। কি সর্ব্বনাশ ! দেখছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে ; আবার খাবে ?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্ ! ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বলো দেখি ?

নব। আর বল্‌বে কি ? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেব, বল দেখি ভাই ? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বল্‌বো যে আমি বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইল্‌সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা !

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্তি কি বল্‌বে বল দেখি ? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার ? তাহলে আর কথাটি কইতে হয় না !

কালী। তা পারবো না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। নাহে না, (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তেন্?

কালী। আমি ভাই, গরণহাটায় প্যারী আর তার ছুক্‌রি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি? তুমি কি গোদা প্যারীকে চেনো না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাডীতে যেয়ে কত মজা করেছিলেম, তার আর কি বল্‌বো! সে যাক্, এখন কি বল্‌বো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন।

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল্ ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা!

নব। দূর পাগল, হাসিস্ কেন?

কালী। হা, হা, হা! ভাল তা হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুএকখানা পুঁথির নাম তো না শিখ্‌লে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি, (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতীভগবতীর গীত, আর—বিন্দা-দূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা! ভায়ার কি চমৎকার মেমারি।

কালী। কেন কেন?

নব। হষ্! কর্ত্তা আস্‌ছেন। দেখ, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্ত্তামহাশয়ের প্রবেশ)

কালী। (প্রণাম)।

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয় আপনি ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন। আমি তাঁরি ভ্রাতুষ্পুত্র—

কর্ত্তা। কোন্ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ। তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোযজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন্।

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো।

(সকলের উপবেশন)

তুমি এখন কি কর বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু! তোমার স্বর্গীয় খুড়া মহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন। বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান ?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তেও যেমন আর তেমনি সুশীল। আর না হইবে বা কেন ? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

কালী। জ্যেঠামহাশয়, আজ নবকুমারদাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন্—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটা সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হয় ?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা, আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু, তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল দেখি?

কালী। (স্বগত) আমলো! এতক্ষণের পর দেখ্‌ছি সাল্লে! (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দাদূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে, বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর জয়দেবের গীত-গোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা, হা, কবি-কুলতিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জেঠ্যামহাশয়, যদি আজ্ঞে হয়, তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখ্‌ছি এখনো পাঁচটা বাজেনি, তা, তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্‌বো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগলে পাছে বেমোটেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্ করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু?

কালী। আজ্ঞে সীকৃদার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে! দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কল্‌কাতা সহর বিষম ঠাঁই তাতে করে ছেলেটিকে একলা পাঠ্‌য়ে ভাল কল্যেম? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে

পাঠ্য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি ? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে, নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই।

[প্রস্থান]

—:০:—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিক্‌দার পাড়া ষ্ট্রীট্।

(বাবাজীর প্রবেশ)

বাবাজী। (স্বগত) এই তো সিক্‌দার পাড়ার গলি, তা কই ? নববাবুর সভাভবন কই ? রাধেকৃষ্ণ। [পরিক্রমণ।] তা, দেখি, এই বাড়ীটাই বুঝি হবে। [দ্বারে আঘাত]।

নেপথ্যে। তুমি কে গা ? কাকে খুঁজচো গা ?

বাবাজী। ওগো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী ?

নেপথ্যে। ও পুঁটী দেখ্‌তোলা, কোন বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে ? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারি ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম।

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে ? পালা, নইলে এখনি চৌকীদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। [বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে] কি আপদ ! রাধেকৃষ্ণ ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে, তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন ? [পরিক্রমণ] এ দেখ্‌চি একজন ভদ্রলোক এ দিকে আস্‌চে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করিনে।

[একজন মাতালের প্রবেশ]

মাতাল। [বাবাজীকে অবলোকন করিয়া] ওগো, এখানে কোথায় যাত্রা হচ্চে গা ?

বাবাজী। তা বাবু, আমি কেমন করে বল্‌বো ?

মাতাল। সে কি গো? তুমি না সং সেজেচ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ!

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস্ কি? হাঃ শালা।

[প্রস্থান]

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? [অবলোকন করিয়া] আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এরা কে?—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ! [একদৃষ্টে অবলোকন]

[দুইজন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ]

প্রথম। ওলো বামা, গুয়ো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ্‌লি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে্য আস্তে্য পদীর বাড়ীতে ঢুকেছে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেছিস্। আমি হলে এতদিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়ানা, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খাঙ্গরা দে বিষ ঝাড়্‌বো। আমি তেমন বান্দা নই, বাবা! এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে, চোখের জলে করে ছেড়েছি। চল্‌না আগে মদনমহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পার্‌বি, তাহলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মতন কাচাখোলা কে একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ্?

প্রথম। হ্যাঁ, তো, হ্যাঁ, তো। এই যে আমাদের দিকে আস্‌চে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর, ঐ যে কুড়োজালি হাতে আছে। [হাস্য করিয়া] আহাহা, মিন্‌ষের রকম দেখ্ না —যেন তুলসী বনের বাঘ।

বাবাজী। [নিকটে আসিয়া] ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? [থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য]। বাবাজী, তরঙ্গিণী, তোমার বষ্টমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হারয়েছে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে, কি কর্‌বে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আস্‌বে তো বল?—কেমন বাম্না, ভেক্ নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী?

প্রথম। বাবাজী আর বল্‌বেন কি? চল আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরি বোল।

বাবাজী। [স্বগত] কি বিপদ্। রাধেকৃষ্ণ! [প্রকাশে] না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ্য, আমরা যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই মন উঠবে না? তা আমরা যাই, আর তুমি এখানে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে কাঁদ। [বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া] সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার।

[দুইজন বারবিলাসিনীর প্রস্থান]

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। [পরিক্রমণ করিয়া] যদি আবার আমি ফিরে যাই তাহলে কর্ত্তাটী রাগ কর্‌বেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম্! এখন করি কি? [চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া] হেঁ্য, ভাল হয়েছে, এই একটা মুস্কিল-আসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ওমা, এজে সারজন সাহেব রোঁদ ফির্‌তে বেরিয়েচে দেখ্‌ছি; এখানে চুপ করে দাঁড়ায়ে থাক্‌লে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? [চিন্তা] তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ওমা, এই যে এসে পড়্‌লো। [বেগে পলায়ন।]

(সারজন চৌকীদারের আলোক লইয়া প্রবেশ)

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আড্‌মী ওটার ডৌড়্‌কে গিয়া নেই?

চৌকী। নেই ছাব, হাম তো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্‌ডি ডওড়কে যাও, উইয়ফ ডেকো, যাও—যাও—জলডী যাও, ইউ সুওর।

চৌকী। [বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে] কোন্ হেয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম্ ইওর আইজ্—ইটার, ইউ ফুল।

চৌকী। [ভয়ে] হাঁ ছাব, ইধর্। [বেগে প্রস্থান]।

সার। আ! ইফ্ আই ক্যেন ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে। [উচ্চৈঃস্বরে] পাকড়ো পাকড়ো—উ হু হু হু হু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্ছি বাবা, আর মারিস্‌নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা।

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌড়কে হামরা জান্ গিয়া।

নেপথ্যে। উ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ— বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা।

[বাবাজীকে লইয়া চৌকীদারের প্রবেশ]

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হেয়?

বাবাজী। [সত্রাসে] না সাহেব বাবা, আমি জানিনে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে—।

সার। হেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে, চুপরাও, ইউ ব্লাডি নিগর্, ডেক্‌লাও তোমারা ব্যেগ্‌মে কিয়া হেয়। [বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান] হা, হা, হা, হা! বাপ্‌রে বাপ্,—হাম্ বড়া হিণ্ড হুয়া—রাঢে, কিস্ ডে! হা, হা, হা!

বাবাজী। [সত্রাসে] দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানিনে, দোহাই বাবা আমাকে ছেড়ে দাও।—[গমনোদ্যত]

চৌকী। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির।

সার। হোলড্ ইউর টং, ইউ ব্ল্যাক্ ব্রুট্। ইয়েহ্ ব্যেগ্‌মে আওর কিয়া হেয় ডেকে গা। [ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন]

সার। ছাট্‌স্ রাইট। ইউ স্যুটি ডেভল্ কেস্কা চোরি কিয়া [চৌকীদারের প্রতি] ওস্কো ঠানে মে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করিনি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, আমি ও টাকা চাইনে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আল্‌বট্ যানে হোগা।

চৌকী। চল্‌বে, থানে মে চল্।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির— আমি টাকাকড়ি কিছুই চাইনে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। [হাস্যমুখে] কিয়া? টোম্ নেই মাংটা। [আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকীদারের প্রতি] ওয়েল্ দেন্, হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড়্ ডেও।

বাবাজী। [সোল্লাসে] জয় মহাপ্রভু!

চৌকী। [বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে] তোম্ হাম্‌কো তো কুচ্ দিয়া নেঁহি—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকী। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড়া মজা কি জাগ্‌গা হেয়।

সার। ডেকো চৌকীডার, রোপেয়াকা বাট্—[ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান]।

চৌকী। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্! ইজ্ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন্ চৌকীদারের প্রস্থান]

বাবাজী। রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম্; আজ কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম্! ভাগ্যে টাকা কটা সঙ্গে ছিল, আর সারজন্ বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজ্‌কে কি হাজতেই থাক্‌তে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

[হোটেল বাক্স লইয়া দুইজন মুটিয়ার প্রবেশ]

এ আবার কি? রাধা-কৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আন্‌ছে? [অস্তে অবস্থিতি।]

প্রথম। ইঃ আজ্ যে কত চীজ্ পেটিয়েছে তার হিসাব নাই, মোর গরদানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই!

প্রথম। মর বেকুফ্ ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দেব্যতা।

দ্বিতীয়। লেকীন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগো দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওট্‌তেচে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে পড়ে; আর কত যে খায়; কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে।

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারারাত এহানে দেঁড়িয়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাক না! ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়া-বাদি শালা গেল কোহানে?—ও দরওয়ানজী; দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে?

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও।

[মুটিয়াগণের প্রস্থান]

বাবাজী। [অগ্রসর হইয়া স্বগত] কি আশ্চর্য্য! এ সব কিসের বাক্স? উঃ থু, থু, রাধেকেষ্ট! আমি তো জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে। বেলফুল।

নেপথ্যে। চাই বরফ্।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ]

মালী। বেলফুল,— ও দরওয়ানজী, বাবুরো এসেচে?

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ্। চাই বরফ্—কি গো দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। তোম্বি থোড়া বাদ আও।

[মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রস্থান।]

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ্, [স্বগত] আমি তো, এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরফ্।

[যন্ত্রিগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ।]

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্র্যাণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই আমি কেমন করে নাচ্বো তাই ভাব্চি।

পয়ো। আমার ওখানেও সদানন্দবাবু কাল ভারী ধুম লাগিয়েছিল। আজ্ কাল্ সদানন্দ ভাই খুব্ তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রি। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক। ও দরওয়ানজী।

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায় ?

পয়ো। বলি আগে দুয়ার খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখ্তে পাবে এখন্।

নেপথ্যে। ও, আপ্লোক হ্যায়, আইয়ে।

[যন্ত্রিগণ ইত্যাদির প্রস্থান]

বাবাজী। [অগ্রসর হইয়া স্বগত] একি চমৎকার ব্যাপার ? এরাতো কশ্বী দেখ্তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ ! আমি এতক্ষণে বুঝ্তে পাচ্চি কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্ছি একেবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তামহাশয় এসব কথা শুন্লে কি আর রক্ষে থাক্বে ?

[নববাবুর এবং কালীবাবুর প্রবেশ।]

নব। হা, হা, হা,— শ্রীমতীভগবতীর গীত ! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরী ! হা, হা, হা !

কালী। আরে ওসব লক্ষ্মীছাড়া বৈ কি আমি কখন খুলি, না পড়ি, যে মনে থাক্বে।

নব। [বাবাজীকে অবলোকন করিয়া] একি, এজে বাবাজী হে ! কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কিনা যে, কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্যই আমার পেছনে পেছনে পঠাবেন ; যা হউক, একে যে আমরা দেখ্তে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্তে হবে।

কালী। বল তো ও বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কট্লেট্ কি মটন চপ খাইয়ে দি— শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। [অগ্রসর হইয়া] কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কিনা একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেম্, ভাব্লেম্ যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। [জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি] আরে করিস্ কি পাগল? এটাকে এর ভেতরে নেগেলে কি হবে? আমরা তো আর হরি-বাসর কত্তে যাচ্চিনে।

নব। [জনান্তিকে কালীর প্রতি] আঃ চুপ কর না। [প্রকাশে বাবাজীর প্রতি] বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না।

বাবাজী। আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও বাবু।

[প্রস্থান]

কালী। বল তো শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবা। মহারাজ।

নব। ও লোগ সব আয়া?

দৌবা। জী, মহারাজ!

নব। আচ্ছা তোম্ যাও।

দৌবা। জো হুকুম, মহারাজ!

[প্রস্থান]

নব। আজ ভাই দেখছি এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভেতর ঢুক্‌তে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি তো ভারি কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয়?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এসব বোঝনা। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ওকর্ম্ম করে দিয়া যদি মুখ বন্দ কত্তো পারি।

কালী। নন্‌সেন্‌স! তার চেয়ে শালাকে গোটাকতক কিক্ দিয়ে একেবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাওনা কেন? ড্যাম্ দি ব্রুট! ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায়? ওর্ কি আর্ কোন মিসন্ আছে?

নব। দুর্ পাগল, এসব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুজনেই ওর কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ইতি প্রথমাঙ্ক।

নীলদর্পণ

নাটক

[দীনবন্ধু মিত্র]

ভূমিকা

নীলকর নিকর করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিড্‌নি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীটস্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছ, তাহা পরিহার কর। তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশমুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলাভপরতন্ত্র হইয়া প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; একথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধ-বিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর-ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ-আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সরি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুটিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে

না; যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস্ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক যীজস্‌কে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল, সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রা লাভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ"। প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্রাণ্ট মহামতি লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর হইয়াছেন, এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য্যপরিচালকগণ শতদল-স্বরূপে সিভিল-সার্ভিস-সরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলোকচন্দ্র বসু	
নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব	গোলোকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
সাধুচরণ	প্রতিবাসী রাইয়ত।
রাইচরণ	সাধুর ভ্রাতা।
গোপীনাথ দাস	দেওয়ান।

নারীগণ

সাবিত্রী	গোলোকের স্ত্রী।
সৈরিন্ধ্রী	নবীনের স্ত্রী।
সরলতা	বিন্দুমাধবের স্ত্রী।
রেবতী	সাধুচরণের স্ত্রী।
ক্ষেত্রমণি	সাধুর কন্যা।
আদুরী	গোলোক বসুর বাড়ীর দাসী।
পদি	ময়রাণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।

গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন।

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম কর্ত্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয়কর্ত্তারা যে জমা জমি করে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরি স্বীকার কত্তে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়; যে শরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ষাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোণার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়্‌তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে, এর মধ্যে গাঁ খান ছারখার করে তুলেছে।

মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না,— আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দু'বেলায় যাট্‌ খান পাত পড়্‌তো, দশ খান লাঙ্গল ছিল, দাম্‌ড়াও চল্লিশ, পঞ্চাশটা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ— আহা! যখন আশধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়াল খান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বলে, মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাশ করে আন্‌তে কত কষ্ট; হাল গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আন্‌তে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে খাব, তবু গাঁয় আর বাস কর্‌বো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুই খান লাঙ্গল রেখেছে তা নীলের জমীতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে।— কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গত বারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটীর চার্‌ পাড়ে চাস দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল কর্‌বে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো! আর সাহেব বেটা বলেছে যদি পূর্ব্ব মাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড় বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়েছে।

সাধু। বড় বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সেদিন সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমীতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব, এবং তোমারে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের পঞ্চাশ বিঘা নীলের দাম

চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার!"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি পঞ্চাশ বিঘা ধান হলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

নবীনমাধবের প্রবেশ

কি বাবা, কি করে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন পঞ্চাশ টাকা লইয়া ষাট্ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলোক। ষাট্ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন, লাঙ্গল, গোরু সকলি আপনি নীলের জমীতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না"।

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড়্ হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

আদুরীর প্রবেশ।

আদুরী। মা ঠাকুরুণ যে বকৃতি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা কর্‌বেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়ায়ে) কর্ত্তা মহাশয়, এর্ একটা বিলি ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি সিকেয় উঠ্‌বে। আমি আসি, কর্ত্তা মহাশয় অবধান, বড় বাবু, নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান।

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না।— যাও বাবা, স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধুচরণের বাড়ী।

লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ।

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন স্মুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিকে আস্‌ছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না, জোর করিই দাগ্ মার্‌লে। সাঁপোলতলার পাঁচ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ্ ছেলেরে খাওয়াব কি। কাঁদাকাটি করে ত্যাক্‌বো, যদি না ছাড়ে, তবে মোরা কাজেই ত্যাশ্ ছাড়ে যাব।

ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

দাদা বাড়ী এয়েছে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নেই। কাকীমারে ডাকৃতি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল।— স্মুন্দিরি য্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোন্‌লে না।

সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ্ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা, জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম্। খাব কি, ছেলেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে! ও মা! রাত পোয়ালি যে দু'কাটা চালির খরচ; না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল; গোড্ডার নীলি কল্লে কি? য়্যাঁ! য়্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে কর্‌বো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেলা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাক্‌বে তা কারকিতই বা কখন কর্‌বো। তুই কাঁদিস্ নে, কাল হাল্ গোরু বেচে গাঁর মুখে ঝাঁটা মেরে, বসন্ত বাবুর জমিদারিতে পালিয়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ।

জল খা, জল খা, ভয় কি, "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে"। তা তুই আমিনকে কি বলে এলি?

রাই। মুই বল্‌বো কি, জমিতি দাগ্ মার্‌তি লাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়িয়ে দিতে লাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম; তা কিছুই শুন্‌লো না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা"। মুই ফোজদুরি কর্‌বো বলে সেঁসিয়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ গ্যাখ্ শালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধরে নিয়ে যাবে।

আমিন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ।

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্।

[পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন।

রেবতী। ওমা, ইকি, হ্যাগা বাঁদো ক্যান। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে গ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখা পড়া জানিস্, তোকে খাতায় দস্তখৎ করে দিয়ে আস্‌তে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়, একি কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়্‌লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো"।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব; তবে মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা।

[ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল্।

[যাইতে অগ্রসর হইল।

রেবতী। ও যে এট্টু জল খাতি চেয়েলো; ও আমিন মশাই, তোমার কি মাগ্ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট্ ! ওমা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দু বার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্‌ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেচে— কি কর্‌বো; কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম! (ক্রন্দন)

আমিন। আরে মাগি, তোর নাকি সুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় অমনি নিয়ে যাই।

[রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেগুণবেড়ের কুটি—বড় বাঙ্গলার বারেন্দা।
আই, আই, উড্ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস
দেওয়ানের প্রবেশ।

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই দাদনের কাগজ পত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে!

উড। তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা— এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন করে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাটিয়াল, শড়কিওয়ালা, আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো।—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি; জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতি কা বাত্ হাম্ কুচ্ শুনা নেই— তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমারে কিছু বলি নি;— তুমি শালা বড় নালায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্কা হায় নেই বাবা— তোম্‌কো জুতি মার্‌কে নেকাল ডেকে, হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওট্‌কো এ কাম্ দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল

কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না; তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকিয়ে চায়— ওস্‌কো হাম এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত কর্‌কে রাখ;—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ, হাম্‌ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল মোক্তার-দিগের এমন সলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব; আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি ঘোটাঘোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম্‌ বোলা কি নেই, তুমি বড় নালায়েক আছে, তোম্‌সে কাম্‌ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন; যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিছি, তখন ভয়, লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।—

উড। আমি কথা চাই নে, আমি কাজ চাই।

সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের
সেলাম্‌ করিতে করিতে প্রবেশ।

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত; কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, এ বারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে; আদ্ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট্ আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ বিশ বিঘা, তার মধ্যে যদি নয় বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মর্‌বো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ করে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্থ কীট, যে সাহেবকে কয়েদ কর্‌বো, প্রবল প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শুনায় না; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী"।

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।— ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি বিশ বিঘার নয় বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার যে লোকসান জমা পড়ে আছে, তাহা হইতে নয় বিঘা কেন, বিশ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বাগত) হা ভগ্‌বান! শুড়ির সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে)

হুজুর যে নয় বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সুতরাং যদি ও নয় বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী এগার বিঘাই পড়ে থাক্‌বে, তা আবার নূতন জমি আবাদ কর্‌বো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুতা প্রহার)। শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাত হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা।

[দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ।

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়্‌লো, সারাদিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারী কর্‌লিনে? (কাণমলন)।

রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চোৎকো। (শ্যামচাঁদাঘাত)।

নবীনমাধবের প্রবেশ।

রাই। বড়বাবু মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফেল্লে গো।

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসি মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে চার বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া, আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে ?— সাধু ঘোষ, তোর্ মত্ কি তা বল্ ? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি ? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল, তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল করে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান—

[শ্যামচাঁদ প্রহার।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা ! উহার বাড়ীতে খাইতে অনেক গুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা ! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে ; সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে মেম্-সাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপ্‌রাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর-নগরের মাজিষ্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধরে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিষ্ট্রেট তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল্— এই দিনের মধ্যে তুই ষাট্ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি ! তোর দাদনের জন্যে দশ খানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি ! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই। — হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক।

[নবীনমাধবের প্রস্থান।

উড। গোলামকি গোলাম।—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও

[উভয়ের প্রস্থান।

গোপী। চল্ সাধু, দপ্তরখানায় চল্। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোলোক বসুর দরদালান।

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত।

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী এক গাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বোয়ের নাম করে যা করি, তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট্ করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাক্‌বে। যেমন একঢাল চুল, তেমনি দড়ী হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামা-ঠাকুরুণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্য-বদন। লোকে বলে, "যাকে যায় দেখ্‌তে পারে না"; আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোট বোয়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়িয়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

সিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ।

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি সিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না? —হয় নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এই বার দিব্বি হয়েছে! ও বোন্, এই থান্‌টি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার সিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে ?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত ভর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি,— বলে

"বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥"

সর। বাহবা! আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আন্‌তে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিটি লিখ্‌বেন, সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বল্‌বো।

সর। দিদি, এ মাসের আর ক দিন আছে গা?—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্ধ হলে বাড়ী আস্‌বার কথা আছে,— তাই তুমি দিন গুণ্‌চো। আর বোন্, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি— মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র! কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখি নি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখানি পাঁচহাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ।— (সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা।— আমি কি তামাক পোড়ার কটোটা আনি নি, যেমন একদণ্ড তামাক পোড়া নইলে বাঁচি নে, তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসিছি।

আদুরীর প্রবেশ।

ও আদর, তামাক পোড়ার কটোটা আন্‌না দিদি।

আদুরী। মুই য়্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো ?

সৈরি। ওরে রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে থামাত্তে মোইখান আনি, তা নলি চালে ওট্বো ক্যামন করে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ওতো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝ্তে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস্ নে, তুই ডান বুঝিস্ নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান্। মোগার কপালের দোষ, গরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়্লো, তবেই সে ডান হয়ে ওট্লো। মাঠাকুরুণিরি বল্বো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস্, আমি আস্চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্বো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!— নাকি দুটো দল হয়েচে; মুই আহ্লাদের দলে।

সর। হঁ্যা আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্তো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস্নে। মিন্সের মুখ্খান মনে পড়্লি আজো মোর পরাণডা ডুক্রে কেঁদে ওটে। মোরে বড্ডি ভাল বাস্তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারি রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতি পারি॥

দ্যাখ দিনি খাটে কি না।— মোরে ঘুম্তি দিত না, ঝিমুলি বল্তো "ও পরাণ ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্তিস?

আদুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বলে ডাক্তিস?

আদুরী। মুই বল্তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্চো—

সৈরিন্ধ্রীর পুনঃ প্রবেশ।

সৈরি। আবার পাগ্লিকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্সের কথা সুদুচ্চেন, তাই মুই বল্তি নেগেচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বোয়ের মত পাগল আর ছুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্চে।

রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।

আয়, ঘোষ দিদি আয়, তোকে আজ্ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি, তা তোর আর বার হয় না।—ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষেদের ক্ষেত্র শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ী এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কেরূপা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকি মাদ্দের পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণির প্রণাম।

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকা চুলে সিঁদূর পর, হাতের ন ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মোরো কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই সেটের বাছা।—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে।

[আদুরীর প্রস্থান।

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না।—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিচি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জান্‌বো। তোমরা আপনার জন তাই বলি,—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোই নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখছে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপ্‌টা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপ্‌টা দেখে মোর ভাশুর খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপ্‌টা কাটা কস্‌বিদের আর বড় নোকের মেয়েগার সাজে।

মুই শুনে নজ্জায় মোরে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপ্টা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোট বোউ, যাও দিদি, কাপড়গুণো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

আদুরীর পুনঃ প্রবেশ।

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা।

[সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা।—ঠাকুরুণ কই লো?

সাবিত্রীর প্রবেশ।

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবোউ এইচিস, তোর মেয়ে এনেচিস বেস করেচিস—বিপিন আব্দার নিচ্লো, তাকে শান্ত করে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পরণাম করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পরণাম কর।

[ক্ষেত্রমণির প্রণাম।

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশী)—বড় বোউ মা, ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে।—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে "আদুরী")—মা যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী, দেখ তোরে ডাক্‌চেন।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই,—মুই তো বড় আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম্! রাম্! ও নচ্ছার বেটিকেও কেউ বাড়ী আস্তে দেয়,—বেটির আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই কর্‌বো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্‌দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি, আর হাট বল্লিই বা কি; গস্তানি বিটি বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটি বলে, ক্ষেত্রকে ছোটসাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু! থু! প্যাঁজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতে পারি, প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারি নে—থু! থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটি বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম করে দেবে;—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্‌বার জিনিস্, না এর দাম আছে। কি বল্‌বো, বিটি সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে ওট্‌চে।

আদুরী। মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়্‌লি মুই তো কখনই যাতি পার্‌বো না; থু! থু! থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো।

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়ে লোক ধরে মর্‌দদের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি বলে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে য়্যাকিই নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বল্‌বো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই।—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটি আর এক কথা বলে গ্যালো, তা বুঝি বড় বাবু শুনিন নি;—কি একটা নতুন হুকুম হয়েচে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ছমাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেবিয়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দামা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্‌ডো শোনে!

আদুরী। বিবির আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই,—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকড়ি, তেরোনাল ফিরৃতি থাকে,—মাগো নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়,—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়োলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে—কেশের কাকী ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই লোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেকৃচি;—তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু-বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জল্‌বে। [রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ।

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

[সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন।

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোণার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী।—(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হাগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় এক-দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকৃতে পার না;—এমন পাগ্‌লির পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল।—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে? তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে।—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রঙ্, একটু ছড় লেগেচে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন করে যাওয়া আসা করো না।

সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ।

সৈরি। আয়, ছোট বউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এইবেলা বেলা থাকৃতে থাকৃতে গা ধুয়ে এস।

[সকলের প্রস্থান।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক

মনোমোহন বসু

পুরুষ।

শান্তবাবু	...	মানগড় প্রদেশের জমীদার
সদারং	...	শান্তবাবুর বয়স্য ও ধর্ম্মভ্রাতা
নটবর	...	ঐ ভগ্নীপতি

স্ত্রীলোক।

মহামায়া	...	শান্তবাবুর প্রথমা স্ত্রী
সরলা	...	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী
সুশীলা	...	ঐ ভগ্নী
চন্দ্রকলা	...	সূপকারিণী
কাজলা	...	মহামায়ার দাসী

প্রস্তাবনা

[নটের প্রবেশ]

(মঙ্গলাচরণ গীত)

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

ভাব নিত্য নিরঞ্জন, সত্যরূপী সনাতন।
অরূপ অনুপ স্বস্বরূপ নিখিল অখিল কারণ॥
অব্যয় অক্ষয় অভ্রান্ত, অজরামর অশ্রান্ত,
অনাদি পূর্ণ অনন্ত,
পরমাত্মা পুরঞ্জন॥ ১॥

মানস-কমল-দলে, পবিত্র ভকতি-জলে,
অপদ-শ্রীপদতলে, কররে অর্পণ।
প্রণয়-পীযূষ-পূরিত, সধর্ম্ম সাধু চরিত,
উদ্দেশে কর অর্পিত,
মঙ্গল হবে সাধন॥ ২॥

নট। এ সভা উজ্জ্বল বটে! ওহে সহৃদয়,
সদয় বুধমণ্ডলি! সদয় হৃদয়ে,
প্রসন্ন নয়নে, আর করুণ শ্রবণে,
করুন শ্রবণ দরশন—হংস সম,
নীর-ত্যাগী ক্ষীর-ভোগী হ'য়ে—বক্ষ্যমাণ
"প্রণয়-পরীক্ষা নাটকের" অভিনয়।
বর্ণ কি বর্ণিতে পারে, হায়! যত দোষ,
বহুবিধ দোষাকর বহু-পরিণয়ে?
"পরিণয়" এই বাক্য অতি সুধাময়!
"বহু" শব্দ যোগে কিন্তু বিষময় হয়!!
প্রথম মথনে সিন্ধু দিয়াছিল সুধা;
গরল দ্বিতীয় বারে! হায়, সেই মত,
প্রথম বিবাহে সুখ; দ্বিতীয়ে বিষাদ;
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চে ক্রমে পরমাদ!
সুখ-দ্রোহী "বহু বিভা" রাক্ষস দুর্ব্বার,
সঙ্গে ল'য়ে হিংসা, রাগ, বিরাগ, কলহ,
কুমন্ত্রণা, পক্ষপাত, ঘৃণা, হত্যা আদি,
সোণার সংসার কত দিল ছারখার!
বহু নারী এক পতি; কি অন্যায় কথা!

[নটীর প্রবেশ]

নটী। কেন, অন্যায় বা কিসে?
ভেবে ভেবে শেষে হারালে কি দিশে?
বহু ফুলে দেখ—এক মধুকর!
বহু চাতকিনী—এক জলধর!
বহু নদীপতি—একই সাগর!
বহু লতা-কান্ত—এক তরুবর!
বহু রাজ্যপতি—এক নরবর!
বহু তারানাথ—এক শশধর!

এক সূর্য্য জায়া—ছায়া আর দিবা!
বহু নারী তবে অসাজন্ত কিবা?

নট। হা হা প্রিয়ে! নারীবুদ্ধি! অতি অল্প ঘটে!
তুমি কি বুঝিবে তায় যত মন্দ ঘটে!

নটী। বটে তাতে মন্দ ঘটে, কিন্তু কার দোষে?
যে না জানে সুকৌশলে রাখিতে সন্তোষে—
সম ভাবে জনে জনে—সেই দুঃখ পায়—
তাহারি সে দোষ—বহু বিবাহের নয়!
যে আগুনে জগতের এত হিত হয়,
সেই করে গৃহ দাহ। কিন্তু দোষ কার?
আগুনের? কিম্বা যে না জানে ব্যবহার?
নিপুণ সারথি, যথা, করয়ে চালন,
একরথে এক হাতে, বহু অশ্বগণ;
সেরূপ, নিপুণ যেই পতি মতিমান;
শত খণ্ড হ'য়ে রাখে শত ভার্য্যামান—
তিল তিল প্রেমধন বাঁটিয়া সমান!

নট। (সহাস্যে) হা হা প্রিয়ে! কোথা তুমি
এ কথা শিখিলে?
এই সভ্য কালে হেন কেমনে কহিলে?
কি বলিবে সুশিক্ষিত জন, এ শুনিলে!
মজালে মজিলে—ছি ছি মজালে মজিলে।
বহু-নারী-প্রেমিকের বুদ্ধি-পারাবারে—
তার মূর্খতা পাথারে, শুধু মূর্খতা পাথারে,
বটে এইরূপ তর্ক-তরঙ্গ উথলে,
শুধু তুফানের বলে, ভ্রান্তি তুফানের বলে!
কিন্তু সে তরঙ্গ-রঙ্গ ভঙ্গ করিবারে—
সেই সিন্ধু তরিবারে, তর্ক-সিন্ধু তরিবারে,
"প্রণয়-পরীক্ষা" নামে নব নাট্য-তরী,
আ'জ্ পেয়েছি সুন্দরি, আমি পেয়েছি সুন্দরি!

অভিনয় ছলে, এস, করি আরোহণ;
হবে ভ্রান্তি বিমোচন, তব ভ্রান্তি বিমোচন!

নটী। সে নাটকে কি আছে তা বল?

নট। বহু বিবাহের যত বিষময় ফল!

নটী। তবে সে নাটক দেখা চাই!

নট। তবে চল, গীত গেয়ে সজ্জা ঘরে যাই!

(নটের গীত)

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমা তেতালা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে সুখনিধি যদি চাহ।
এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ॥
একান্তে যে একে মজে—
কভু না দ্বিতীয় ভজে—
পবিত্র সুখ-সরোজে,
বিরাজে সে অহরহ! ১॥
নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ঘটে সোহাগে,
যাতনা সহে দুঃসহ! ২॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—শান্তবাবুর অন্তঃপুর।

[মহামায়া ও কাজলা উপস্থিত]

মহা। আর কি রকম জানে ?

কাজ। আর এক রকম ব'ল্লে, ভেড়ার পিত্তি দে খাওয়াতে হয়, তাতে নাকি পুরুষ একেবারে ভেড়া হ'য়ে থাকে।

মহা। তার কাছে কি আর কোনো রকম নেই ?

কাজ। কেন এটা কি ভাল না ?

মহা। না, ওটা বড় মনঃপূত হয় না, পিত্তি মিত্তি এনে খাওয়ানো বড় দায়। ও ছাড়া আর কিছু আছে ?

কাজ। আছে বৈ কি! এক রকম আছে, ছাতু দে আর দৈ দে খাওয়াতে হয়, তাতে খুব বশ হয়।

মহা। হরিবোল হরি! তবেই হ'য়েছে—সাত জন্মে ছাতুও খায় না, দৈও খায় না!

কাজ। তবে আর এক রকম আছে; শুধু গাছ্‌ড়া, বলে পানের সঙ্গে সেজে দিলে সুপুরির মত কষা লাগে।

মহা। দূর! দূর! সে যে শুনেছি, যে খাওয়ায় তার ভাল কিছুই হয় না, লাভে হ'তে যারে খাওয়ায়, সে পেটের ব্যামোতে মারা পড়ে।

কাজ। তবে আর এক রকম জানে, বড় চমৎকার, কিন্তু পাবে কোথা ?

মহা। কি রকম ?

কাজ। বলে ভূঁইকম্পের সময় উলঙ্গ হ'য়ে সে শেকড় তুল্‌তে হয়। তার পর রাঙ্গা সুতো দে যা মনে ক'রে গলায় প'র্ব্বে, তাই হবে।

মহা। তবেই হ'য়েছে! ভূঁইকম্প কবে হবে, তদ্দিন বাঁচি কি মরি, তার ঠিক্ কি!—আর কিছু সুবিদে মতন জানে তো বল্, নইলে এ লেঠায় আর কাজ নেই।

কাজ। আর কি ব'ল্‌বো ? সবই তো ব'লেছি, কেবল একটা বাকী; সেটায় যে ছাই কি হবে, তা ব'ল্‌তে পারিনে।

মহা। সেটা কি ?

কাজ। সে এক রকম গুঁড়ো, দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হয়।

মহা। তাতে হয় কি ?

কাজ। তাতে হয় এই; যে দিন যারে খাওয়াবে, সে দিন সে রেতের বেলা ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে বেড়াবে, যারে ভালবাসে তারির কাছে যাবে, আর কোথাও যাবে না। কিন্তু ঐ দিন থেকে দু তিন দিন তার মাথা ধ'রে থা'ক্‌বে।

মহা। এ যে বরং ভাল।

কাজ। এ আর ছাই ভাল কি ?

মহা। এতে জা'ন্তে পা'র্ব্বো কারে ভালবাসে ?

কাজ। তা কি আ'জ্ঞো জান না ? ছোট মাঠাকৃরুণ একে সোমত্ত, তায় এত রূপসী, বাবু কি তাঁরে ভাল না বেসে তোমায় বা'স্‌বেন ?

মহা। ওরে তা নয়; তিনি নাকি গুমোর করেন, যে, আমার কাছে উঁচু নীচু নেই—আমি দুজনকেই সমান দেখি, যখনি এ কথা ওঠে, তখনি বলেন, লোকে দুই বে ক'রে কেন যে এত জ্বালাতন হয় ব'ল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি তো দেখ্‌ছি দুজনকে সমান যত্ন, সমান সোয়াগ, সমান আদর ক'ল্লে কখনই কোনো গোল হয় না। সেই জন্যে যার কথায় কথায় এই শ্লোকটা ব'লে থাকেন ;—

"প্রেমের করাতে মন চিরিয়ে সমান,
"সমভাবে রব আমি দুজনার স্থান!"

ছোট বৌকে বে কর্ব্বার আগেও ধর্ম্ম কড়ার ক'রে গিছ্‌লেন, যে, বে কল্লুমিই বা, তুমি আমার যেমন আছ, তার চেয়েও বড় হ'য়ে থা'ক্‌বে—তোমায় এখন যেমন ভালবাসি, তখনও তেম্নি বা'স্‌বো। সেইটে সত্যি কি মিথ্যে, একবার পরক ক'রে দেখ্‌বো।

কাজ। হায়! হায়! বড় মা! তুমি বুঝি ঐ কথায় ভুলেছিলে ? এও কি কারো কখনো হ'য়ে থাকে গা ? মন কি কখনো চেরা যায় ? একটী বৈ তো দুটী নয়; এক জিনিষ কি একেবারে দু ঠাঁই থা'ক্তে পারে ? তাঁর শরীরে কি এতই রস, যে, এক পুকুর ছাপিয়ে উঠে আর এক পুকুর পূরে যাবে ? ছি বড় মা! তুমি যে এমন হাবা মেয়ে তা আমি এদ্দিন জা'ন্তেম না, তখন বাবুকে বে ক'ত্তে দেওয়াই তোমার অন্যায় হ'য়েছে।

মহা। ওরে সাধ ক'রে কি দিছ্‌লেম? তখন ঠাকৃরুণ বেঁচে, তিনি তো জানিস্‌ আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছেন ব'ল্লেই হয়; আমার ছেলে বেলা মা মরেন, কিন্তু ঠাকৃরুণের লালন পালনে মার দুঃখু কক্ষণো পাইনি; তাঁরেই মা ব'ল্‌তেম, তিনিও আমাকে পেটের সন্তানের চেয়ে ভাল বা'স্‌তেন। তিনি এসে হাতে ধ'রে কাঁ'দ্‌তে কাঁ'দ্‌তে ব'ল্লেন, "মা! এ বেতে তুমি মত না দিলে তোমার শ্বশুরের বংশটী যায়।"

কাজ। কেন তখন তোমার বয়েস কত?

মহা। এই দেখ্‌না কেন; এই আশ্বিনে আমার সাত গণ্ডা এক বছর হ'য়েছে, আর ছোট বৌর বে হ'য়েছে ঠিক পাঁচ বছর, তা হ'লে তখন আমার বয়েস ঠিক ছগণ্ডা ছিল।

কাজ। ওমা! ইইতেই কি তোমার ছেলে হবার বয়েস গিছ্‌লো গা? কত নোক যে গণ্ডা ছেড়ে আদ্‌ পোন বয়েসে বিয়েন ধরে— মুখুয্যেদের মংলার কি হ'লো?

মহা। সে যে কুলীনের মেয়ে লো, তার বিয়েই তো বুড়ো বয়েসে হ'য়েছে।

কাজ। তবে ঐ কায়েত কামিনী?

মহা। তার স্বামী যে বিদেশে ছিল।

কাজ। তা হ'ক্‌, তোমার তখন ছেলে হবার বয়েস যায় নি!

মহা। যাই হ'ক্‌, মা এসে অমন ক'রে কাত্‌রালেন, তার পর উনিও কত কাকুতি মিনতি ক'ল্লে'ন—দু দিন দু রা'ত্‌ ধ'রে কত কড়ার মাদার ক'রে কত বোজালেন, আমার নামে এক খান তালুক লিখে দিলেন, তাতে কেমন মন ভিজে গেল, আর "না" ব'ল্‌তে পা'ল্লে'ম না।

কাজ। কিন্তু এক সুবিদে এই হ'য়েছে, ছোট মা তোমার খুব বশে আছেন।

মহা। আছে বটে, আমিও মনে করি তারে মার পেটের ব'নের মতন দেখি, কিন্তু তবু—কে জানে ছাই কি—তার মুখ দেখ্‌লে যেন বুক শুকিয়ে যায়!

কাজ। তা আর যাবে না গা, একি কম জ্বালা? নোকে অম্নিই যার বলে—

সতিন্ সতিন্ সতিন্। পরী হ'লেও পেত্নি!
সতিন্ সতিন্ সতিন্। সুজন হ'লেও ছুদিন্!
তবু তোমরা যেই বড় ভাল, তাই এখনও বজায় আছে।

মহা। সে বজায় এই পরক দেখা পর্য্যন্ত! যে অষুদের কথা ব'ল্লি, যদি তা এনে দিতে পারিস্, তবে যা থাকে কপালে খাইয়ে একবার দেখ্‌বো, কারে ভালবাসে? এ অষুদের গুণে আমরা দু সতিনে যেন নিক্তির তৌলে উঠ্‌বো, আর তাঁর মন যেন সেই নিক্তির কাঁটা হবে, সেই কাঁটা যদি আমার দিকে ঝোঁকে, তবে সব বজায় থা'কৃবে; যদি সমান থাকে, তাতেও থা'কৃবে, আর যদি ছোট-বৌর দিকে ঝোঁকে, তবে সব ম'জ্‌বে!

কাজ। সে অষুদ তো আ'জ্‌ই পাব অকন।

মহা। কৈ এখনো যে এলো না?

কাজ। আ'স্‌বে বৈ কি—তারা বেদের মেয়ে, টাকার নোভ পেয়েছে, কা'ল্ যখন ব'লে গেছে আ'জ্ আ'স্‌বে, তখন আ'স্‌বেই আ'স্‌বে। রাস্তার দিকে কাণ পেতে থাকি; এলো ব'লে—

(নেপথ্যে—ব্যথা ভাল কো—দাঁতের পোকা বা'র কো—)

ঐ এয়েছে; ঐ রাস্তায় কত কি ব'ল্‌ছে, শোনো।

(নেপথ্যে) ব্যথা ভাল কো—দাঁতের পোকা বা'র্ কো—আর যদি ভাতার সো হবি, তবে আয়, মোর সাথে বনে যাবি, একটা জড়ির গাছ দেখিয়ে দেব, এলো চুলে তুল্‌বি—তারে ধুবিনে ডুবিয়ে নিবি—ছেঁচ্‌বিনে ঠকৃঠকাবি—বা'ট্‌বিনে ঘস্‌ঘসাবি, গলাজলে উল্‌বি—ছ্যাদামালায় গুল্‌বি—টোঁক ক'রে গিল্‌বি, আর ওস্তাদ ব'লে মা'ন্‌বি! আর এক কাম ক'র্ব্বি—একটা পদ্মফুল আ'ন্‌বি—পুরুষ ভোমরা ধ'র্ব্বি—নজ্জাবতীর নতা দে ঐ দুটোকে বা'ট্‌বি—বেটে দোরের মাথায় না'গাবি, ভাতারের বেটা ভাতার অমনি ছমাসের পথ থেকে, গয়নার বাক্‌স নে, ভোঁ ভোঁ ক'রে ডিগ্‌বাজী খেয়ে, ঘুরে এসে প'ড়বে!

গীত।

রাগিণী বেহাগড়া—তাল খেম্‌টা।

ভাঙা মন যোড়া দিতে কার আছে আয় লো ছুটে।
বার মেসে আড়া আড়ি, এক নিমিষে যাবে টুটে ॥
এম্নি মোর গাছ গাছ্‌ড়া, তেলপড়া আর ঝাড়ি ঝাড়া,
সতিন হ'য়ে ভাতার ছাড়া, মরে বেটী মাথা কুটে!
এ অষুদ মোর ছুঁতে ছুঁতে, হুড়্‌কো বৌ যায় আপনি শুতে,
বা'বু ফট্‌কা পুরুষ যারা, আঁচল ধরা হ'য়ে ওটে!

মহা। কাজলা! তুই যা, ওরে খিড়কী দে পুরোণো রান্না বাড়ীতে নে যা, আমি এ দিক্‌দে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনহুগলি—শান্ত বাবুর বাগান।

[শান্ত বাবু ও সদারং বাবু উপস্থিত]

শান্ত। দেখ ভাই সদারং! এই এক মেরাপে দু রকম লতা উঠে কি চমৎকার শোভাই হ'য়েছে! ইটী কাঞ্চন লতা, উটী অপরাজিতা। আবার এক স্থানে তাদের দু রঙের দু প্রকার ফুল ফুটে যে বাহার হ'য়েছে, তার আর তুলনা নাই!

সদা। তুলনা ঘরে আছে, দেখ্‌লেই হয়; যেমন এক শান্ত বাবুতে মহামায়া আর সরলা!

শান্ত। (সহাস্যে) লতার তুলনা স্বীকার, ফুলের কৈ?

সদা। এক স্বামীতে দুজনের দু প্রকার প্রণয়—হ'লো না?

শান্ত। না, হ'লো না; তারা দুজনেই আমায় সমান ভাবে।

সদা। তবে দুজনের প্রতি তোমার যে দু রকম প্রেম, তাই না হয় ফুলের উপমা হ'ক্!

শান্ত। এবারেও হ'লো না; প্রণয় আবার দু রকম কি? আমার দুই সমান!

সদা। তোমার আপনার মনকে দেবে ফাকি, এতে আর ক'র্ব্বো কি?

শান্ত। বা সদারং! বাহবা কি বাহবা! মাঝে মাঝে রাম ব'স্ হতেও যে সাধ যায়!

সদা। রাম ব'স্ হই আর না হই, কিন্তু রাম ব'স্ যে আমার মতের পোষক, তার আর সন্দেহ নাই; তাঁর একটা গানে আছে—

"আমার একটী যে মন, দুজনকে তা দিব কেমনে?"

শান্ত। (সলজ্জভাবে) বেস বেস! এখন এস, আমার সাধের মাধবী-কুঞ্জে খানিক বসি। (উভয়ে পরিক্রমণ) এই কুঞ্জে আমার সরলার সঙ্গে এক নিশি যাপন হ'য়েছে—এই কুঞ্জেই সেই মানময়ীর মান-ভঞ্জন ক'রিছি।

সদা। তবে আর এরে "মাধবীকুঞ্জ" বল কেন? "মানকুঞ্জ" বলাই উচিত!

শান্ত। আ'জ্ অবধি নয় তাই ব'ল্‌বো!

সদা। শুধু তা ব'ল্লেই হবে না; মানকুঞ্জের ইতিহাসটীও এখনি ব'ল্‌তে হবে।

শান্ত। তুমি শুন্তে চাও, আমার রাধার মান কিসে হ'লো আর কিসে গেল?

সদা। রাধার মানের মূল চন্দ্রাবলী বৈ আর কি হবে!

শান্ত। প্রকৃত নয়, কল্পিত বটে।

সদা। কল্পিত কেমন? আমি তো মহামায়াকেই লক্ষ্য ক'রে চন্দ্রা-বলীর নাম ক'রেছি, তিনি ছাড়া আরো একটীর আশঙ্কা হ'য়েছিল নাকি?

শান্ত। আমার পরিহাসে সরলার হ'য়েছিল বটে।

সদা। কিরূপ শুনি?

শান্ত। এমন কিছুই নয়, অতি সামান্য কথা;—তুমি তো জানো, সরলাকে নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বাগানে থাকি। গত রাস-পূর্ণিমার রাত্রে এই মাধবীকুঞ্জে—

সদা। আবার মাধবী?

শান্ত। (সহাস্যে) অভ্যাস এম্নি বস্তু!—ভাল, এই মানকুঞ্জে ব'সে দুজনে

কপোত কপোতীর ন্যায় কতই হাস্য কৌতুক রসালাপে মগ্ন ছিলেম। একে শরতের শেষ, তায় পৌর্ণমাসী—নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল বাতাস, নির্ম্মল জলের ধার, নির্ম্মল প্রেম, সুখও যত দূর নির্ম্মল হ'তে পারে, তাই হ'চ্ছিল। এমন সময় আমার গ্রহ-দোষে, কিম্বা সুখের একশেষ হ'লেই নাকি দুঃখ স্বভাবতঃই এসে থাকে, যে কারণেই হ'ক্, আমি কথায় কথায় পরিহাস ক'রে ব'ল্লেম "দেখ সরল! আমার পুত্র কন্যা হয় নাই, এই জন্যই পুনর্ব্বার বিবাহ ক'রে তোমা হেন অমূল্য রত্ন পেয়েছি! কিন্তু ভয় করে, যদি তুমিও পুত্রবতী না হও, তবে পাঁচ জনে মিলে আমাদের এমন প্রণয়-রাজ্যে এক ভাগীর উপর আবার আর একটী ভাগী বা জুটিয়ে দেয়; তাই বলি, এই বেলা বুঝে সুঝে চল!"

সদা। ছি ছি! এমন কথাও ব'ল্‌তে আছে?

শান্ত। ভাই ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবে, যেই এই কথাটী ব'লেছি, অম্নি সেই বিশাল চক্ষু দুটী কপালে তুলে আমার সরলা একেবারে বিহ্বলা হ'য়ে এই মার্ব্বেলের উপর প'ড়ে গেল। তখন হায় হায় করি, আর বলি কি কষ্ট! "সুখে থা'ক্তে ভূতে কিলোয়" আমার সেই দশা হ'লো যে!

সদা। তাই তো, কি বালাই! তখন ক'ল্লে কি?

শান্ত। কি আর ক'র্ব্বো ভাই! দৌড়ে গে পদ্মপাতা ক'রে জল এনে মুখে বুকে ছিটে দিতে দিতে চৈতন্য হ'লো। নিশ্বাসে বুঝ্‌লেম চৈতন্য হ'য়েছে, কিন্তু বাক্যও নাই—চেয়ে দেখাও নাই। দুদে আল্‌তা ঠোঁট দুটি শুকিয়ে গিয়ে ঈষৎ কাঁপ্‌ছে। মূর্চ্ছার সময় চ'কে জল মাত্র ছিল না, এখন দু কোণে দুটী মুক্তার ন্যায় দেখা দিলে, তার পর দু ধারে দুটী ধারা! ক্রমে দু গণ্ড দে দর দর ক'রে প্রবাহিত। সেই ধারা শতধা হ'য়ে হৃদয়ে শতেশ্বরী হারের শোভা ধারণ ক'ল্লে! কিন্তু সরলা তখন এম্নি আচ্ছন্ন—এম্নি বিবর্ণ, যে, দেখে ভয় হ'তে লা'গলো।

সদা। ভয়েরি তো কথা—

শান্ত। কিন্তু তখন যে তার চমৎকার রূপখানি দেখেছি, তেমন আর

কখনো দেখ্‌লেম না! সেই দিন ভাই নিশ্চয় জেনেছি কবিদের বর্ণনা কিছুই মিছে নয়—কিছুই বাড়ানো নয়; কেননা সরলাকে দেখে ঠিক বোধ হ'লো, যেন স্থির বিদ্যুৎ প'ড়ে র'য়েছে, কি সুকোমল স্বর্ণলতা আশ্রয়-তরু থেকে ছিন্ন হ'য়েছে!

সদা। এ বর্ণনা তো তোমার এখনকার বিদ্যা, মান ভাংতে তখন কি বিদ্যা খাটা'লে তা বল?

শান্ত। মান ভাংতে যে যে বিদ্যা চাই, তার আর কিছু বাকী রাখি নাই; ভারতচন্দ্রের মানের পালা—ঈশ্বর গুপ্তের মানের পালা, যা যা মনে এলো, সব খাটা'লেম। নিধুবাবুর মত গান গাইলেম—আপ্‌নিও গোটা দুই নূতন বেঁধে গেয়ে দিলেম, তবু ভাই বিষ উঠ্‌লো না, কেবল আকার দেখে বোধ হ'লো ভাবখানা যেন ফিরেছে।—

সদা। তবে আরো গান গাইতে হয়; গানে যেমন স্ত্রীলোক ভোলে, এমন আর কিছুতেই না!

শান্ত। সে তো গাইয়ের কর্ম্ম, আমরা কি তা পারি? তবে ভালবাসার মুখে মন্দও ভাল লাগে, এই জন্যেই যা পারি, তার আর কশুর করি নি!

সদা। তার পর?

শান্ত। তার পর আপনার ঘরাও বক্তৃতা ধ'ল্লের্ম; ব'ল্লেম "তোমার মন বুঝ্‌তেই ব'লেছি, মনের কথা তা নয়।" আবার পুনঃ পুনঃ শপথ ক'রে ব'ল্লেম, "বংশ থা'ক্, বা যা'ক্ প্রিয়ে! আর আমি বিবাহ ক'র্ব্বো না। তোমার পুত্র হয় বড় সুখ, না হয় তোমার পোষ্যপুত্র ক'রে দেব—সেই আমার বংশধর হবে—সেই আমার বিষয় রক্ষা ক'র্ব্বে।"

সদা। বোধ হয়, এই কথাতেই মান দান পেলে?

শান্ত। এতে মান পেলেম, কিন্তু মন পেলেম না!

সদা। কেন?

শান্ত। ওরে ভাই! তপ্ততেলে জল ঢেলে রাঁধুনীর যেমন বিপদ্ হয়, আমারো তাই হ'লো; সরলার দুর্জ্জয় মান প্রতপ্ত ঘৃতের ন্যায়, আমার পুত্রকামনা আর বিষয়-চিন্তারূপ জল পেয়ে একবারে দপ্

ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো! তাতে আমার হৃদয় আরো দগ্ধ হ'তে লা'গ্‌লো!

সদা। কেন? সরলার তো কটু কথার মুখ নয়, তবে তোমায় এমন কি কথা ব'ল্লে, যে, তোমার এত গাত্রদাহ হ'লো?

শান্ত। আমায় সম্ভাষণ ক'রে কোনো কথা নয়, আপনাকে আর ঈশ্বরকে সম্বোধন ক'রে যে কটী কথা ক'য়েছিল, তা জন্মে কখনো ভুল্‌বো না।

সদা। কি কথা শুনি?

শান্ত। ঠিক এই কটী কথা;—"হা নির্ব্বোধ মন! হা দুরাশা! হা সরলার সরল হৃদয়! তোমরা বিষয়-প্রেমিককে প্রেমের রক্ষক ক'রে কি সর্ব্বনাশই ক'রেছ! আ'জ্ দেখসে, তোমাদের সেই বিশ্বাসী রক্ষক বিষধর তক্ষকের ন্যায় আমার জীবনভক্ষক হ'য়ে ব'সেছে!—হা নিদারুণ বিধি! তোমার মনে এই ছিল! নিতান্ত নূতনের ভক্ত—নিতান্ত রস-শূন্য বিষয়-রসের রসিক, এমন নিষ্ঠুরের সঙ্গে নির্ব্বন্ধ ঘ'টিয়ে, নিতান্ত পতি-প্রেম-ভিকারিণী দুঃখিনী সরলার সকল সাধ—সকল সুখ নষ্ট ক'রে দিলে, তবে আর এ ছার প্রাণ রেখে ফল কি?" আহা! এই বলে আর চ'কের জলে বুক ভেসে যায়!

সদা। তা তো হবেই—বড় গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—তাতে উপকারও অনেক—

"বৃষ্টি হলে রিষ্টি যায় সৃষ্টি রক্ষা পায়।"

শান্ত। তাই হ'লো। তবে কিনা,

"—লঘু মধ্য মান নয়, তা হইলে ভাঙ্গিত কথায়।"

আসল গুরু মান—জা'ত্ সাপ। সুতরাং তার যা ঔষধ, তাই প্রয়োগ ক'ল্লে'ম; রসিক চূড়ামণি সুন্দর যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, শেষে সেই দৃষ্টান্তক্রমে, "পায় ধরি ভাঙ্গিনু কন্দল।"

সদা। আর আমিও জা'ন্‌লেম, তোমার সরলা রমণীরত্ন; যেমন রূপবতী, তেম্নি রসবতী, তেম্নি যথার্থ প্রেমবতী! ফলতঃ সুন্দরের গুণবতী বিদ্যার চেয়ে কোনো গুণে কম নন্। কিন্তু তোমার বড় গৃহিণী মহামায়া যিনি, তিনি সাক্ষাৎ মহামায়া—মায়ার পুতুল!

শান্ত। আ'জ্ তার ঘরে আমার বিশেষ নিমন্ত্রণ!

সদা। "বিশেষ" কেমন?

শান্ত। চুপি চুপি একা খেতে হবে—তুমিও নও!

সদা। তবে বুঝি দানপত্র প্রস্তুত হ'য়ে আছে!

শান্ত। কিসের দানপত্র?

সদা। তালুকের!

শান্ত। কোন্ তালুকের? কার তালুকের?

সদা। তোমার তালুকের! কোন্ তালুক তা তিনিই জানেন, কিন্তু "মানগড়েরি" হ'ক্, আর "প্রাণগড়েরি" হ'ক্, একখান তালুক যে আজ্ সই ক'রে দিতে হবে, তার আর ভুল নেই!

শান্ত। সে কি? তুমি কিছু শুনেছ না কি?

সদা। এ আর শুন্তে হবে কেন? এত যত্ন যেখানে—রুদ্ধদ্বারের মধ্যে ব'সে খাওয়ানো—হয় তো মুখে তুলেও দেওয়া হবে—সেখানে ও রকম একটা না হ'য়ে যায় না!

শান্ত। (সহাস্যে) তবু ভাল, তামাসা!

সদা। তামাসা! আচ্ছা, দেখ্‌বেন আমি মানুষ চিনি কিনা?—যাই এখন গাড়ি তৈয়ার ক'র্ত্তে বলিগে।

[প্রস্থান।

শান্ত। (স্বগত) বড় মিছেও বলে নি; সরলাকে বে ক'র্ত্তে যাবার আগে একখানি তালুক লিখে নে তবে সম্মত হ'য়েছিল। কিন্তু আ'জ্ তা নয়—আ'জ্ আর একখানা কি আছে। ভাল! আর এক-খানাই বা কি থা'ক্‌বে? মন্দই বা ভাবি কেন? থামকা শত্রুকেও মন্দ ভা'ব্‌তে নেই, এ তো অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী স্ত্রী! না, তবে এ কিছুই না—সে সব কিছুই না; এ কেবল তৃপ্তির জন্য—প্রেমের জন্য—নির্জ্জন সুখের জন্য!

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—সরলার গৃহ।

[সরলা সূচিকর্ম্মে এবং সুশীলা একখানি হস্তাক্ষর পুস্তক পাঠে নিযুক্তা]

সুশী। (পাঠান্তে) ছোট বৌ ! তুমিই ভাই সার্থক লেখা পড়া শিখেছিলে, আমাদের মিছে শেখা !

সর। কেন ঠাকুঝি ?

সুশী। কেন আর কি—আমরা কি বিষয় কর্ম্মের জন্য শিখি ? এমন ক'রে কবিতা র'চ্তে না পা'ল্লে আর মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শেখা কি ?

সর। এমন কথা ব'লো না ভাই। সকলেই কি কবিতা লিখ্বে ? বিদ্যা-শিক্ষার ফল যেটী, সেইটী হ'লেই হ'লো ; ভাল মন্দ বুঝ্বে, উচিত অনুচিত জা'ন্বে, জেনে তার মতন কাজ ক'র্ব্বে।

সুশী। তার দৃষ্টান্ত ?

সর। কেন ? দ্বেষ হিংসা ভুল্বে ; কোঁদল কচ্কচি ছা'ড়্বে ; পরের ভালতে থা'ক্বে, মন্দ ক'র্ব্বে না ; পরের যশ গাবে, নিন্দে ক'র্ব্বে না ; ঘরকর্ম্মার কিসে ভাল হয়, দেখ্বে ; যদি ছেলে মেয়ে থাকে, তাদের মানুষ ক'র্ব্বে—সুনীত্ শেখাবে ; গুরুলোককে সেবা ভক্তি ক'র্ব্বে ; আর যিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি যাতে সুখে থাকেন, একান্ত মনে তার চেষ্টা পাবে—এই সব ক'র্ত্তে পা'ল্লেই মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখা সার্থক হয়।

সুশী। তাতো বটেই, কিন্তু আবার যে যুবতী এমন ক'রে বিধাতার কাছে মনের গুপ্ত ভাবটী প্রকাশ ক'র্ত্তে পারে, তার গৌরব তো রাখ্বার স্থান নাই !—আমরি ! কি লেখাই লিখেছ ;— (পাঠ)

কমলের খেদ।

১

বালিকা কলিকা আছিনু যখন,
ভ্রমর-ঝঙ্কার-রবেতে তখন,

হ'তো না হ'তো না মন উচাটন,
অলি-সঙ্গ-আশা ছিল না।
অন্য ফুল-গত দেখিলে ভ্রমরে,
ডুবিত না মন রিশের সাগরে,
সরল-স্বভাব-সলিল উপরে,
ভাসিতাম নব ললনা!

২

মিলনেরি সুখ, বিরহ-বেদন,
প্রেম-আকিঞ্চন, যতন কেমন ;
সুধা কি গরল, তার আস্বাদন,
ভেদাভেদ-জ্ঞান ছিল না।
সে কলি ফুটিল—সৌরভ ছুটিল,
প্রিয় মধুব্রত গৌরব করিল,
প্রেম-সুধাস্বাদ-জ্ঞান সঞ্চারিল,
উপজিল সুখ-বাসনা!

৩

গিয়েছে সে দিন, সকলি নূতন,
নবভাবে, মন মগন এখন,
কাছে কাছে থাকে, সাধ সর্ব্বক্ষণ,
তিল আধ ছাড়া সহে না।
আমার রতন, আমারি রহিবে;
আমারি হৃদয়ে আসন করিবে ;
কে জানে কুমুদী ভাগিনী হইবে,
এ তাপে কি তনু দহে না?

৪

বলনা হে, বিধি! এ কেমন বিধি—
অনেকের নিধি, এক গুণ-নিধি!
তাহাতে উথলে বিষাদ-বারিধি ;
এ শুধু তোমারি ছলনা!

হায়! কেন হেন নিদয় হইলে ?
এত সুখে কেন এত দাগা দিলে ?
অবলা ব'ধিয়ে কি সুখ পাইলে ?
কি যশঃ বাড়িল বল না ?

এ তো, ভাই! কমলের খেদ নয়, সরলার খেদ বলাই উচিত!

সর। (সহাস্যে) কিন্তু সরলার আর এক মূর্ত্তি যে সুশীলা, তার জন্যে যে এমন ক'রে খেদ ক'র্ত্তে হ'লো না সেও পরম সুখ!

সুশী। সুশীলার যে খেদ আছে ভাই, তাই যথেষ্ট!

সর। অমন কথাটী ব'লো না ঠাকুর্ঝি! অবলার যত জ্বালাই থা'ক্, এর কাছে কিছুই নয়! তোমার পতি না হয় এক্‌টু অরসিক।

সুশী। এক্‌টু ?

সর। ভাল না হয়, খুব অরসিক—না হয় লেখা পড়াও অল্প জানে।

সুশী। জানে ?

সর। না হয় জানেই না—আর না হয়, দেখ্‌তেও তত সুন্দর নয়।

সুশী। তত ?

সর। না হয় সে কুৎসিত, অরসিক, মূর্খ; এ বৈ তো আর কিছু না! কিন্তু সে তো "তোমারি!"

সুশী। তাই বা কেমন ক'রে ? আমারি কি সতিন নেই ?

সর। বালাই!—রোগ ডেকে আন নাকি ?

সুশী। কেন? ডেকে আন্‌বো কেন? আমার সতিন আছে, তা কি তুমি জান না ?

সর। ওমা! সে কি? তোমার আবার সতিন কে ?

সুশী। কেন—"গুলির আড্ডা!"

সর। এই সতিন! তবু ভাল! সতিনের নাম শুনে আমি আর ছিলুম না!

সুশী। কেন ভাই! উড়িয়ে দেও কেন? সেই কি আমার সামান্য সতিন! তোমার বা কি! তোমার সতিন তো পালার দিন সারারা'ত্ ছেড়ে দেয়, আমার সতিন যে প্রতিদিন সারারা'ত্‌টী রেখে কেবল ভোরের বেলা আমার কাছে ঘুমুতে ছেড়ে দেয়! —ভাগীদারের কাছে, তুমি তবু সমান ভাগ পাও, বরং পাইটে

পোন্‌টা বেশী—কেননা, দিনের বেলা দাদা প্রায় তোমারি—আমার যে আনা ছেড়ে কড়াক্রান্তিতে ঠেকেছে !

সর। কেন, দিনের বেলা ঠাকুরজামাই তো আর বেরোন না।

সুশী। বেরোন না, ঝিমোন !

সর। ঝিমোন কি ?

সুশী। দেখনি ?—হুঁকো হাতে ক'রে ব'সে কেবল ঝিমুনি—দেখে গা জ'লে যায়—কেমন ধারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাউনি—গেঙিয়ে গেঙিয়ে কথা—চ'কে যেন কালী ঢেলে দেছে—ঠোঁট দুটী যেন পুড়ে গেছে—নীচের ঠোঁট উল্‌টে যা'চ্ছে—সকল মুখ তেল চুক্ চুক্ ক'র্চ্ছে—পোড়া কপাল ! পোড়া কপাল !

সর। আমি আরো বলি, তোমার যত্নে ঠাকুরজামাই এখন সুধ্‌রেছেন।

সুশী। সুধ্‌রেছেন আমার মাথা—তখন দিনে রেতে পাকা খেতেন ; এখন দিনে কাঁচা, রেতে পাকা—সোধ্‌রাবার মধ্যে এই !

সর। পাকা কাঁচা কি লো ?

সুশী। তাও বুঝি জান না ?—সাত জন্মে যেন জা'স্তেও হয় না !—তবে বলি শোনো। কথকের কথা শুনেছ তো ?

সর। সে কথা এলো কেন ?

সুশী। বলি, আর বৎসর মানগড়ের বাড়ীতে মা যে কথা দিছ্‌লেন তা তো শুনেছিলে ?

সর। হ্যাঁ।

সুশী। যে দিন সমুদ্র-মন্থনের পালা হয়, সে দিন তো ছিলে ?

সর। ছিলেম।

সুশী। যখন শ্রীকৃষ্ণ মোহিনীবেশে দৈত্যদের কাছ থেকে অমৃত এনে দেবতাদের বেঁটে দেন, তখন এক দৈত্য ছদ্মবেশে সেই অমৃত খেয়েছিল ; এ কথা মনে আছে তো ?

সর। আছে।

সুশী। তখন চক্রপাণি চক্র দে সেই দৈত্যকে কেটে দুখণ্ড করেন, বটে তো ?

সর। হ্যাঁ।

সুশী। তার এক খণ্ডের নাম ?

সর। রাহু।

সুশী। আর এক খণ্ডের নাম ?

সর। কেতু।

সুশী। সেই এক রাহু দুটো হ'য়ে যেমন জগতের নানান্ খানা অমঙ্গল ঘটা'চ্চে, এই পোড়া দেশে তেম্নি এক আফিং দুই মূর্ত্তি ধ'রে সর্ব্বনাশ ক'র্চ্চে! ব'ল্তে ঘৃণাও করে, পেয়ারার পাতা, গোলাপের পাপ্ড়ি, কি পানের সঙ্গে ভাজা হ'য়ে যে মূর্ত্তিটী হন, তিনিই "পাকা"—তাঁর ডাক নাম "গুলি!" আর যে মূর্ত্তিতে ভাজা টাজা না হ'য়ে অম্নিই থাকেন, তিনিই কাঁচা—তাঁর ডাক নাম "আফিং!"—এখন বুঝ্লে তো ?

সর। ছি ছি ছি! ঠাকুরজামা'র যে এত নীচ প্রবৃত্তি, তা আমি জা'ন্তেম না। এমন সরল লোকের এমন গরল খাওয়া বড় দুঃখের কথা। আ'জ্ তাঁরে খুব তিরস্কার ক'র্ব্বো—যাতে এ কাজ ছেড়ে দেন, তার চেষ্টা পেতে হবে—আপনি পারি, বা তোমার দাদাকে দে পারি, নিবারণ ক'র্ত্তেই হবে।

সুশী। (সহাস্যে) ছোট বৌ! গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় একটা গান গায়, যে,—

"বল বল আবার বল ;
ভাল কথার মিছেও ভাল!"

তেম্নি আ'জ্ তোমার মুখে মিছামিছি একটা ভাল কথা শুনেও মনটা অনেক ভাল হ'লো!—যা'ক্ সে কথায় আর কাজ নেই—এখন দেখি, তুমি আর কিছু নূতন লিখেছ কিনা ?—(দৃষ্টি পূর্ব্বক) এই যে আবার একটী কবিতা—

সর। (সহাস্যে) কবিতা নয়, ভাই, উটী গান।

সুশী। (দেখিয়া) গানই তো বটে।—বা! বা! গান বাঁ'ধ্তেও যে শিখেছ! কার কাছে শিখ্লি ভাই ?

সর। কে আর শেখাবে ভাই, আপনার কথা আপনিই যুড়ে তেড়ে নিয়েছি!

সুশী। সুর পেলে কোথা ?

সর। কেন? আমাদের বামুনঠা'কৃরুণের কাছে।

সুশী। আহা! বামুনঠা'কৃরুণ কি মিষ্ট গায় ভাই! যেন মধু ঢেলে দেয়! মেয়ে মান্‌ষে যে এমন গাইতে পারে, তা আমি জা'ন্তেম না—যেন শেখা বিদ্যা!

সর। শেখাই তো।

সুশী। গৃহস্থের মেয়ে, কার কাছে শিখ্‌লে ভাই?

সর। কেন? ওর স্বামীর কাছে।

সুশী। ওর স্বামী এখন কোথায়?

সর। আহা! ঐ দুঃখেই তো মরে। সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে র'য়েছে—আছে কি নেই—তার কোনো ঠিকানাই পায় না।

সুশী। সে কি হঠাৎ বিবাগী হ'য়ে গেছে, না আর কোনো কারণ আছে?

সর। না, বিবাগী না, আপন ইচ্ছাতেও নয়, বড় বিপদে প'ড়েই ছাড়াছাড়ি।

সুশী। কি বিপদ?

সর। ওর স্বামী ওরে নিয়ে পশ্চিমে ছিল। সেখানে ভাল চাকরী ক'র্ত্তো। বলে বড় সৌখিন পুরুষ, নিজেও গানবাজনা শিখ্‌তো ওরেও শেখাতো। তার পর যখন সেপাইয়ের হেঙ্গামা উঠ্‌লো—সেই যে একবার চা'র্‌দিকে সেপাই টেপাই খেপে উঠে কত ইংরেজ, কত বিবীকে কেটে ফেলেছিল শোনা গেছে—যারে বলে "সেপাই বিদ্রোহ"—সেই হেঙ্গামাতে ওর স্বামীকে তারা ধ'রে নিয়ে গেল, আর ওর বাড়ী ঘর লুট্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে। ও তখন করে কি; জা'ত্‌ মানের ভয়ে ওর সেদেশী একজন চাকরাণী ছিল, তারির পোষাক প'রে তারির সঙ্গে পালিয়ে গেল। বলে, তিন চা'র্‌ দিন জনারের ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে ছিলেম।

সুশী। ঈস্‌! শুনেই যার বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে, ও যে বেঁচে ছিল এই তারিপ। তার পর কি হ'লো?

সর। তার পর, এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ওর দুঃখ দেখে, দয়া ক'রে ওরে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে রেখে যান। সেখানে নাকি অত গোল ছিল না, আর বাঙালীও অনেক। প্রায় দুই তিন বছর সেই কাশীতেই থাকে। পরের বাড়ী ভাত রেঁধে, কিছু সঙ্গতি ক'রে দেশে এলো।

এসে দেখে, পৃথিবীর মধ্যে যারা আপনার ব'লতে ছিল, তারা আর কেউ নেই।

সুশী। কারা ছিল ?

সর। এক মা, আর একটি ছোট ব'ন্;—মা মাগী ম'রে গেছে, ছোট ব'ন্‌টীর কোন্ বড় মান্‌ষের ঘরে বে হ'য়েছে।

সুশী। তবে সেখানেই কেন গেল না ?

সর। যাবে কি, ওর ব'ন্ ওরে চেনে না—আর ও তো তারে কচি দেখে গেছে।

সুশী। পরিচয় দিলেই তো হ'তো ?

সর। বলে, কুটুম্ববাড়ী গে থা'ক্তে লজ্জা করে।

সুশী। বাড়ী কোথায় ?

সর। ওর এত কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'র্চ্ছিস্ ঠাকুর্ঝি ?

সুশী। কারণ আছে, বলনা ওর বাড়ী কোথা ?

সর। শান্তিপুর।

সুশী। এখানে জুটলো কেমন ক'রে ?

সর। সদারং বাবুর পিসীও পশ্চিমে থা'ক্তেন কিনা, তাই তাঁর সঙ্গে কিরূপ জানা শুনা ছিল। তিনি তাঁর গুরুর বাড়ী শান্তিপুরে গে ওরে দেখ্‌তে পান। ওর দুঃখ শুনে সঙ্গে ক'রে এনে বাবুকে ব'লে ক'য়ে রাখিয়ে দেছেন।

সুশী। তিনি অবশ্য ওরে ভাল জেনেই এনেছেন ?

সর। ওর সুখ্যাতির সময়, তাঁর এক মুখ ঘুচে শত মুখ হয়।

সুশী। আমিও দেখ্‌ছি, লোকটী বড় ভাল—মনটী খুব সাদা—এত ক্লেশ তবু সদাই হাস্যমুখ। আবার হা'সবার সময় মুখের আদলখানি ঠিক তোমার মতন দেখায়।—ভাল, ছোট বৌ! তোমারও না বাপের বাড়ী শান্তিপুর ?

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হাঁ্যা ভাই, এক কালে ছিল বটে !

সুশী। ভাল! তোমার এক দিদীও না তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওদেশে ছিলেন ? তার পর দুজনেই না নিরুদ্দেশ হন ?

সর। ওরে ভাই! তুমি যা ব'ল্‌বে, তা কি আমি ভাবিনি ; ওর কাহিনী আর আমার মেজ্‌দিদীর কাহিনী—যা মার মুখে শুনেছি—তাতে

এক চুলও তফাত নেই। সেই জন্যেই তো ক দিন ঘেঁটিয়ে ঘেঁটিয়ে সব শুনচি। কিন্তু নামে নামে মেলে কৈ?

সুশী। তাঁর কি নাম ছিল?

সর। তাঁর নাম ছিল "তরলা।" মা ব'লতেন ছেলেবেলা মেজ্‌দিদী আমার বড় অভিমানিনী ছিলেন—কথায় কথায় চ'কের জলে বুক ভেসে যেতো, তাই বাবা সাধ ক'রে নাম রেখেছিলেন "তরলা!" তার পর আমি হ'লে আমার নাম "তরলার" মিল "সরলা" রা'খ্‌লেন।

সুশী। যদি নাম ভাঁড়িয়ে থাকে?—বাপের নাম কেন জিজ্ঞাসা ক'ল্লে না?

সর। তাও মেলে না!

সুশী। আমার তো বেস ঠাহর হ'চ্ছে, নাম ভাঁড়িয়েছে!

সর। ভাঁড়া'ক্ আর যা করুক্, আমি সহজেই ওরে যে ভালবেসেছি, আর যে মান্য করি, আমার সেই দিদী হ'লেও এর বেশী হ'তো না!

সুশী। তুমি কারেই বা না ভালবাস? কারেই বা না মান্য কর?

সর। তা নয় ভাই! ওরে যে আমি কি চক্ষে দেখেছি, তা ব'ল্‌তে পারিনে;—আমি কা'ল্ থেকে ওর রান্নার চাকরী ছাড়িয়েছি—আপনার যেমন সাধ্য, তার মতন দু এক খানা কাপড় চোপড় দিয়েছি—আ'জ্ আবার দু চা'র্‌খানা গয়না প'রিয়ে, চুলটী বেঁধে, টিপ্‌টী কেটে, মুখখানি তুলে যেমন দেখ্‌লেম, অম্নি ফিক্ ক'রে হা'স্‌লে, দেখে বড় সুখ হ'লো, কিন্তু তখনি অম্নি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে, তাতে বড় দুঃখ হ'লো!

সুশী। রান্নার চাকরী ছাড়িয়েছ বেস করেছ, কিন্তু দাদাকে ব'লে ক'ল্লে না কেন? বড় বৌ পাছে বেজার হন, সেই ভয়।

সর। তাঁরে না ব'লে কি ক'রেছি? সেদিন রাত্রে বেস ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেম, যে, নূতন ব্রাহ্মণীটী বড় ভাল, সে যে কাজ ক'র্ত্তে এসেছে তার যোগ্য নয়—তার চেয়ে উঁচু লোক;—তার এমন গুণ আছে—সে কারিকুরী গান বাজনা বেস জানে, আমার ইচ্ছে, তারে আর রাঁধুনী না রেখে আমার প্রিয়সঙ্গিনী করি।

সুশী। তাতে দাদা কি ব'ল্লেন?

সর। তাঁর যেমন কথা জানই তো—

সুশী। হ্যাঁ! বুঝিছি! তিনি আর কি ব'ল্‌বেন? ব'ল্লেন;—"সরলার যায় মত শান্তচৌধুরীর সাধ্য কি তায় অমত করেন?" কেমন এই না?

সর। ভেলা! ভেলা! ভেলা! অবাক ক'ল্লে ভাই! ভা'য়ের ব'ন্ কিনা, সকল তাতেই রং! সে যা হ'ক্ গে, এস ভাই, আ'জ্ থেকে ব্রাহ্মণীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদ গান বাজনা করা যা'ক্।

সুশী। তবে ডাকাও। তোমার নিজের বাঁধা এই গানটী দিয়েই সুরু করা যা'ক্। আগে তো প'ড়ে দেখি, গানটাই কি? (পাঠ)

চাতকিনীর আক্ষেপ গীত।

রাগিণী পিলুবারোঁয়া।—তাল ঢিমা তেতালা।

না চাহিতে নীর, অকালে উদয় কান্ত—নব নীরধর।
নিরখিয়ে চাতকিনীর প্রফুল্ল অন্তর॥
প্রেমানন্দে চমকিত, আশাতে বিমোহিত,
সুখাবেশে সকম্পিত, অঙ্গ থর থর! ১॥

হেন কালে, হায়! হায়! প্রলয়-ঋতু-প্রায়,
প্রবল পবন তায়, করিল অন্তর! ২॥

এ গানের মানে তো বুঝ্‌লেমও বটে, বুঝ্‌লেমও না।

সর। যত দূর বুঝেছ, সেই ভাল!

সুশী। তা হবে না, ভেঙে ব'ল্‌তে হবে।

সর। লজ্জা করে যে!

সুশী। আমার কাছে তোমার লজ্জা! এই বুঝি ভালবাসা?

সর। তবে ব'ল্‌তেই হ'লো;—কা'ল্ রাত্রে, ভাই, এক কাণ্ড হ'য়ে গেছে;—কা'ল্ তো ও ঘরের পালা, আমি একা, তবু অনেক রা'ত্ পর্য্যন্ত ঘুমুইনি। যে কবিতাটা আগে প'ড়্লে, ঐটে লিখ্‌ছি ব'সে, এমন সময় বারাণ্ডায় তাঁর মতন পার শব্দ শুনে চ'ম্‌কে উঠ্‌লেম। উঠে গিয়ে সাসীদে দেখি, তিনিই বটেন, এই ঘরের দিগেই আ'স্‌ছেন—

সুশী। তাই বুঝি—"না চাহিতে নীর, অকালে উদয় কান্ত নব নীরধর!"

সর। (সহাস্যে) শেষটা শোনো আগে;—দেখ্‌লেম, ঠিক যেন ঘুমুতে ঘুমুতে আ'স্‌ছেন!

সুশী। সাসীদে, রেতের বেলা, এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি!

সর। বারাণ্ডায় সারি সারি লাণ্ঠন জ্ব'ল্‌ছে, দেখ্‌বার ভাবনা কি? দেখে, দৌড়ে দোর খুল্‌তে যাই আর কি, এমন সময় দেখি, দিদী এসে তাঁর হাত ধ'রে ফিরিয়ে নে গেলেন! ঠিক্ বুঝ্‌তে পা'র্ল্লে'ম না, রাগ ক'রে এসেছিলেন, কি লুকিয়ে আ'স্‌ছিলেন!

সুশী। রাগ ক'রেই আ'স্‌ছিলেন।

সর। না, তা হ'লে হাত ধর্ব্বামাত্রই যেতেন না—আমার বোধ হয় লুকিয়ে আসা! তা দিদী খুব সজাগ্ কিনা, অম্নি টের পেয়ে ধ'রে নে গেলেন। আহা! না জানি তার পর কত গঞ্জনাই পেয়েছেন!

সুশী। তাই বুঝি "হেন কালে হায় হায়, প্রলয় ঋতু প্রায়, প্রবল পবন তায়, করিল অন্তর!" খাসা বেঁধেছ।

সর। বাঁ'ধ্‌লেম আর কি ভাই, ভাব দেখে ঐ ভাবের কথা আপনিই এসে যোগালো, লিখে রাখ্‌লেম। সকাল বেলা চন্দ্র দেখ্‌তে পেয়ে একটা সুরের সঙ্গে মিল্ জুল ক'রে নে গাইলে।

সুশী। ব্রাহ্মণীর নাম বুঝি চন্দ্রমণি?

সর। না চন্দ্রকলা।

সুশী। ও বুঝি লেখাপড়াও জানে?

সর। বেস জানে।

সুশী। তাই তো ভাই, চন্দ্রকলা যে যথার্থ ই শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন আমাদের কাছে বা'ড়্‌তে লা'গ্‌লো!

সর। আমি তারে কা'ল্ অবধি চন্দ্রদিদী ব'লে ডা'ক্‌ছি।

সুশী। তবে তো দাদার আবার পালা খাটনী বেড়ে গেল!

সর। কেন ব'ন্, তোমাকেও তো তুসন্ধ্যা দিদী আর ব'ন্ ব'লে থাকি, তাতে যদি তাঁর পালা খাটা বেড়ে থাকে, তবে এতেও বা'ড়্‌বে!

সুশী। এবার ভাই আপনার কথায় আপনিই ঠকেছি—আপনিই স্বীকার ক'র্চ্ছি, হেরে গেলেম—ভাল এর শোধ নেব!

সর। ঐ আমার চন্দ্রদিদী আ'স্‌ছেন—

সুশী। আমিও তবে দিদী ব'লে ডা'ক্‌বো।

[চন্দ্রকলার প্রবেশ]

এস, দিদি এস। (উঠিয়া হস্তধারণ)

সর। এস দিদি এস, তোমায় দেখ্‌লেই প্রাণ যুড়োয়!

চন্দ্র। (স্বগত) আ! এ আহ্লাদ রাখি কোথা!

স্থশী। ও কি? চ'কে জল?

চন্দ্র। (অশ্রু মুছিয়া) না দিদি, তা নয়, এ আহ্লাদের জল!

স্থশী। (সরলার প্রতি) ও কি? তোমার চ'কও যে ছল ছল?

সর। কারোর আহ্লাদ দেখ্‌লে কি আহ্লাদ হয় না?

স্থশী। চন্দ্র দিদি! ওসব কথা থা'ক্, এই গানটা ভাই আগে গাও তো। (পুস্তক দান এবং চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক ঐ গীত গাওয়া)

[গান সমাপ্তি কালে নটবরের প্রবেশ]

নট। বা! বা! বেস হ'চ্চে! কি আশ্চজ্জি! মেয়ে মা'ন্‌ষে গান গা'চ্চে!

স্থশী। (জনান্তিকে) এই এলেন হাড় জ্বা'লাতে।

সর। কেন ঠাকুরজামাই, এতে আর দোষ কি?

নট। দোষ কি? তবে যাও ঝুমুরের দল কর গে!

সর। ঝুমুর কি ঠাকুরজামাই?

নট। তাও আ'জো জান না? তবে দেখ, (উরুদেশের ছুই পার্শ্বে চাপড়-বাদ্যপূর্ব্বক) এই ঝাঁ, ঝাঁ, ঝ্যানর, ঝ্যানর, ঝ্যানর, ঝ্যানর ঝাঁ! ঝ্যানর ঝ্যানর ঝাঁ! ঝ্যানর ঝ্যানর ঝাঁ! এম্নি ক'রে বাগ্‌দী খুলী খোল বাজাবে, তোমরা সেই সঙ্গে তালে তালে না'চ্‌বে, আর এম্নি ক'রে চিতেন মা'র্ব্বে;—(দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

"আমার ভাগ্যে ওমা ছুগগে জেগে ঘুমিও না!"

"কিস্ কিসিন্দে কিসের কথা, আর কথা মনে এলো না।"

(মুখে অঞ্চল দানপূর্ব্বক সরলা ও চন্দ্রকলার হাস্য)

স্থশী। ছি, ছি, ছি, গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

সর। ছি ঠাকুরজামাই! আমাদের কাছে কি অমন ক'রে অসভ্যতা ক'র্ত্তে হয়?

নট। এ কি অসভ্যতা ? তবে রসিকতা কারে বল ? আমি যার এই সব রকম সকম দেখিয়ে নোকগুনোকে হাসিয়ে মারি ; এই সব রকমে আড্ডায় কত বাহবা পাই—আমায় যার তারা "রসিক নটবর" ব'লে ডাকে !

সর। তুমি আর আড্ডায় মাড্ডায় যেও না মেনে।

নট। যাব না তো কোথায় যাব—বেম্মসভায় যাব বুঝি ? হা ! হা ! হা !

সর। তাই তো প্রার্থনা !

নট। বেস ব'লেছ ! তোমার কথায় বাপ পিতোমোর নাম ডুবুই—বাম্‌নাই ছেড়ে মোগ্‌লাই ধরি—তা হ'লেই হয় আর কি ?

সর। এতে যে তোমার নিন্দে হয়।

নট। নিন্দে করে কে ?

সর। সকলেই করে—ঠাকুর্ঝিও কত কাঁদে।

নট। উনি এম্নি নেমোখারামই বটে ; আমি নাকি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান হ'য়ে কুল ভেঙে ওঁরে বে ক'রেছি, আর ওঁর জন্যে নাকি কত নোকের কত সাধা পাড়াতেও আর বে কল্লুম না, তাই ওঁর এত গ্যাদা ! তবে দেখ্‌বে মজা—দেখ্‌বে একবার বেরিয়ে গে কটা বে ক'রে আস্‌তে পারি ?

সর। না, না, আমার মাথা খাও, ও কথাটী ব'লো না। ঠাকুর্ঝি তোমায় যে ভালবাসে, তাতে কি আর ও নাম ক'র্ত্তে আছে ?

নট। (সহাস্যে) তা অধ'ম্মে কথা ব'ল্‌বো না—সেবা ভক্তিটী করে বটে !

সর। তবে ?

নট। তা, আমি বুঝি ভালবাসিনে ?

সর। তুমি যদি ভালবা'স্‌তে, তা হ'লে ওঁর কথাও শুন্তে।

নট। আবার কেমন ক'রে শুন্তে হয় ? ওঁর কথাতেই তো দিনের বেলা এত হাই ওঠে, তবু যাইনে !

সর। শুধু হাই—আবার না কি ঝিমোও ?

নট। তা একটু ঘুমবো না—রেতে জা'গ্‌বো, দিনেও জাগ্‌বো ?

সর। রেতেই বা জাগ কেন ? না বেরুলেই তো হয় ?

নট। আমি তো ওঁর দাদার গমস্তা নই, যে, এত নিকেশ দেব! আমার খুসি!—উঃ! কি আল্লাদ রে! দিনে থাক, আবার রেতে থাক—পায়ের ঘুমুর হ'য়ে থাক—তোড় জোড় হ'য়ে থাক—চাট্টি খেতে দেন ব'লে একেবারে গোলাম হ'য়ে থাক! আমি যেমন একটীকে নে আছি, কুলীনের ছেলে হ'য়ে এমন কোন্ শালা থাকে বল দেখি?—তারে শালা ব'লে ব'ল্‌ছি—সাত বছরে শ্বশুর-বাড়ী একবার মাড়ায় না!

সর। ঠাকুরজামাই! রাগ ক'রো না, আমি ভাল ভেবেই ব'ল্‌ছি—ঠাকুর্ঝিও তোমার ভালর জন্যে বলে। এই দেখ দেখি সে দিন কাঁচের গ্লাসের উপর প'ড়ে গে, গা কেটে সারা হ'লে! আহা! স্বামীর এ দশা দেখেও কি স্ত্রীর মনে দুঃখ হয় না গা? স্বামী যে কি পদার্থ, তা সাধ্বী স্ত্রী বৈ আর কে জা'ন্‌বে?

নট। ছোট বৌ! আমি তোমায় ভালবাসি ব'লেই এত বরদাস্ত ক'চ্ছি; নইলে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান নটবর মুখুয্যেকে এমন শক্ত শক্ত কথা বলে কার সাধ্যি?

সর। কেন, আমি তোমাকে কি শক্ত কথা ব'ল্লেম?

নট। ব'ল্লেনা? "মাগের পদাত্ব" ব'ল্লে, আবার শক্ত কথা কারে বলে? আমি যেন "বোদোদয়" বই পড়িনি, যে, "পদাত্ব" কাকে বলে বুজ্‌তে পারিনে!

সর। কারে বলে বল দেখি?

নট। কেন, জন্তুকে বলে—তবে বুঝি আমি তোমার ঠাকুর্ঝির জন্তু?

সর। (স্বগত) বড় মিছেও নয়! (প্রকাশে) তা হ'লেই বা—আর কারুর তো নও—শয্যাগুরুর, তায় দোষ কি?

নট। ছি! ছি! আর তোমার সঙ্গে কথা কব না; আবার তুমি ওরে আমার "গুরু" ক'রে দিচ্ছ? ও গুরুনোক, না আমি গুরুনোক? এই বুঝি তোমার বিদ্যে হ'য়েছে—ইইতিই বুঝি সবাই তোমায় ভাল বলে!

সর। (সহাস্যে) ঠাকুরজামাই! রাগ ক'রো না, আমি তামাসা ক'র্চ্ছি! তোমার সঙ্গে যে আমার ঠাট্টা কর্ব্বার সম্পর্ক, তা কি জান না?

নট। তবে আমিও ঠাট্টা করি?

সর। কর না কেন?—আমোদের কথায় কে না আমোদ করে?

সুশী। (জনান্তিকে) ওরে না না! এখনি কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেল্‌বে!

সর। (জনান্তিকে) কি বলে, শোনাই যা'ক্ না।

নট। আ! ছোট বৌর কি মিষ্টি কথা—যেন গোলাপী জাম্ব! সেই জাম্ব দে, ঠাট্টার খোলায় কড়া কড়া ক'রে আমায় ভা'জ্‌ছেন, তবে তো মজা "গুলি" পা'চ্ছেন! (সকলের হাস্য)

সুশী। ছি! ছি! ছি!

সর। (জনান্তিকে) এ কথা উড়িয়ে দিই। (নটবরের প্রতি) ভাল ঠাকুরজামাই! তুমি ছেলেমানুষ নও—এত বড় সোমত্ত মিন্‌ষে—তবে কেমন ক'রে সে দিন প'ড়ে গেলে?

নট। কেমন ক'রে দেখ্‌বে? এই এম্নি ক'রে, উবু হ'য়ে খাটের ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছি আর ঝিমুচ্ছি; ঝিমুতে ঝিমুতে বাঞ্চৎ মাথাটা ঝুঁকে ঝুঁকে এত নীচে প'ড়ে গেল, যে, আর সাম্‌লাতে পাল্লুম না, একেবারে এমিন্ ধারা (প্রদর্শন) ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে প'ড়ে গেলুম।

সুশী। ছোট বৌ! আমি আর সইতে পারিনে—আর আমি এখানে থা'ক্তে চাইনে—

[চাঁপার প্রবেশ]

চাঁপা। ছোট মা! এখানে রঙ্গ ক'চ্ছো কি? বাবুর ভারি ব্যামো হ'য়েছে—কা'ল্ রা'ত্ থেকে মাথার কামড়ে একেবারে খুন হ'য়ে যা'চ্চেন—কত ডাক্তার, কত ক'ব্‌রেজ আ'স্‌ছে; দেওয়ানজী আর সদারং বাবু কত অষুদ খাওয়াচ্চেন—কত বেলেস্তারা দিচ্ছেন, কিছুতেই কিছু হ'চ্চে না।

সর। সে কি?—(দ্রুত প্রস্থান)

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

নয়শো রূপেয়া

[শিশিরকুমার ঘোষ]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। রঞ্জন আসীন।

রঞ্জন। সরলা! সরলা! বাহিরে এসো। সরলা! সরলা! (সরলার বাহিরে আগমন।) এখন আর তোমাকে দশবার না ডাকিলে পাওয়া যায় না। হয়েছে কি?

সরলা। কম্ফর্টার বুনিতে শিখে কি হবে? আমাকে পিরাণ শেলাই করিতে শিখাও।

রঞ্জন। তুমিত বল্লে শিখাও, আমি নিজে আগে শিখি।

সরলা। ছোটকাকা বল্লেন যে ও সমুদায় বিলাতি সামগ্রী শিখিয়া কি হবে? পিরাণ শিঙ্গাইতে শিখিলে কাজে লাগিবে।

রঞ্জন। সে ঠিক কথা। আচ্ছা তোমাকে শিখাইতে আমি শিখিব। আমি দু এক দিনের মধ্যেই যাইব। তাই তোমাকে পড়া দিয়া যাব।

সরলা। কেন, তুমি কোথায় যাবে? আমার বড় শিখ্‌তে ইচ্ছা করে।

রঞ্জন। আমারও তোমাকে বড় শিখাইতে ইচ্ছা করে। দেখ না, আমার আর কোন কাজ নাই। তোমার যে বয়স ইহাতে তুমি যাহা শিখিয়াছ সেই খুব আশ্চর্য্য। আমার জীবনের সাধ যে তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল করিব।

সরলা। তা পারবে না, পারবে না। দেখ, শশীর মা আমার চেয়ে কত বেশী জানেন। সব শক্ত কথার মানে বল্‌তে পারেন।

রঞ্জন। কিন্তু তিনি তোমা চেয়ে কত বড়। আমি আরো তোমাকে পড়াইতে পারি, কিন্তু তুমি এখন বড় হয়েছ যেন লজ্জা লজ্জা করে।

সরলা। রঞ্জন দাদা, ঠিক কথা, আমারও এখন আস্‌তে কেমন ধারা করে।

রঞ্জন। আমি যে তোমাকে এরূপ করে পড়াই, ইহাতে তোমার মা বাপ ত মনে মনে রাগ করেন না ?

সরলা। ছোটকাকার ইচ্ছা আমি খুব লেখাপড়া শিখি। আর তিনি বাবাকে বুঝান যে আমি লেখাপড়া শিখিলে তাঁর ভাল হবে।

রঞ্জন। অর্থাৎ তোমাকে খুব অধিক দরে বিক্রি করিতে পারিবেন ? সরলা, আমি চলিলাম। আমি বড় দুঃখে, আমি তোমাকে যেমন পড়াইতেছি এমনি চিরকাল পড়াতে পারি তবে আমার দুঃখ যায়।

সরলা। তুমি কবে আসিবে ?

রঞ্জন। তা বলিতে পারি না, শ্রীভগবান জানেন। আমি গেলে তুমি কি পড়িবে ?

সরলা। ঠাকুর পূজা করিব।

রঞ্জন। তোমার সেই চিত্রপট ?

সরলা। তারে চিত্রপট বলো না। তিনি কেমন চেয়ে থাকেন, যেন হাসেন।

রঞ্জন। আচ্ছা, তুমি কিরূপে পূজা কর বল দেখি ?

সরলা। তা বল্‌বো কেন ?

রঞ্জন। তবু শুনি ? চুপ কর্‌লে যে, বল না ?

সরলা। পূজা কি আমি জানি ? শঙ্খ বাজাই, ঘণ্টা বাজাই, আর ফুল দেই, আর প্রণাম করি।

রঞ্জন। দেখ তুমি পূজা করিতে ভাল বাসো জানিয়া আমি তোমার জন্যে একটী স্তব লিখিয়া আনিয়াছি, ইহাই পড়িয়া পূজা করিও।

সরলা। কই দেখি।

(স্তব হস্তে প্রদান ও সরলা পড়িতে উদ্যত।)

রঞ্জন। এখন উহা পড়ো না, বেশ স্পষ্ট করিয়া লেখা, পূজার সময় ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিও। আচ্ছা তুমি যে এরূপ আপন মনে বেড়াইয়া বেড়াও, কাজ কর্ম্ম কর না, ইহাতে তোমার মা বাপ বকেন না ?

সরলা। কিচ্ছু বলেন না, কেবল রোদ না লাগাই, আর আমার বর্ণ ময়লা না করি, তাই শাসন করেন। ঐ ছোটকাকা আস্‌ছেন।

(গাঁজার হুঁকা হাতে সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। (স্বগত) লব্ কচ্ছো, বেশ! বেশ! বেশ! একটী নায়ক ও নায়িকা হলো, এখন দিব্য একখানা নাটক হয়। (প্রকাশ্যে) বলি রঞ্জন মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া কি লাভ হয়?

রঞ্জন। বল্‌বো? রাগ করবেন না ত?

সাতুলাল। বলো না বাবা, আমার কি রাগ আছে, আমি আমার পঞ্চেন্দ্রিয় শ্রীমতী গঞ্জিকাদেবীর পাদপদ্মে বলিদান করিয়াছি।

রঞ্জন। আর একটী কথা বলবো?

সাতু। বলো না।

রঞ্জন। আপনি গাঁজা খান কেন?

সাতু। গাঁ—জা—খা—ই—কে—ন? এ বিষম সমস্যা। খাবো না কেন? গাঁজা খেয়ে বেশ আছি। তোমরা আমাকে ঘৃণা কর, তায় কি? আমি তোমাদের ভক্তি করি। হি! হি! গাঁজা খাই বলে বেঠিক পাবে না, বাবা। আমার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, মিথ্যা কথা বলি না, কাহাকে যন্ত্রণা দিই না, সাধ্যমত লোকের উপকার করি, খেলাম বা একটু গাঁজা? এখন বল বাপ, মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে কি হয়?

রঞ্জন। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে অধিক দরে বিক্রী হয়।

সাতু। হি! হি! হি! বুঝলেম্, তা তোমার এই ঠেশ বাক্যের পরিশোধ আমি লইব। শুন রঞ্জন, আমি প্রচারক হইব।

রঞ্জন। কি প্রচারক? ব্রাহ্ম প্রচারক?

সাতু। তা না, আমি "ব্রাহ্মণবংশ অধঃপতন" এই ধুয়া তুলিয়া দেশে দেশে বেড়াইব। কিন্তু দুঃখের মধ্যে আমার বক্তৃতা আইসে না।

রঞ্জন। অভ্যাস করুন, ক্রমে পারিবেন।

সাতু। উত্তম পরামর্শ, তবে এখনই অভ্যাস করি। তোমরা আমার শ্রোতা হও, আর আমি বক্তৃতা আরম্ভ করি। (কয়েক খান ইষ্টক সাজাইয়া তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত তুলিয়া) হে বন্ধুগণ! হে ভ্রাতৃগণ! হে—(সরলার গমনোদ্যোগ) সরলা, যাইস্ না, দাঁড়াইয়া শোন্। আর যেখানে আমার কথা ভাল লাগে সেখানে আনন্দধ্বনি করবি, অর্থাৎ হাতে মুহুর্ম্মুহু তালি দিবি। হে

ব্রাহ্মণগণ! তোমরা গেলে, গেলে, গেলে। কোথা গেলে? মক্কায় না; কাশীতে না; বৃন্দাবনে না; তবে—তবে—

রঞ্জন। অধঃপাতে।

সাতু। ঠিক! অধঃপাতে। তোমাদের এদিকে মেয়ের বিয়া হয় না, এদিকে ছেলের বিয়ে হয় না, তবে ব্রাহ্মণবংশ রক্ষা পাবে কি করে? (রঞ্জনের করতালি।) অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! ধিক্! শত ধিক্—(ইষ্টক সরিয়া সাতুলালের মৃত্তিকায় পতন, এবং রঞ্জন সাতুলালকে ধরিয়া উত্তোলন।) বাপ্‌রে মলুম, হে ঈশ্বর! আমার পরমাত্মা গ্রহণ কর।

রঞ্জন। আপনার কি অন্তিমকাল উপস্থিত? ঈশ্বরকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন? অদ্য এই পর্য্যন্ত থাক। সাতু (মাঝা ধরিয়া উঠিয়া) বাপ্‌রে, প্রথম বক্তৃতায় মাঝা ভাঙ্গিয়া গেল। শুন রঞ্জন, তোমার চারি মামাকে আমার এই সভার সভ্য করিতে হইবে।

রঞ্জন। কোন্ সভা।

সাতু। এই যে বল্লেম, ব্রাহ্মণ পতিত উদ্ধারিণী সভা।

রঞ্জন। পতিত উদ্ধারিণী সভা নয়, "ব্রাহ্মণবংশ অধঃপতন"।

সাতু। ঠিক। তোমার চারি মামাই বেশ সভ্য হইবার উপযুক্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরলার পূজার স্থান। সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট, এবং ফুল, চন্দন, শঙ্খ, ঘণ্টা, ফুলের মালা প্রভৃতি পূজার সজ্জা।

(সরলা যোগাসনে আসীনা।)

সরলা। কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ (প্রণাম)। কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ (ফুল প্রদান, শঙ্খ লইয়া বাদ্য)। (করযোড়ে) কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ। ঠাকুর, আমি পূজা জানি না। ভাল কথা, সেই স্তব ত পড়িতে হইবে। (স্তব সম্মুখে রাখিয়া পাঠকরণ।)

হে কৃষ্ণ করুণাময় কৃপা কর মোরে।
অবোধ বালিকা তোমায় ডাকিছে কাতরে॥
নাহি জানি তন্ত্র মন্ত্র সাধন ভজন।
নিজগুণে দাও প্রভু ও রাঙ্গা চরণ॥
ধ্রুবকে করিলে কৃপা বালক বলিয়া।
আমাকে করহ কৃপা বালিকা জানিয়া॥
একেত বালিকা পরাধীন নারী জাতি।
তোমা বিনা কে রক্ষিবে হে গোলকপতি॥
সৎপাত্র হস্তে অর্পণ কর দীনবন্ধু।

(লজ্জায় ব্যস্তপূর্ব্বক কাগজ উল্টাইয়া রাখা। একটু পরে আবার স্তব পড়িতে চেষ্টা, কিন্তু আবার লজ্জায় অভিভূত।)

(নেপথ্যে) সরলা! সরলা!

সরলা। কি, মা ডাকছো?

সরলার মা। এ দিকে আয়।

সরলা। আমি যেতে পারি না, আমি পূজা কর্‌চি। মা তুমি একটু এসো না।

(সরলার মার প্রবেশ।)

সরলার মা। বা, এ যে বেশ পূজা হচ্ছে! তোর ঠাকুরকে দেখে যে ভক্তি হয়, আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা কোর্‌ছে। ও মা, তুই কাঁদছিস্ না কি?

সরলা। কৈ, না মা। মা, তুমি একটু ঝাঁজ বাজাও, আমি শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাই। (সরলার মার ঝাঁজ বাজন ও সরলার শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজন।)

সরলার মা। (ঝাঁজ রাখিয়া ঠাকুরকে প্রণাম।) ঠাকুর! তুমি সরলাকে সৎপাত্রে সমর্পণ কর। ঠাকুর! আমার সরলা নিতান্ত সরলা। আমার সরলাকে তুমি ভাল ঘর বর জুটাইয়া দাও। সরলা, তুই ঠাকুরকে ফুল দে, আর বল যে, "ঠাকুর! আমাকে ভাল ঘর বর দেও।"

সরলা। (স্বগত) তোমারও ঐ কথা। (প্রকাশ্যে) মা, ঐ দেখ,

ঠাকুর হাসছেন ; ঐ দেখ, আমি সত্যি বলছি ; ঐ দেখ মা, ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে আছেন ; ঐ দেখ, ঠাকুর যেন কি বলছেন।

(উভয়ের গলায় বসনে প্রণাম।)

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। রামধন তামাকু সেবন অবস্থায় আসীন।

(হলধর মুখুয্যের প্রবেশ।)

হলধর। রামধন মজুমদারের এই বাড়ী ?

রামধন। হাঁ, আসুন, কোথেকে আস্‌ছেন ?

হল। বল্‌ছি। (উপবেশন) নমস্কার ! আমার নিবাস বনগ্রাম।

রাম। (হুঁকা হস্তে প্রদান করিয়া) তামাক ইচ্ছা করুন। নমস্কার !

হল। আপনার একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা আছে না ?

রাম। আছে।

হল। সম্বন্ধ কি স্থির হয়েছে ?

রাম। হচ্চে যাচ্ছে ওর ঠিক্ কি। কিন্তু কোথাও এখন স্থির হয় নাই।

হল। আমি একটী সম্বন্ধ এনেছি।

রাম। কত টাকা ?

হল। কত টাকা ! আগে ঘর বর কেমন, তা শুনুন্।

রাম। ঘর বর ভাল হয়, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি কত টাকা দিতে পার্‌বেন ?

হল। ঘর বর ভাল হওয়াকে কি আপনি দুর্ভাগ্য মনে করেন ? আপনি বলিতেছেন "আপত্তি নাই", ইহার মানে কি ?

হল। কথা কি, আগে টাকা, তাহার পরে অন্য কথা। মেয়ের বিবাহের নিমিত্ত কচ্‌কচী করে করে ত্যক্ত বিরক্ত হয়েছি। টাকার কথা ঠিক হলে পরে আর আর কথা।

হল। আপনি চান্ কত ?

রাম। আমার মেয়ের বয়স্ এই ষোল বছর। দেখ্‌তে সুশ্রী, তা দেখে

নেবেন্। তা, এই সকাল বেলা আপনাকে আর দর না বলে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি। ১২ শ বলি আর ১৫ শ বলি, হাজার টাকার কমে আমি মেয়ে ছাড়্ব না।

হল। হাজার টাকা!

রাম। হাঁ, হাজার টাকা, চম্‌কে গেলে যে? প্রতাপকাটীর মুখুয্যেরা ৭৩০ টাকা বলে গেছেন, আমি তাতে মেয়ে ছাড়িনি। এই গ্রামের বুড় মুখুয্যে ৮০০ টাকা দিতে চেয়েছেন, তাতেও মেয়ে দিইনি; হাজার টাকার কমে যে ছাড়ব না, তাহা স্থিরই আছে।

হল। কিছু কমাবেন্ না?

রাম। কিছু না।

হল। দুই একৃশো?

রাম। কত বার বল্‌ব, আমি হাজার টাকার এক পয়সা কমে ছাড়ব না। যে আসে সেই বলে কমাও। বাড়াও এ কথা কেউ বলে না। এ রাজ্যের ধারাই এইরূপ।

হল। আপনার এ কেমন ধারা পণ? হাজার টাকার কমে ছাড়বেন না। এমন ঘর বর দেখেও কি কিছু বিবেচনা কর্‌বেন না? আমি যে ঘরে সম্বন্ধের কথা বল্‌ছি, এ বড় মানুষের ঘর, এক দিন্‌কার কথা নয় সেই ঘরে মেয়ের বে দিলে চিরকাল প্রতিপালন হতে পার্‌বেন, এটা বুঝ্‌ছেন্ না?

রাম। আমি ও সব বুঝি না। যেমন মাল তেম্‌নি দাম। দাম ফেল মাল লও, আমার কাছে স্পষ্ট কথা। হাজার টাকা যে বলেছি সে দর বলিনি, খাঁটি দাম বলেছি। হাজার টাকার এক পয়সা কমে ছাড়বো না।

হল। কেমন ঘর তা আগে শুনুন্। শম্ভু মুখোপাধ্যায়ের—

রাম। আপনার অত কষ্ট নিতে হবে না, যেখানে আসল কথার সাব্যস্ত হল না, সেখানে আর ঘর বরের কথা শুনে কি হবে।

হল। পাত্রটীর বয়স সবে এই কুড়ি বৎসর, দেখ্‌তে—

রাম। আমার তাতে কিছু আপত্তি নাই।

হল। দেখ্‌তে দিব্য সুশ্রী, গৌরবর্ণ—

রাম। আমার তাতেও কিছু মাত্র আপত্তি নাই।

হল। আবার লেখাপড়ায় বেশ তৎপর, ইংরেজি বাঙ্গলায়—

রাম। বেশ, আমার তাতেও কিছু মাত্র আপত্তি নাই। হাজার টাকা ত দিতে পারবে ?

হল। (স্বগত) বেটা বলে কি! বলে আমার আপত্তি নাই। এমন পাষণ্ড ত কখন দেখি নাই! টাকা ছাড়া এ আর কিছু বুঝে না। এ কাজ হইবার নয়, কিন্তু বেটা যেমন পাজি, তেমনি গোটা কয়েক কথা শুনিয়ে দে যাই। (প্রকাশ্যে) হাজার টাকার কমে কি ছাড়বেন্ না ?

রাম। না, না, না।

হল। বলি, মাল সাচ্চা ত ?

রাম। তাতো বল্‌ছি, দেখে নাও।

হল। মাল কিন্‌বার আগে কিন্তু সাচ্চা কি ঝুঁটো বাজিয়ে নেবো।

রাম। হাজার টাকা দিতে পারবে ?

হল। আর একটা কথা, মাল তাজা আছে ত ? বাসি ত না ?

রাম। তাজা বাসি কি ? আপনি দেখে নিন্।

হল। কেমন মাল, লাট দাগি হয়নি ত ?

রাম। ঠাট্টা কর্‌ছো নাকি ? লাট দাগি আবার কি ?

হল। রাগ করেন কেন, হাজার টাকার জিনিস, দেখে শুনে নিতে হয় না ?

রাম। তাতো বল্‌ছি দেখে নাও।

হল। জাঁকড় রেখে দিতে পারবেন ত ? এত টাকা দিয়া মাল খরিদ কোরে শেষে যদি না মুনাসেফ হয়, আর তখন আপনি বলবেন যে, মাল লাট কোরেছ ফেরত নেবো না।

রাম। যা যা, ঠাট্টা যুড়ে দিয়েছে।

হল। আপনি কটু বলে খদ্দের বিগ্‌ড়ে দিচ্ছেন, আপনি ত ব্যবসা বুঝেন্ না, মাল বেচ্‌বেন কেমন করে ? এর পর ও পচা সড়া মাল নেবে কে ?

রাম। নেবে কে! বেটা পাজি, নেবে কে! পড়্‌তে পায় না তা নেবে কে ? ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! যদি ৮০০ টাকায় ছাড়ি, এখনি লোকে তিল তিল করে নে যাবে ; মাল নেবে কে !

কথাটা শুন্‌লে ? বাড়ীর উপর বসে বেটা মর্ম্মান্তিক কথা বলে, বলে নেবে কে। পাজি বেটা নেবে তোর্ বাবা। নেবে কে!

হল। (গাত্রোত্থান করিয়া) আট শ টাকা দর হয়ে গেছে, আচ্ছা আর বিশ টাকা পাবেন, এখন মালটা ছাড়ুন্‌গে।

রাম। কত ?

হল। বিশ টাকা।

রাম। বিশ টাকা! বেটার কি নজর রে, আমার নবাবপুত্র এলেন। নেবে কে!

হল। এই কথাটাই বুঝি মর্ম্মান্তিক হয়েছে? নমস্কার, তুমি বেচ বোসে, যে মাল তা খরিদারের অভাব কি ?

[প্রস্থান।

(সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। দাদা, কেবল সম্বন্ধ ফিরাচ্চ, তারপরে ?

রামধন। তারপরে কি রে ?

সাতু। মেয়ের বয়স ষোল বৎসর, কবে লব্‌ হয়ে যাবে, আর গণ্ডগোলে পড়্‌বে।

রামধন। লব্‌ কি রে বানর ?

সাতু। হি! হি! হি! দাদা লব্‌ কারে বলে জানেন না, তা তুমি নবেল পড়নি, তোমার অপরাধ কি। আচ্ছা, রঞ্জনের সঙ্গে বে দিলে হয় না ?

রামধন। সে টাকা পাবে কোথা ?

সাতু। টাকা নিয়ে কি কর্‌বে ?

রামধন। তোর বে দেব।

সাতু। আমি বে কর্‌তে চাহি না। আমি শ্রীমতী গঞ্জিকাদেব্যার পাণি-গ্রহণ করেছি। দাদা, বেয়াদবী কর্‌লেম, রাগ করো না।

রামধন। যা, যা, বাঁদরামি করিস্ নে।

সাতু। আমাদের যে কিছু ব্রহ্মোত্তর ছিল, তাহা বেচিয়া বিবাহ করিলে। তুমি বলেছিলে তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে বেচিয়া আমার বে দিবে। তোমার ও আমার অতীব সৌভাগ্যক্রমে তোমার

একটী দিব্য সুশ্রী কন্যারত্ন হয়েছেন। আমি এখন তোমার প্রতিজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দিলাম। তুমি রঞ্জনের সহিত মেয়ের বিবাহ দাও, আমি স্বচ্ছন্দে সজ্ঞানে তোমাকে অনুমতি দিলাম।

রামধন। গাঁজা খেয়ে খেয়ে ভায়ার বুদ্ধি ক্রমেই ফুটিতেছে। হাজার টাকার মেয়েটী এম্‌নি ছেড়ে দি! কি বুদ্ধি!

সাতু। গাঁজা খেয়ে আমার বুদ্ধি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতেছে। তাই আমার বুদ্ধি সূচ্যগ্র অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার হইতে খরতর। দাদা, যাই কর, এই গেঁজেলের কথা শেষে থাকবে, দেখিও। (গাঁজায় দোম।)

রামধন। যখনি মেয়ের সম্বন্ধ আসে, তখনি তুই বাধা দিতে আসিস্।

সাতু। দাদা, শুন আমি পরামর্শ দেই। মেয়েটাকে দাও, আমি কল্‌কাতায় নিয়া যাই। একটা ঝুড়ির মধ্যে বসাইয়া মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ডাকিয়া বেড়াইব। আমি বেশ ডাকিতে পারি। এই শুন,—"ভালে আম্-ম্-ম" "ভালে আম্-ম্-ম"।

রামধন। এই বুঝি দোম্ দিয়া মাতলামি আরম্ভ কর্‌লি?

সাতু। না দাদা, আর একটা শুন। "বোতল বিক্রি-ই-ই-ইয়া।" শুন দাদা, মেয়েটাকে মাথায় করিয়া রাস্তায় রাস্তায় "ভাল মেয়ে বিক্রিই ই-ইয়া" বলিয়া বেড়াইব। দেখ দেখি, আমি তোমাকে কেমন সুবিধা করে বিক্রি করে দেই। তুমি এক হাজার বল, আমি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করিব।

রামধন। তা নাকি আবার হয়! পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কেহ কি মেয়ে কেনে?

সাতু। কেন দাদা, যদি একটা সোণার বেণের নজরে পড়ে যায়, তবে বিচিত্র কি?

রাম। তুই বলিস্ কি রে বানর? সোণার বেনেকে মেয়ে দিব কি করে?

সাতু। তাতে তোমার আপত্তি কি? তুমি ত বলে থাকো যে ঘর বর দেখিবার প্রয়োজন নাই।

রামধন। তুই কি অত বড় মেয়ে সরলাকে মাথায় করে নিয়ে যেতে পারিস্?

সাতু। না হয় একখানা গরুর গাড়িতে নিয়ে যাবো। সে ত আরো ভাল।

রামধন। (স্বগত) পাঁচ হাজার টাকা! পোড়া দেশ, সমাজ দুরন্ত, স্ব ইচ্ছায় কিছু করিবার যো নাই। (প্রকাশ্যে) যা আর এ কথায় কাজ কি, যা হবে না তাহা লইয়া ভাবিলে কি হবে?

সাতু। দাদার মন একেবারে নরম হয়ে গিয়াছে। দেখ দেখি গেঁজেলের বুদ্ধি আছে কি না। এই সময় ডাকিতে অভ্যাস করি "মেয়ে বিক্রি—ই—ই—ই—য়া" "মেয়ে বিক্রি—ই—ই—ই য়া", মেয়ে—

রামধন। চুপ কর্, চুপ কর্, ঐ দেখ্ কারা আস্‌ছে।

[যবনিকা পতন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গোপীমোহন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর দালান।

বামার মা ও বামা আসীনা।

বামার মা। (বামাকে ধরিয়া) চল্ মা ঘরে চল্, ছি! অমন করো না। ও কিও, জামাই কি মনে কোর্‌বেন? এত দিন পরে এসেছেন। চল। যাবে না? তুমি ত আর খুকি নও? এখন কাচপণা জুড়ে দিলি?

বামা। মা, আমার লজ্জা করে।

বামার মা। তুমি ত আর ইচ্ছে করে যাচ্ছো না। যাও মা যাও, রাত্রি ঢের হয়েছে।

বামা। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

বামার মা। কেন মা, তুমি কি বিশ্রী?

বামা। তা না মা।

বামার মা। তবে কি? বল, চুপ করে থাক্‌লে যে? মুখ দেখাতে লজ্জা করে কেন?

বামা। মা—

বামার মা। বল, চুপ কর্‌লে কেন?

বামা। আমার জন্যে সর্ব্বস্ব গেছে। আমার জন্যে পথের ফকির হোয়েছে। (অভিমানের সহিত ক্রন্দন।)

বামার মা। চুপ কর মা, ছি! কেঁদ না। তা বামুনের বে করতে গেলেই টাকা লাগে, তাকি স্বধু জামাই বাবাজির লেগেছে?

বামা। মা, তাইতে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে।

বামার মা। আমার বাপ ত অমনি করে আমাকে বেচে টাকা নিয়েছেন, তাতে ত আমার এক দিনও মুখ দেখাতে লজ্জা করে নি? তাইতে বোলতেম্, বামা, তুই পুঁথি পড়িস্‌নে। টাকা ত আর তুমি নাও নি, টাকা নিয়েছেন তোমার—

বামা। আবার বাবা রাগ করবেন।

বামার মা। তুমি ঘরে গেলে তিনি রাগ করবেন?

বামা। তা না, তিনি বোলে থাকেন যে বাকী টাকা বুঝে না পেলে আমাকে পাঠায়ে দেবেন্ না।

বামার মা। ও রাগ কোরে বলেন, আর তুমি তাই ধোরে বোসো। যাও মা ঘরে যাও, রাত ঢের হোয়েছে।

(বামার ঘরে প্রবেশ, বামার মার নিজ ঘরে প্রবেশ।)
(গোপীমোহনের প্রবেশ।)

গোপীমোহন। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী, (দুয়ারে আঘাত) দুওর খোল।

বামার মা। কিও।

গোপী। বলে, কিও, দুওর খোল না। (সজোরে দুয়ারে আঘাত) শীঘ্র দুওর খোল, নির্ব্বংশের বেটী, দেখ, এখনো খোলে না।

বামার মা। দাঁড়াও খুল্‌ছি।

গোপী। দাঁড়াও খুলছি, বড় আরাম করে শুয়ে আছেন, এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত তা জানেন্ না। ওরে দুওর খোল, তোর বাপের মুখে গু, শীঘ্র দুওর খোল।

বামার মা। (দ্বার খুলিয়া) কি, বড় রাগ দেখ্‌ছি যে? কথাটা কি? কথায় কথায় গালি দেও কেন?

গোপী। রাগ দেখ্‌ছো বটে, বলি তোর হাতে এই ডাকাতি!

বামার মা। হয়েছে কি?

গোপী। হয়েছে কি! (রাগ ভরে) উত্তরের ঘরের দোর দেওয়া প্রদীপ জল্‌ছে কেন?

বামার মা। চুপ কর, আস্তে আস্তে ও ঘরে মেয়ে জামাই। বলি, হোয়েছে কি ?

গোপী। (ব্যঙ্গস্বরে) জামাই !

বামার মা। হাঁ জামাই।

গোপী। (ব্যঙ্গস্বরে) জামাই !

বামার মা। হাঁ জামাই, তুমি ওরূপ কচ্ছো কেন ? বলি, হোয়েছে কি ?

গোপী। হয়েছে তোমার মুণ্ডু, আর আমার মুণ্ডু, নির্ব্বংশের বেটী। আমার মাথাটা ভাল করে খাও। হা গুরু, এখন আমি করি কি !

বামার মা। বলি, হয়েছে কি ?

গোপী। তুই কার কথায় মেয়ে ঘরে যেতে দিলি ? আমি বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী বের সভায় গে দেখি বেটা বরযাত্র হয়ে এসেছে; একটু পরে দেখি আর সেখানে নাই। তখনি আমার মনে ডেকে বলেছে, বেটা তলে তলে এই কাণ্ড করতে এসেছে।

বামার মা। তুমি হলে কি, ক্ষেপলে নাকি ? চুপ কর, চুপ কর, ছি ! ছি ! মেয়ে জামাই ঘরে গেলে, কি তুমি রাগ কর ?

গোপী। দ্যাখ্, তোর অদৃষ্টে আজ বড় দুঃখ আছে। ব্যাটা আমার বাকি টাকাগুলি দিক্, দিয়ে আমার মেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক। বাকি টাকা দেবে না, বেটা শুতে এসেছে। তুই ত যত নষ্টের মূল !

বামার মা। ওগো, চুপ কর, চুপ কর।

গোপী। বের সময় টাকা জুটাতে পারে না বলে ভদ্রতা করে বাড়ী বাগান বন্দক রেখে বে দিলাম, বেটা যো পেয়ে গেল, আর টাকাগুলো দিলে না। আরে লালিস কর্ত্তে গেলাম, তা উকীল গুয়াটারা রহস্যেই মত্ত, আমাকে তাড়ায়ে দিলে।

বামার মা। ও গো, চুপ কর, চুপ কর, তোমার টাকা পাবে। ও মা আমার কি হলো ! মিন্‌সে ক্ষেপেছ নাকি ? জামাই কি মনে করবেন ?

গোপী। রেখে দে তোর জামাই, জামাই। ও জামাই না আমার— আর বল্লেম না। পণের টাকা দিতে পারে না, আমার জামাই।

ও আমার কিসের জামাই রে? আমি ও মেয়ের ফের বে দেব। আমার টাকা না দিলে আমার মেয়ে নিয়ে শুতে পার্‌বে না।

বামার মা। ও গো ক্ষমা দাও, এ রাতটা যাউক, লোকে—

গোপী। তুই মার খেলি দেখ্‌ছি। এ রাতটা যাক্‌, তবেই তোদের মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, আর ও মেয়ে কে বে কোর্‌বে? তুই—

বামার মা। ওগো চুপ কর, লোকে হাস্‌বে।

গোপী। লোকে হাস্‌বে, লোকে হাস্‌তে কি আর বাকি আছে? সকলি আমার মুখে মুৎছে। ও ব্যাটার দোম্‌বাজির কথা যে শুনে সেই আমার মুখে মুতে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর মেয়েটার দুই বার বে দিলে, দিয়ে টাকা নিলে, আমার এক বারের টাকা গুলাও ফাঁকিতে গেল। (উচ্চৈঃস্বরে) বেটা হ্যাখ্‌! এখনো ঘরে রয়েছে।

বামার মা। তোমার পায়ে পড়ছি, ক্ষমা দাও। আমি কি খুন হয়ে মর্‌বো?

গোপী। ছেড়ে দে, নচ্ছার বেটি, কি আপদেই পলেম। ও মেয়ে নিয়ে শেষে আমি কি কোর্‌ব রে? আমি যদি মেয়েটা এত দিন রেখে দিতাম, তবে এখন মেয়ের যেরূপ বাজার, অনায়াসে ৭।৮শ টাকা পেতাম। আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব। আমার মেয়ের গায়ে হাত দিস্‌নে, আমি ও মেয়ের ফিরে বে দেব। বেরো বেটা, ঘরের থেকে বেরো। (একটু অপেক্ষা করিয়া) হ্যাখ্‌, এখন বেরল না? বেরো, শীঘ্র বেরো, নইলে আমি দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে গর্দ্দান দিয়া বের কর্‌বো এখন। (একটু থামিয়া) দেখেছ? বড় আরাম পেয়েছে বুঝি, আর বের হতে চায় না। ওরে বামা! তুই নয় বেরো। আরে মেয়েটাও তেমনি, আর বুঝি দেরি সইল না, ওকে দেখে দৌড়ে গিয়ে পোড়েছেন, এখন বুঝি আর উঠ্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে না। তোমার আর—এক আসছেন এই—(উত্তর গৃহাভিমুখে অগ্রসর) বেরো, শীঘ্র বেরো। ঘরে না ঢুকলে বের হবে না দেখ্‌ছি।

বামার মা। (বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া) করো কি, কোথা যাও? একেবারে জাত্‌ গেল। আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না।

গোপী। ছেড়েদে, ছেড়েদে, হাত ভেঙ্গে গেল। সব নষ্ট হোয়ে গেল।

(চীৎকার করিয়া) ওরে বেটা বেরো, ওরে গুওটা বেরো, ওরে বামা তুই নয় বেরো, ওরে এই জন্যে কি তোরে প্রতিপালন করি? আরে কলিকাল, আমার একটা মেয়ে, সেও আমারে ত্যাগ করলে! এমন পোড়া পাড়ার লোকও দেখি নাই। ডাকাত পোলেও কেউ কারুর তল্লাস নেয় না। এক জন বা আসে। ওরে তোরা আয়রে। ও—ও—ও রাম কুমার দা—দা—আ! ও—ও—ও রাম কুমার দাদা—আ—আ—

(সাতুলালের প্রবেশ।)

সাতু। কি গো গোপীমোহন দাদা, ব্যাপার কি?

(গোপীমোহনের স্ত্রীর পলায়ন।)

গোপী। ভাই এসেছ? দেখ, অত্যাচার দেখ? ব্যাটা ঘরে গিয়াছে, অথচ (বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িয়া) টাকার নামে ঢু ঢু।

সাতু। কোন্ ব্যাটা, কার ঘরে, কেন গিয়াছে, কোন্ টাকা, কেন ঢু ঢু, কিছু না বলিলে বুঝবো কিরূপে?

গোপী। ওরে বুঝাইবার কি আমার সময় আছে? জামাই বেটা ঐ ঘরে গিয়াছে। টাকা সব দেয় নাই তাত জান। মেয়েটাও ঘরে গিয়াছে। এখন তোমরা পাড়ায় পাঁচ জন ভদ্র লোক আছ, আমার উপায় কি বল। আমি মেয়ে ব্যাটাকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিতাম, কিন্তু ব্রাহ্মণী শর্ম্মাকে জানো ত, জোরে পারিলাম না, হাত ধরিয়া রাখ্‌ল।

সাতু। এ বড় বিষম সমস্যা। ইহার প্রতিকার আমি বলিতেছি। কল্য প্রভাতে জামাইচন্দ্রকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান অর্থাৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। টাকা আদায় করার ভাবনা কি? মেয়ে পাঠাইও না। মেয়ের মেয়ে হইলে তাকে অধিকার করিয়া লইও। যখন একবার ঘরে ঢুকেছে তখন কি আর বাহির হবে। কখন নয়, তা খুন হলেও নয়।

গোপীমোহন। (জামাইকে সম্বোধন করিয়া) আচ্ছা থাক্, কল্য সকালে যেন তোর মুখ দেখ্‌তে না হয়। আর বাকি টাকা না দিয়া যদি এ মুখ হইস্ ত তোর বাপের মুখে গু।

সাতু। এই উত্তম যুক্তি। এখন বিয়ের বাড়ী চল, সেখানে জলপান প্রস্তুত। (গোপীমোহনের হাত ধরিয়া অগ্রসর) পথে যাইতে যাইতে তোমাকে অতীব অদ্ভুত সংবাদ বলিব। তোমার স্ত্রীর গর্ভরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে বহুল পরিমাণে কন্যারূপ নিধি সৃষ্টি কর, তাহা হইলে তোমার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। হি! হি! হি! দাদা, কিছু বুঝিলে না, অর্থাৎ তোমার স্ত্রীকে বল যে মেলা কন্যা প্রসব করুন। যদি বল তাহা কিরূপে হবে। শ্রবণ কর। ঔষধ প্রয়োগ কর, ধাই বুড়ীর কাছে মেয়ে হইবার উত্তম ঔষধ আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাতুলালের পুনঃ প্রবেশ ও যে ঘরে জামাই শয়ন করিয়া আছে, তাহাতে অল্প আঘাত করণ।)

সাতু। জামাই বাবু, উঠে দুয়ার খুলিয়া কথা শুন। শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু সাতু বাবু, যিনি পরম দয়াল, দুঃখিত জীবগণের বন্ধু, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। (জামাতার দ্বারোদ্ঘাটন। সাতু দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া চুপে চুপে) শুন জামাই, শুন বামা, বিয়ের বাড়ী পাল্কী বেহারা আছে। আমি তাদের আনিতেছি, বামাকে তাহাতে লইয়া তোমরা দুজনে প্রস্থান কর। শুন্‌লি বামা, বের হয়ে পড়, স্বামীর সঙ্গে যাবি তার কি? এই আমি পাল্কী আনিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানাই ঘোষালের বাটীর দালান। কানাই ঘোষালের বড় স্ত্রী আসীনা। (সরলার প্রবেশ।)

সরলা। হ্যাগা শশীর মা, আমাকে যে পড়াতে চেয়েছিলে, আজ কি তোমার অবকাশ আছে?

শশীর মা। কে মা, সরলা? আয় বাছা আয়, ঐ পিঁড়ির উপর বোস্, তুই এলে মা, তবু দুদণ্ড কথায় বার্ত্তায় অন্যমনস্ক থাকি। আমার অবকাশ আছে জিজ্ঞাসা করছ? বাছা, আমার কাজই বা কি, অবকাশই বা কি, এক সন্ধ্যা চারিটী চাল জ্বাল দেওয়া, তা যখন হয় হবে এখন। আমার ত সংসারের জ্বালা নাই।

সরলা। কেন বাছা, এক সন্ধ্যা খেয়ে খেয়ে শরীরকে অমন কষ্ট দিচ্ছ। কার ক্ষতি করছো? কার বাজ্‌ছে বল দেখি? আপনি মারা পড়ছো। আর ওটা করো না, যাই হোক সকল সুখেতে বঞ্চিত হচ্ছে। কেন, দুবেলা খেতে থাক্‌তে তা হতে বঞ্চিত হও? আমার মুখে বুঝি বুড়ম মত লাগে, লোকে বলে ওটা অলক্ষণ।

শশীর মা। অলক্ষণ না বাছা, সুলক্ষণ। না থাক্‌লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, থেকে বঞ্চিত আর চোখের উপর এই গুলি দেখা, সে আর সওয়া যায় না।

সরলা। দেখ শশীর মা, আমি তোমাকে আর বোঝাব কি? এদেশে সতীন নিয়ে অনেকেই ঘর কোর্‌ছে। অনেকের কথা শুন্‌তে পাই, নাকি সতীনকে বোনের মত ভাল বাসে।

শশীর মা। বাছা, তুই ছেলে মানুষ, তাই লোকে বলে আর তাই শুনিস্ যে, সতীনকে বোনের মত ভাল বাসে। সর্ব্বস্ব যাক্, স্বামী মরে যাক্, তাও প্রাণে সয়, হাসতে হাসতে স্বামীর ভাগ দেয়, না জানি সে কেমন মেয়ে। সরলা মা, তুই আমার সন্তানের বয়সী, আমার শশী থাক্‌লে এই তোর মত হত, তবু আমার মনের কথা দুটি একটী তোকেই বলি, তোকে বলে যেন আমার তৃপ্তি হয়। বাছা, সকল জিনিষের ভাগ দেওয়া যায়, স্বামীর ভাগ দেওয়া যায় না। আহা! আমার স্বামী, আমার বড় সাধের স্বামী!

সরলা। শশীর মা!

শশীর মা। আহা! আমার বড় সাধের স্বামী! আজও তার জন্যে প্রাণ কান্দে, আজও তার জন্যে প্রাণ পোড়ে, আহা! আমার তার উপর রাগ আসে না। (ক্রন্দন।)

সরলা। (অঞ্চলের দ্বারা চক্ষু মুছাইয়া) শশীর মা, পাগল হলে নাকি?

শশীর মা। পাগল হলে ত বাঁচতুম। (ক্রন্দন।)

সরলা। চুপ কর, চুপ কর, আর চোখের জল ফেলো না।

শশীর মা। আর যন্ত্রণা সইতে পারি না। (চক্ষু মুছিয়া) না বাছা, আর কান্দছি নে, আর চোখের জল ফেলছি নে, কার জন্যে আর কান্দবো? তবু পোড়া মন বুঝে না। হায়! হায়! হায়! এই কপালে ছত্র দণ্ড, এই কপালে লণ্ড ভণ্ড। আমার কথা বল্‌বো কি মা, জন্ম অবধি আনন্দ সাগরে ভেসেছি, আমার দিন কেবল আমোদে গিয়াছে। লোকে বলে, দাঁত থাকৃতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না, আমি ত বরাবর জেনে এসেছি আমার মত সুখী বুঝি আর নাই। শেষে কপাল ভেঙ্গে গেল, ছেলেটী হয়ে মরে গেল, মেয়েটীও গেল, আমার জ্ঞান হলো বুঝি আমার মত হতভাগিনী আর নাই। শোকে দিন রাত কান্দ্‌তে লাগলেম। আবার ওর কষ্ট হবে বলে ফুকরাইয়া কান্দ্‌তে পারি না, তাতে যেন আরো বুক ফেটে যেত; শেষে একেবারে জ্ঞানশূন্য হোলেম। বিধাতা বোল্লে, বটে? তোর বড় শোক লেগেছে, এর বাড়া দুঃখ আর নাই? দেখাচ্ছি তোকে। এই বোলে আমার বুকে এমনি শেল হেনেছে যে, সেই অবধি আমি আর দোম্‌ ছাড়তে পারলেম না।

সরলা। কি বোল্লে শশীর মা, একি তোমার ছেলে মেয়ের শোক চেয়েও বড হয়েছে?

শশীর মা। তাই যে বোল্লেম বাছা, তোরা ছেলে মানুষ বুঝ্‌বি কি। লোকে বলে বটে, পুত্রশোক বড় শোক, কিন্তু এত কষ্ট বুঝি আর কিছুতেই নাই। স্বামী মলেও এত কষ্ট হয় না। বাছা, স্বামী অনেক রকমের আছে, আমার ত স্বামী নয়, আমার খেলার সাথী। যখন আমার বয়স পাঁচ বছর তখন ওর বয়স নয় বছর। আমাদের বাড়ী, ঐ ভিটা দেখ্‌ছিস, ওখানে ছিল। আমরা দু জনা সমস্ত দিন একত্রে খেলা কর্‌তেম, রাতটুকু ছাড়াছাড়ি হোত, সে অনেক কষ্টে। শেষে একত্র পাঠশালায় লিখ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লেম। ওর কেবল দৃষ্টি ছিল, আমি কখন কি চাই, কিসের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, কি কোর্‌লে আমি খুসি হই। আমারও তেমনি কেবল মাত্র চিন্তা ছিল, ওকে কিসে তুষ্ট কোর্‌ব। ও খুসি

হবে মনে করে আমি মন দিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তেম, গুরু মহাশয় যা বোলে দিতেন, তখনি তাই শিখ্‌তে পার্‌তেম। ও আবার আমি খুসি হবো বলে মন দিয়ে লেখাপড়া কোর্‌ত। গুরু মহাশয়ের আমাদিগকে কোন দিন সাজা দিতে হয় নাই। আমাদের এই প্রণয়ের কথা গ্রামে না জান্‌তো এমন লোক নাই, কত জনে আমোদ কর্‌তো। আমি অপরাধ করেছি, গুরু মহাশয় ওকে নিয়ে ধম্‌কাতেন। আবার এতেই এমন শাসন হোয়ে যেতো যে, বোধ করি যদি আমাকে মার্‌তেন তা হোলেও আমার অমন শাসন হত না। আমাদের বয়সের মিল, বিশেষতঃ এই প্রণয় দেখে, মা বাপে সাধ কোরে বে দিলেন।

সরলা। বে হবে, যখন এই কথাবার্ত্তা হয়, তখন তোমাদের মনে বড় আহ্লাদ হোত, না ?

শশীর মা। তখনকার কথা স্বপনের ন্যায় বোধহয়।

সরলা। আচ্ছা, বে হোলে আর দিনের বেলা কথা কইতে না, ঘোমটা দিয়া বেড়াতে ?

শশীর মা। না মা, বরং ঘোমটা দিতে লজ্জা কোর্‌ত। বে হয়েও আমাদের সেই আমোদ, সেই অহ্লাদ, সেই একত্রে খাওয়া, একত্রে খেলা, একত্রে লেখাপড়া। পূর্ব্বে রাতটুকু ছাড়াছাড়ি ছিল, এখন অবধি রেতেও একত্রে থাকৃতেম।

সরলা। ভাল, তোমাদের এত প্রণয় দেখে তোমার শাশুড়ী রাগ কর্‌তেন না? আমি অনেক শাশুড়ীকে দেখেছি ছেলে বৌতে প্রণয় দেখ্‌লে রাগ'করে।

শশীর মা। আমরা তখন ছেলে মানুষ ছিলাম, দেখে রাগ কর্‌বার কোন কারণ ছিল না, বরং সকলে আমোদ কোর্‌ত। বিশেষ আমার শাশুড়ী বড় লক্ষ্মী ছিলেন, অমন শাশুড়ী হতে নাই। তার পর বাছা বোল্‌ছিলাম, এইরূপ আমোদে দিন যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে শেয়ানা হোলেম, নিত্তি নূতন আমোদ, শেষে কপাল ভাঙ্গতে আরম্ভ হোলো। ছেলেটী হোয়ে মরে গেল, শেষে একটি মেয়ে হোল, সেটিও বিধাতা নিলেন।

সরলা। তোমাদের আগেকার কথা গুলি যেন উপকথার মত লাগে।

আমরা অনেকের কাছে ও গল্প শুনে থাকি, তোমাদের বড় প্রণয় ছিল, ঘোষাল মহাশয় তোমাকে বড় ভাল বাস্‌তেন।

শশীর মা। উ হু হু হু, সরলা, চুপ্ কর্, চুপ্ কর্, ও কথা বলিস্‌নে, বলিস্‌নে! আমি ও শুন্‌তে পারি না! বুকে শেল বিঁদ্ধে আছে থাকুক, ওর উপরে আর আঘাত করিস্ নে। আমায় ভাল বাসতো! আহা আ, আরে পুরুষ মানুষ! তোরাই না বলিস্ মেয়ে মানুষ অবিশ্বাসী জাত। আমি ছেলে মেয়ের শোকে জ্বালাতন। আমি আর বল্‌তে পারিনে, আহা আ, সে ছেলে মেয়ে তোরও ত! তোর লাগলো বের আমোদ! অনেকে বংশরক্ষার জন্যে ফিরে বে করে থাকে, না কর্‌লে নয়, লোকের উপরোধ ছাড়াতে পারে না বোলে করে, আমার কি ছেলে হবার বয়স গিয়েছিল? বলবো কি মা, এইত শোক পেলাম, এর মধ্যে আবার ওর পায়ে ধরে কেঁদে বলি, দেখ, তুমি একটি বছর ক্ষান্ত থাক, যদি আমার ছেলে না হয় তুমি বে কোরো। আমায় প্রবোধ দিলে, তুমি পাগল, তোমার যদি ছেলে নাও হয় তবু কি আর আমি বে করি? লোকে বোল্‌ছে বলুক না। চল, তোমায় আমায় কাশীবাসী হইগে। মা, এই বোলে দাড়ি রাখলে, হবিষ্যি কোর্‌তে লাগলো, মাঘ মাসে যাবো কথা স্থির হোলো। এর মধ্যে ঘরে বসে আর এক কাশীকে পেয়ে গয়া কাশী সব চুলোয় গেল। বাছা, বোল্‌ব কি সে বের আমোদের কথা, আমাকে কোরেও যদি তোর দয়া মায়া না থাকে, তবু ছেলে মেয়েটার কথা মনে কোরেও কি এতটুকু দুঃখ হয় না? আমোদ এলো ত? আমি শোকে বিহ্বল হোয়ে পড়ে আছি, এর মধ্যে শুন্‌লেম ও নাকি বে কোরে আস্‌ছে!

সরলা। আগে তুমি এর কিছুই জান্‌তে পাও নি।

শশীর মা। কিছুই না। গুরুতর শোক পেলে লোকে অন্য শোক ভুলে যায়। আমি ছেলে মেয়ের শোক ভুলে গেলাম, আমি স্তব্ধ মত হোলাম, একেবারে জ্ঞানহারা দিশেহারা মত হোলাম; কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এমন কি হবে? মিছে কথা। লোকে আমাকে জ্বালাতন কোরেছে, আমার সুখ সকলের চক্ষুশূল হোয়ে-

ছিল তাতেও লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি, তাই আমায় জ্বালার উপর জ্বালা দিয়া আমোদ দেখ্‌ছে। একটু পরে দেখি একজন খবর নিয়ে এসে উপস্থিত। বল্লে ঠাকরুণ, উলু দাও, বাবু বে কোরে আস্‌ছেন। সরলা! সে কথা মনে কর্‌লে আমার এখনও হৃৎকম্প হয়। আমার মাথায় একেবারে হাজার বাজ পোলো। যখন আমার মেয়েটী যায়, কবিরাজ জবাব দিলে, তাও আমার কাছে তত ভয়ানক বোধহয় নি।

সরলা। আহা হা। তুমি বেঁচে আছ কি কোরে? আমোদ কোরে আবার এই সম্বাদ পাঠায়, আমার শুনে বুক ফেটে যাচ্ছে।

শশীর মা। শোন বাছা, এখন কি হোয়েছে? আমি শুন্‌বা মাত্র ঘুরে পোলেম। বামা এসে চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস কোরতে কোরতে আমার চেতনা হোলো, হৃৎকণ্ঠ শুখিয়ে গ্যাছে, কথা সোরছে না, বামা একটু জল এনে দিলে, এক ঢোক খেতে জল আর গলা দে নামে না, কষ্টে শ্রষ্টে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে গেঙ্গড়ে গেঙ্গড়ে বোল্লেম, বামা! কি শুনছি যে? বামার মুখ দিয়ে আর কথা সরে না, সেও অমনি গেঙ্গড়ে গেঙ্গড়ে বোল্লে, তাই ত শুনছি। আমি বলিলাম, তবে কি সত্তি? বামা বোল্লে, তারা আসছেন, এতক্ষণ অর্দ্ধেক পথ। এই কথা শুনে আমার আপনার উপর একটা ঘৃণা হোলো। ধিক্ আমাকে! সে আমার সঙ্গে এই ব্যবহার কোর্‌লে, আমি আবার তারই জন্যে কাতর হচ্ছি! কখনই না, যাতে ও জব্দ হয় তাই কোরবো। আমি ওকে দেখাবো যে, ও যেমন আমাকে মনে কোল্লে না আমিও তেমনি ওর জন্যে কিছু মাত্র দুঃখিত নই। আপনি উঠতে পারিনে, বামাকে বোল্লেম, বামা, তুই আমাকে ত্যাগ করিস্ না, যা বলি তাই কর্, ঘরে জিনিষ পত্র যা যেখানে আছে, সব এনে আমার এই ঘরে পোর। বামা আমা বই আর জানে না, যা বোল্লেম তাই কোল্লে। আমি সমস্ত দিন নাইনি খাইনি, ঘরে দোর দিয়ে পোড়ে থাক্‌লেম। মা সরলা! লোকে বলে মেয়ে মানুষের মন বড় কঠিন, বকুলু, লোকে বলুক, আমি জানি মেয়ে মানুষের মন কত নরম। ভালবাসা মেয়ে মানুষের প্রাণ। মেয়ে

মানুষ ভাত না খেয়ে থাকতে পারে, ভাল না বেসে থাকৃতে পারে না। আমার এই যে বুকে ছুরি দিয়াছে, তবু শুয়ে ভাব্‌ছি, যা কোরেছে তা আর কি হবে? না বুঝ্‌তে পেরে লোকের পরামর্শ শুনে কোরেছে, বাড়ী এলে আগে আমার কাছে দৌড়িয়ে আস্‌বে এখন। একটা কেন দশটা বে করুক না, তবু, ভাল আমা ছাড়া আর কাহাকে বাস্‌বে না, সত্তি কি চিরকেলে প্রণয় একেবারে ভুলে যাবে? সে তেমন লোক নয়, তার মন তত কঠিন নয়। এসেই দেখ্‌ছি আমার পায় ধোরে কান্দবে এখন। সে সরল মানুষ, লোকের কুপরামর্শ শুনে এক কুকর্ম্ম করেছে, তাই বোলে কি আমি তাকে ত্যাগ কর্‌তে পারি? ছেলে মোলে যেমন লোকে দুবার একবার মনে করে, সে হয় ত আবার বেঁচে আস্‌বে এখন। আমি শুয়ে সেইরূপ নানা রকম ভাব্‌ছি, এর মধ্যে দেখি বাজনা বাজিয়ে ভারি আমোদ কোরে আস্‌ছে। সেই বাজনা শুনে আমার প্রাণ আর ধড়ে থাক্‌লো না। একবার উবুড় হই, একবার কাত হই, এর মধ্যে এক জন এসে দোরে ঘা দিচ্ছে, মা ঠাক্‌রুন, শীঘ্র ওঠ, বৌ ঠাকুরাণীকে বরণ করে নেও। সরলা, তখন যে আমার মন কি কর্‌তে লাগলো, তা আর আমি বোল্‌ব না, বোল্‌তে পারি না। যতক্ষণ আশা থাকে, ততক্ষণ হাজার কষ্টও সহ্য হয়, কিন্তু হতাশ যে কাকে বলে, তা বাছা তোমরা জান না। ভগবান করেন যেন তোমাদের তা কখন না জান্‌তে হয়।

সরলা। (মুখ নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তার পর?

শশীর মা। আমি উঠ্‌লেম না, কথার উত্তর দিলেম না, সে বাইরে যেয়ে বোল্লে। বাছা, মিন্সে কোল্লে কি, বাহির হতে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে লোকের মাঝ খান দিয়ে বাটীর ভিতর এল, এসে বোল্‌ছে কি— উঃ বাছা সে আর বোল্‌তে পারি না,—শেষে বোল্‌ছে কি, আমি কালই কাশীর জন্য সমুদয় জিনিষপত্র কিনে এনে দেব, দেখি, ও কি করে। আমি কালই কাশীর জন্য নূতন ঘরের বোনেদ কোর্‌বো। আমার যত আশা ভরসা ছিল, সেই দিন সমুদয় শেষ হোল। তখনি আমার মনে উদয় হোল, কেন এর চেয়ে বিধবা হোলেম না। পৃথিবীর আশা ভরসা ঘুচে গেলে সেই অনাথ-নাথের

প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমার তখন জ্ঞানের উদয় হোল, মনে কোল্লেম, এ সমুদয় বিষয় আর মনে ঠাঁই দেব না। কিন্তু সে কি ইচ্ছার কথা? আমি যদি কষ্টে শ্রষ্টে মনকে স্থির কোর্‌তে যাই, তা ওরা দেবে কেন? মিন্‌সের বয়স পঁয়তাল্লিশ হোল, যেন ফিরে নব বাহার হোয়েছে! এদের আমোদ, এদের হাসি তামাসা, আরও আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে! আমাকে কষ্ট দিতে পারিলেই যেন ওদের বেশী আমোদ। বল বাছা, আমার অপরাধ কি? আমাকে ভাল বাসিস্ না, আমাকে কেটে কেটে নুন পুরিস্ কেন? আমাকে দেখ্‌ছি বনে যেতে হোলো। বাছা, ভালবাসা কাকে বলে তাকি বুঝেছ?

সরলা। (অধোবদনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

শশীর মা। ও এমনি জিনিষ যে, আমি তোমাকে যতখানি ভালবাসি তুমি যদি তা চেয়ে একটু কম বাস, আমি তোমাকে না দেখে যত কষ্ট পাই তুমি যদি তত কষ্ট না পাও, তাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ লাগে। ভালবাসা এমনি জিনিষ। এখন বাছা দেখ দেখি আমার প্রাণ কেমন ভাবে আছে?

সরলা। তুমি আমাকে যা বোল্লে, এই কথাগুলি এক দিন ঘোষাল মহাশয়কে শুনাতে পার? আমি তবে এখন যাই।

শশীর মা। এসো বাছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামধন মজুমদারের বাটী। সাতুলাল আসীন।

(কানু মুখুয্যে ও ঘটকের প্রবেশ।)

কানু। রামধন মজুমদার মহাশয়ের এই বাড়ী?

সাতু। কোত্থেকে আস্‌ছেন?

কানু। রাঘবপুর থেকে আস্‌ছি; বিশেষ প্রয়োজন আছে, মজুমদার মহাশয় কোথায়?

সাতু। আর বোল্‌তে হবে না বাবা, বুঝ্‌তে পেরেছি; কিন্তু সে সাদা চোখের কাজ নয়।

কান্থ। আপনি কি মনে কোর্‌ছেন ?

সাতু। সে কি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে ? আম্‌রা কল্‌কেতা ঘোঁটা ছেলে, চোখ্‌ দেখ্‌লে মানুষ চিনি।

কান্থ। আপনার নিবাস ?

সাতু। ভয় পেয়েছ, মনে করেছ বাদী জুটেছে, সে ভয় নাই বাবা। আমার নিবাস এই, আমি আমার দাদার ছোট ভাই, আমার নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাতু লাল মজুমদার মহাশয়। কেমন নামটী, মিষ্টি না ? ঠিক কথা বোল্‌বে বাবা ?

কান্থ। বেশ নামটি। কিন্তু দাদার ছোট ভাই বোল্লে চিন্‌বো কেমন কোরে ?

সাতু। আমার দাদার নাম করি নি ? হি! হি! হি! আমার দাদা রামধন মজুমদার।

কান্থ। বটে, তার পর আপনি কি বোল্‌ছিলেন, কি বুঝ্‌লেন খুলে বলুন না কেন ?

সাতু। বলি, একি আর বুঝ্‌তে বাকি থাকে ? শুড়ীর দোকানে কেহ কি হবিষ্যি কোর্‌তে যায় ? কিন্তু বাবা সে সাদা চোখের কাজ নয়। অত টাকা দিতে পার্‌বে ?

কান্থ। তা হবে এখন মজুমদার মহাশয়—

সাতু। ভয় কি বাবা ? বোলে ফেল না ? আমি ত তোমাকে বোলেছি, আমি বাদী নই। অত টাকা পাব কোথা, বোল্লে ত হয় না ?

কান্থ। কত টাকা চাই ?

সাতু। হাজার টাকা। তা টাকায় পায় কি, আহা! হা! সে চন্দ্রবদন!

কান্থ। (স্বগত) কি বলে গেঁজেল বেটা। (প্রকাশ্যে) হাজার টাকা পেলে কি আপনি ভাইঝিকে বে করেন ? আর আপনার দাদা আপনাকে বে দেন ?

সাতু। আরে কথার কথা বোল্লেম। (কানের কাছে মুখ নিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু ভাই টাকা পেলে দাদার বড় কসুর যায় না।

কামু। (স্বগত) এটা ত গেঁজেল, এর সঙ্গে ভাব কোরে কথাগুলি বের করে নেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) হাজার টাকা!

সাতু। হাজার টাকার নামে চম্‌কে গেলে বাবা! তাইত বোল্লেম, ও সাদা চোখের কাজ নয়, তেমনি ডায়মনকাটা প্রাণ হয়, তখন শুধু সেই ঝাঁপটাকাটা দেখে বাবা বোলে দু হাজার টাকার নজর ধরে। সে আড় নয়নের চাউনিতে কত লোকের ভিটায় ঘু ঘু চরে। হাজার টাকা দে গেলে ত বেঁচে গেলে।

ঘটক। আর বার শুনেছিলেম যে ৭ শ টাকা?

সাতু। সে যে বাবা এক বছরের কথা, তার পর আর এক বছর গিয়েছে। বাবা, দানা খরচ লেগেছে, মাল তৈয়ার কোর্‌তে খরচ লেগেছে, টাকার সুদ আছে, শুধু বল্লে ত হয় না।

কামু। তাতেই এত দর বেড়ে গেছে?

সাতু। হাঁ আরও বাড়বে, পার ত বাজার নরম থাকতে থাকতে এই সময় মাল হাতে কর বাবা।

কামু। হাজার টাকার কিছু কমে হবে না?

সাতু। বাবা, কম্ কম্ কোচ্ছ, এ যে তোয়েরি মাল, দুদিন রেখে বেচ্‌লে দেড় হাজার টাকায় পড়্‌তে পাবে না। আমার দাদা এক কথার মানুষ, তিনি এ বৎসর যে ১লা কার্ত্তিক পড়েছে, অমনি রাইট করে দর বেন্ধে দিয়াছেন। এ বৎসর হাজার টাকার কমে তিনি মাল ছড়বেন না, তা পোচে গেলেও না।

(রামধনের প্রবেশ।)

এই যে আমার দাদা আস্‌ছেন। দাদা, একটী খদ্দের, তা আমি বলেছি, সে সাদা চোখের কাজ নয়।

রামধন। আপনাদের নিবাস?

ঘটক। মুখুয্যে মহাশয়ের নিবাস বিষ্ণুপুর, এঁরা অতি প্রধান বংশ, ওঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন। আপনার কনিষ্ঠা কন্যার সম্বন্ধ কি স্থির হোয়েছে?

রাম। না মহাশয়, এ গ্রামের মুখুয্যে মহাশয়েরা ৮০০ টাকা বলেছেন, রামনগেরর চাটুয্যেরাও ঐ ৮০০ টাকা বোলে গ্যাছেন, কিন্তু ৮০০ টাকায় আমি মেয়ে দিব না।

ঘটক। প্রতাপকাটী হোতে যাঁরা এসেছিলেন ?

রাম। তারা অতি ছোট লোক।

ঘটক। মহাশয় বলেন কি ? প্রতাপকাটীর মুখুয্যেরা ছোট লোক ! তাঁরা অতি প্রধান বংশ।

রাম। আহা হা হা, তাঁরা ৭০০ টাকা দিয়া ছেলের বে দিতে আসেন্ !

ঘটক। আপনি চান কত ?

সাতু। ১২শ টাকা সরকারি ডাক।

ঘটক। দেখুন, দর বল্‌বেন না, উচিত যা নেবেন তাই বলুন।

রাম। আমার কাছে এক কথা, আমি দর ফর বুঝি না, ১২শ বলি আর ১৪শ বলি, হাজার টাকার কমে ছাড়ব না।

ঘটক। বৌনি বেলা বোলে তবে অনেক খাতির কর্‌লেন ! সে যা হয় হবে এখন, আগে মেয়েটী একবার দেখান।

রাম। যে আজ্ঞা মহাশয়, একটু বসুন, আমি মেয়ে আনি।

[রামধনের প্রস্থান।

সাতু। সে বড়া সরেস মাল বাবা, সে আর দেখ্‌তে হবে না।

ঘটক। আমাদের পক্ষ হোয়ে আপনার দাদাকে গুটী কয়েক কথা বল্‌তে হবে।

সাতু। ভেবেছ আমি গেঁজেল, গোটা দুই মিষ্টি কথা বলে আমাকে হাত কর্‌বে ? বাবা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু বেঠিক পাবে না। আমি ঠিকই আছি। জানো, আমি তোমাদের বিপক্ষ লোক ?

কাহ্নু। কেন সাতু বাবু, আমাদের অপরাধ ?

সাতু। প্রথম তোমরা গাঁজা খাও না, আর হি ! হি ! হি ! ঐ দেখ দাদা আস্‌ছেন্, আর আমার মা সরলাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আন্‌ছেন। দাদা, আর একটু এদিকে টেনে নিয়ে এস, খদ্দের দেখুক, মাল না দেখলে খোদ্দের বাড়্‌বে কেন ?

(রামধন ও সরলার প্রবেশ।)

রামধন। এই দেখুন মেয়ে, রামনগরের বাঁড়ুয্যেরা ৮০০ টাকা বোলে গ্যাছেন —

সাতু। ঐ দেখুন, মেয়ের ৮০০ টাকা ডাক দর হোয়ে গ্যাছে, খদ্দের কেউ

থাকেন বাড়ুন—বড়া মাল যাতাহে, আটশো রূপেয়া—আটশো রূপেয়া এক—আটশো রূপেয়া দো—বাড়হ বাড়হ—আটশো রূপেয়া—আটশো রূপেয়া, আটশো রূপেয়া এক—

কানু। নয়শো।

সাতু। নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, বেরি গুড্ মাল—গুড্ আইজ্, গুড নোজ্—যাতাহে—নয়শ রূপেয়া, নয়শ রূপেয়া এক—নয়শ রূপেয়া দো—বাড়হ বাড়হ—নয়শো রূপেয়া—বাড়হ বাড়হ—নয়শ রূপেয়া এক—ভাল মাল যাতাহে, নয়শো রূপেয়া—

রাম। (বেগের সহিত সাতুর নিকট গমন করিয়া) ও কি রে বানর ?

(এদিকে সরলার অন্তঃপুরে প্রস্থান।)

সাতু। দাদা, ব্যাজার হোলে নাকি ? অমন না কোল্লে কি দর বাড়ে ? তুমি মেয়ে আমার সঙ্গে দাও, আমি টালার নিলাম ঘরে নিয়ে যাই, আমি যদি তোমাকে ৫০০০ টাকা এনে দিতে না পারি তবে কি বোলেছি। আমি বেশ নিলাম ডাক্‌তে পারি,—নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক, নয়শো রূপেয়া দো, বাড়হ বাড়হ, নয়শো রূপেয়া, ভাল মাল যাতাহে, নয়শো রূপেয়া, তৈয়ারি মাল যাতাহে।

রাম। ওরে চুপ কর্, ওরে চুপ কর্, বানর! জাত্ মারলি, কি গেঁজেলের হাতেই পোলাম, ওরে চুপ্ কর—

সাতু। নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া, নয়শো রূপেয়া এক, নয়শো রূপেয়া, হি! হি! হি! খোদ্দের নাই তার হবে কি ? দাদা, দাও তোমার পায় পোড়েছি, টালার নিলামে নিয়ে যাই।

রাম। যা, তুই আর বানরামী করিস্‌নে। একেবারে জাত মার্‌লি আর কি, বানরামী কোরে ৯০০ টাকার খোদ্দেরটা বিগ্‌ড়ে দিবি নাকি ? (স্বগত) গেঁজেল হউক, আর মাতাল হউক, কথাটা বোলেছে কিন্তু মন্দ নয়। (ঘটকের প্রতি) মেয়ে আপনারা দেখলেন। হাজার টাকা দিতে পারেন আপনাদের সহিত কাজ করিতে প্রস্তুত।

কানু। আমরা মেয়ে দেখলাম, এখন পরামর্শ করে আপনাকে সংবাদ দিব। ঘটক মহাশয়, চলুন।

[প্রস্থান।

রাম। বানরামী করে আবার একটা খদ্দের বিগড়ে দিলি।

সাতু। দাদা, ওরা ত আমাকে বে করবে না? গরজ থাকে আবার আস্‌বে। তুমি সরলাকে দাও, আমি টালা নিলামে লইয়া যাই।

রাম। (স্বগত) নিলামে পাঠাতে পার্‌লে ত বেশ হয়, কিন্তু তা করবে কি করে? দেশে আচার নাই, বিচার নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, পোড়া দেশে দ পড়ুক। সকলি মোড়ল, যার প্রাণে যা চাই আর তাই বলে। এখনি দেশের লোকে হাত তালি দেবে, হুকা পর্য্যন্ত বন্ধ কর্‌বে। যাক্‌, যা হবে না তা ভেবে আর কি হবে? যে ছুর্‌মুসে কপাল, তা ঘট্‌বে কেন?

সাতু। দাদা, ভাবছো কি? রঞ্জনের সঙ্গে বে দাও?

রাম। টাকা?

সাতু। ও টাকা ত আমার, আমি টাকা চাই না।

রাম। (স্বগত) বানর ছাড়্‌বে না রে। (প্রকাশে) বানর! তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, সম্পর্কে যে বাধে?

সাতু। ভমরা। এই বল নিলামে দেবে, এখন সম্পর্কে বাধলো? সম্পর্কে বাধে! এ দিকে যে ব্রাহ্মণবংশ অধোঃপাতে যান? সম্পর্কে বাধে, বিদ্যাভূষণকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিলেই হবে।

[যবনিকা পতন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্তিচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী।

কান্তিচন্দ্র, ও তাহার তিন ভ্রাতা আসীন।

(সাতুলালের প্রবেশ)

সাতু। তোমার ভাগিনেয় রঞ্জন কি প্রত্যাগমন করিয়াছেন?

কান্তি। কি?

সাতু। বুঝলে না? আচ্ছা, সরল ভাষায় বলি। রঞ্জন কি বাড়ী ফিরে এসেছে?

কান্তি। না, বোধহয় আজ কাল আসিবে।

সাতু। বিন্দু দিদির খবর কি ?

কান্তি। খবর মাথা আর মুণ্ডু। তোমার বিন্দু দিদি আমার ভগ্নী, তাহাকে আমার নিন্দা করিতে নাই। তার জন্যে আমি যা করেছি তাহা ভগবান জানেন। তিনি কাশীতে আছেন। তিনি কারু নয়।

সাতু। তার এক মাত্র পুত্র রঞ্জন, তারে মোটে কাছে যাইতে দেন না। ছেলে সর্ব্ব গুণের, তাহার প্রতি নারাজ। যা কিছু ছিল সব উড়াইতেছেন, তাহার ভাব কি বল দেখি ?

কান্তি। তার কথা বল্লো না।

সাতু। খাওয়া দাওয়া গৃহকর্ম্ম সব হয়ে গেছে ?

কান্তি। হবে না কেন ? চারি ভাই ভাগে যোগে কাজ করি। কেও তরকারী বানাই, কেও জল আনি, কেও রান্ধি। বাড়ীতে মেয়ে মানুষ নাই, ছেলেপিলেও নাই। কয় ভাই সুখে সচ্ছন্দে আছি।

সাতু। গৃহলক্ষ্মী ঘরে নাই, তা বাড়ী দেখলে বুঝা যায়। এ দিকে ছাই, ওদিকে ভস্ম, এ যেন শ্মশানভূমি। বলি কান্তি দা, চারি চারিটা ভাই, এ কি কারও বংশ থাকিবে না ?

কান্তি। করি কি ? টাকা পাবো কোথা যে বে কোর্‌বো ? যা ছিল, বেচে কিনে বিবাহ কোরলাম। কথা হইল এই যে, আমার মেয়ে হলে তাহা বেচে ভায়াদের বে দেব। তা মেয়ে হবার আগে গৃহশূন্য হোলাম।

দ্বিতীয় ভাই। শুন সাতু, আমি দেখেছি বিধবা বিবাহ না হলে আমাদের বংশ থাক্‌বে না। আমি বিদ্যাসাগরের নিকট যাওয়া আসা করে থাকি।

তৃতীয় ভাই। যা না হবার সেই কথা। রাঁড়ের বে নাকি আবার হয়ে থাকে। আমি ভেক লব, বৈরাগী হবো। ইহকালও হবে, পরকালও হবে।

সাতু। ইহকালের কি ভাল হবে ?

তৃতীয় ভাই। কেন, সংসারধর্ম্ম করিব ? ভাল দেখে একটা বৈষ্টমী সেবা দাসী কোরব।

কান্তি। ছি ! ও কথা বলে না। বামুন হয়ে বৈষ্টম হবি কেন ? তোর ভাব দেখে বোধহয় যে বৈরাগী বেটাদের সঙ্গে মিশ্‌বি ?

তৃতীয়। তা ত আমি মিশ্‌বই। আমি বুঝি চিরকাল এখানে বসে ভাত রান্ধবো?

চতুর্থ। এ পরামর্শ কিছু ভাল নয়। আমি কিন্তু ব্রাহ্ম হবো। হয়ে ব্রাহ্মিকা বে কর্‌বো। বৈরাগীরা সমাজে অপদস্থ। ব্রাহ্মদের বেশ পদ আছে। আর সেই জন্যে আমি দাড়ী রেখেছি, আর চোখ বুঁজে প্রার্থনা করে থাকি।

সাতু। একজন বিদ্যাসাগরের অনুগত, তিনি একটী বিধবার লোভে ঘুর্‌ছেন। একজনের একটী বৈষ্ণবী পেলেই হয়। একজন ব্রাহ্মিকা পা'বার আশায় ব্রাহ্ম হবেন। কান্তি দাদা, তুমি কি আর কর্‌বে? তুমি কলমা পড়।

কান্তি। আমার ভরসা কলাগাছ।

সাতু। আজ তোমাদের এখানে মহাভারতের কথা হবে। (সুর করিয়া)

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কই বিছানা ইত্যাদি পাতা হয় নি যে?

কান্তি। মহাভারতের কথা, সে কি?

সাতু। আমি পাড়ার কতক কতক নিমন্ত্রণ করে এসেছি, তাহারা আগত-প্রায়। আমার নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই যে, কান্তিচন্দ্র মজুমদারের বাটীতে আজ অপরাহ্নে মহাভারতের কথা হইবে, আপনারা কৃপা করিয়া শুনিতে আসিবেন। এই যে শ্রোতাগণ আসিতেছেন।

(কুলিন ভুবন মুখুয্যের চারি অবিবাহিতা কন্যার প্রবেশ। জ্যেষ্ঠার বয়স ত্রিংশৎ ও কনিষ্ঠার বিংশতি।)

জ্যেষ্ঠা কন্যা। কই সাতু, মহাভারত কই, কোন উদ্যোগ তো দেখ্‌ছি নে?

সাতু। উদ্যোগ সবই আছে। (কান্তির প্রতি) এঁরা আমার নিমন্ত্রণ ক্রমে তোমার বাড়ী মহাভারত শুনিতে এসেছেন।

কান্তি। এ আবার কি রঙ্গ?

সাতু। রঙ্গ কিছু নয়। আমি একখানা নাটক লিখ্‌বো। নাটক বল্লে, বুঝ্‌বে না, মহাভারত লিখ্‌বো, তাহাতে ঘটনা চাই, তাই এ সমুদায় উদ্যোগ।

কান্তি। কিছু বুঝ্‌লেম না।

সাতু। তোমরা চারি ভাই আদমরা হয়ে আছ। তোমরা অবশ্য মনে ভাব তোমাদের মত পোড়াকপালে জগতে আর নাই। তাই, শ্রীভগবান যে নিরপেক্ষ তাই দেখাবার জন্য ঐ চারি পোড়া-কপালি একত্র করে তোমাদের সম্মুখে আন্‌লুম।

জ্যেষ্ঠা কন্যা। (মুখে বসন দিয়া) সে কি রে ড্যাকরা ?

সাতু। আপনারা বুঝ্‌লেন না। কান্তি দাদা আর ভ্রাতৃগণ ভাবেন যে তাঁহারা বড় হতভাগ্য, তাঁহাদের সংসার হইল না, এ জীবন বিফলে গেল।

কান্তি। তাই কি ?

সাতু। আবার, আমার এই দিদি ঠাকুরাণীগণ, ইঁহারাও চারি জন। ইঁহারা ভাবেন যে, ইঁহারা কুলিন কন্যা, ইঁহাদের বিবাহ হইল না। ইঁহাদের ন্যায় হতভাগিনী ত্রিভুবনে আর নাই। তাই আপনারা পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া শান্ত হউন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা। (মুখে বসন দিয়া হাসিতে হাসিতে) ড্যাকরা, এই কি তোমার মহাভারত ?

সাতু। হ্যাঁ, এখন আরম্ভ করি, শ্রবণ কর। অগ্রে উদ্বোধন করি। (করযোড় করিয়া ঊর্দ্ধ মুখ হইয়া) হে জগৎপতে! তোমার লীলা বুঝা ভার। এই এক গ্রামে চারি পোড়াকপালের ও চারি পোড়াকপালির একত্র বাস। চারি পোড়াকপালে চান স্ত্রী, আর চারি পোড়াকপালি চান স্বামী। অথচ কাহার পোড়া কপাল ঘোচে না। তাই বলি, তোমার লীলা বুঝা ভার।

জ্যেষ্ঠা। মরণ আর কি! এই শুন্‌তে আমাদের ডেকেছিস্ ?

সাতু। (সুর করিয়া)

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

(স্বাভাবিক স্বরে) চল, তোমরা আমার সঙ্গে চল, চারি পোড়া-কপালে ও চারি পোড়াকপালি। যেখানে ব্রাহ্মণ সমাজ আছে, সেখানে ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে যাইব। এইরূপ নগরে প্রান্তরে

ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তোমাদিগকে দেখাইব, আর বলিব 'হে ব্রাহ্মণগণ। তোমরা নাকি সকল বর্ণের গুরু, তোমরা নাকি ব্রহ্মকে জানিয়াছ, এই ন্যাও, এই চারি পোড়াকপালে ও চারি পোড়াকপালি তোমাদের কীর্ত্তি।'

কান্তি। কুলধর্ম্ম যে রাখিতে হয়।

সাতু। কুলধর্ম্মের মুখে ছাই, ইহাদের বাবার মুখে ছাই, ব্রাহ্মণ জাতির মুখে—মুখে—গাঁজা (গাঁজায় দম্)। এই চারি পোড়াকপালে ও চারি পোড়াকপালি একত্র কোর্‌লাম। এখন আপনারা যাহা ভাল বুঝেন তাই করুন্।

জ্যেষ্ঠা। বাবাকে বল্‌বো এখন, তোমায় মজা দেখাবেন।

সাতু। শুন, আমি নাটক লিখ্‌বো ও তাহার মধ্যে চারি পোড়াকপালে ও চারি পোড়াকপালি ঢুকাইয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে উহার অভিনয় করিব, করিয়া বলিব যে তোমাদের মুখে আগুণ।

[যবনিকা পতন।

শরৎ-সরোজিনী

[উপেন্দ্রনাথ দাস]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা, বহুবাজার, শরৎকুমারবাবুর বাসাবাটী।
শরৎকুমারবাবু টেবিলে বসিয়া পত্র লিখিতেছেন।

শরৎ। (পত্রলিখন সমাপ্ত করিয়া) বড় তাড়াতাড়ি লেখা হয়েছে, একবার পড়ে দেখি কি লিখলেম।

(পত্রপাঠ)

কলিকাতা,
২রা ফাল্গুন, সন ১২৮০ সাল।

সরোজ,

তোমরা ভাল আছ শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমিও এক প্রকার ভাল আছি। আগামী শনিবারে আমাদের বিজ্ঞানালোক-বিস্তারিণী সভার অধিবেশন। সেই দিন হরিদাসবাবু—ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান—"মনুষ্য কপি-বংশোদ্ভূত" এই বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ রচনা পাঠ করিবেন। অনেক তর্কবিতর্ক হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের মান্যবর সভাপতি মহাশয় এই মতের ভয়ানক বিরোধী। আমার নিজের মতের কিছু স্থির নাই। তর্কে কি সিদ্ধান্ত হয় পরে লিখিব। ইহার পরের অধিবেশনে বোধ হয় আমাকে রচনা পাঠ করিতে হইবে।

আমার পাগলা ভগ্নীটি কি এখনও সেই রকম আছে? সেই প্রকার পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল?

বোধহয়, আমরা যত ভয়ঙ্কর হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তত ভয়ঙ্কর হইবে না। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু যেরূপ আড়ম্বর ও অর্থব্যয় হইতেছে, তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের

গ্রামে যদি লোকের অন্নাভাবে কষ্ট হয়, যতদূর পার সাহায্য করিবে; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের এবং বালকদিগের। আমি ভগবান্ সরকারকে লিখিয়াছি, তুমি তাহাকে যেরূপ করিতে বলিবে, সে তাহাই করিবে।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা,

শরৎকুমার দত্ত

পুনঃ চঃ। আমি এখানে প্রায় সর্ব্বদাই নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি। সকল কথা, সব সময়ে, মনে নাও থাকিতে পারে। তোমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে— আমি পত্র পাইবামাত্র ক্রয় করিয়া পাঠাইয়া দিব।

শরৎ।

(পত্র বন্ধ করণ)

বেহারা ?

(বেহারার প্রবেশ)

শরৎ। এই চিঠিঠো ডাকমে দে আও।

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা

[বেহারার পত্র লইয়া প্রস্থান।

শরৎ। সরোজ বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে জানবার জন্য বড়ই উৎসুক। ছ সাত বৎসর দেখে দেখে আমার ওর উপর সত্য সত্যই ভাইএর স্নেহ জন্মে গিয়েছে। আমি সুকুমারীকে যেমন ভালবাসি, সরোজকেও তেমনি ভালবাসি। দুজনেই ভাল, তবে সুকুমারী কিছু চঞ্চল, সরোজ ধীর ও শান্ত।

বেচারামের প্রবেশ।

বেচা। দু'জন বাবু দেখা করতে এসেছেন।

শরৎ। নিয়ে আয়।

[বেচারামের প্রস্থান।

বিপিন ও নন্দবাবুর প্রবেশ।

শরৎ। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) আস্তে আজ্ঞা হয়, আস্তে আজ্ঞা হয়,— বসুন। আপনারা ভাল আছেন ত ?

(সকলের উপবেশন)

শরৎ। তবে, আজ অনুগ্রহ কি মনে করে ?

নন্দ। না, এমন কিছু মনে করে নয়। —আজ অভিনয় দেখ্‌তে যাবেন কি ? বিপিনবাবুতে আর আমাতে ত যাচ্ছি।

শরৎ। আজ্ঞে না, আজ যেতে পারব না। একটা কাজ আছে। আপনারা কোথায় অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন ? অভিনয়-মন্দিরের ত আজকাল ছড়াছড়ি।

বিপিন। কোন্‌টায় যাব, তা এখনও ঠিক করি নি। যেটায় ভাল বোধ হয়, সেইটেতেই যাব।

নন্দ। আমাদের দেশে অভিনয় দেখতে যাওয়া নাকি নূতন প্রথা আরম্ভ হয়েছে, লোকে মনে করে যে যেটায় হোক একটায় গেলেই হয়। ভালমন্দ বিবেচনা নাই। কোনটায় হয়ত দৃশ্যপট নেই বল্লেই হয়, খানকতক ছেঁড়া নেকড়া মাত্র। কোনখানে বা ঐক্যতান বাদ্যের এমনি সুমধুর ধ্বনি উঠছে, যে কাণে গেলে, আমরা ত আমরা, মড়া মানুষ পর্য্যন্ত সেখান থেকে উঠে পালায়। আবার কোনটায় হয়ত অভিনেতা একজন এমনি মদ খেয়ে আসরে নেবেছেন যে মুখ দিয়ে বাবুর কথা সরছে না, ঢলে পড়তে পড়তে রহে যাচ্ছেন। এ পাশ ও পাশ থেকে অন্য অন্য অভিনেতারা কত ধমকাচ্ছে, আর গালাগালি দিচ্ছে, কেবল মারতে বাকী রেখেছে বল্লেই হয়—দর্শকেরা পর্য্যন্ত তা শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু বাবুটির কিছুতেই সংজ্ঞা হচ্ছে না। (শরৎবাবুর প্রতি) ছবিটে বেশি ভুল হল কি ?

শরৎ। আমার মহাশয়, অভিনয় দেখতে বড় একটা যাওয়া আসা নেই ; আমি বল্‌তে পারি নে কোন্‌টা ভাল, কি কোন্‌টা মন্দ—কি কার কি দোষ।

বিপিন। কেন, আপনি কি একেবারে অভিনয় দেখতে যাওয়াই মন্দ বলেন না কি ?

শরৎ। না, তা ঠিক বলিনে বটে, কিন্তু তারই কাছাকাছি। আমাদের নাটক-লেখকেরা আর অভিনেতারা এক প্রণয় নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের আদিতে প্রণয়, মধ্যে প্রণয়, অন্তে প্রণয়। প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়।

বিপিন। কেন বিশুদ্ধ প্রণয়ের অভিনয় কি মন্দ ?

শরৎ। প্রণয়ের অভিনয় কেন, আমার মতে প্রণয়ই মন্দ।

নন্দ ও বিপিন। (সবিস্ময়ে) সে কি, আপনি বলেন কি। আশ্চর্য্য করলেন যে! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি কখন বিবাহ করবেন না?

শরৎ। না, কখন না, জীবন থাকতে না। আচ্ছা, সে কথা এখন যাক্, আপনাদের প্রশ্ন করি, যে পচা পুরাণ প্রণালীতে অভিনয়-মঞ্চে আজকাল প্রণয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাতে কি উপকার দর্শে? সেই কোকিল, সেই চন্দ্র, সেই রতিপতি, সেই পঞ্চস্বর, সেই বসন্তকাল, সেই মলয়পবন—আর যার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে, সেই মানভঞ্জন। বন্ধুবর নবগোপালবাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল, বলতে হাঁসি পায়! তিনি বলেন কি, যে আজকাল কি অভিনয় হয়, না—"বিধুমুখি, তোমার মুখ-চন্দ্র দেখে আমার মনঃপুষ্প প্রস্ফুটিত হল!" মহাশয়েরা, এ দেখে কি হয়?

নন্দ। নাটকে প্রণয়ের মূর্ত্তি যে এত অধিক অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়, তার নিগূঢ় কারণ আছে। আপনার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রণয় আমাদের সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তি।

শরৎ। পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হল, প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা কি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?—

নন্দ। তবে বন্দুক ধরুন না কেন?

শরৎ। (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) এখনও সময় হয় নি

নন্দ। শীঘ্র হবে?

শরৎ। আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, দুশ—তিনশ বৎসরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না! কিন্তু যতদিন না ভারতে স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিত মুণ্ড আমরা পদতলে লুণ্ঠিত, দলিত, করতে পারি,

ততদিন যে, প্রণয় কি অন্য কোন পশুবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে কৃতঘ্ন—পামর—নরাধম—দেশের কুসন্তান।

নন্দ। (ব্যঙ্গস্বরে) প্রণয়ও করবে না, বন্দুকও ধরবে না! তবে লোকে এখন কি করবে? কেবল বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবে না কি?

শরৎ। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) মহাশয়, ইতর ভাষা প্রয়োগ না করলে যে কথাবার্ত্তা কওয়া যায় না, তা জানতেম না!—কেন, সকলে সমবেত হয়ে, জাতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের চেষ্টা করবে—দেশীয় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি করবে—ভারতান্তরীণ সৌহার্দ্দ সংস্থাপন ব্রতে ব্রতী হবে। প্রেমের ক্রীতদাস দ্বারা এ সকল সুসম্পন্ন হওয়া অতিশয় কঠিন।

বিপিন। আপনার ওটা বিষম ভ্রম। যার স্ত্রীপুত্র আছে, তার দেশের প্রতি যতটা মমতা জন্মায়, রাজা কোন অত্যাচার করলে, অন্যায় রকম কোন কর স্থাপন করলে, তার যতটা আন্তরিক, মর্ম্মভেদী কষ্ট উপস্থিত হয়, একজন অপ্রণয়ী, অবিবাহিত পুরুষের ততটা হয় না—হতে পারে না।

শরৎ। আপনাকে—

নন্দ। (ঘড়ি দেখিয়া, ব্যস্তভাবে, বিপিনের প্রতি) ভাই, ৬৷৷০টা হল, আজ এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হোক; আমাদের আবার নীলকমলবাবুর বাড়ী হয়ে যেতে হবে। আর একদিন এসে শরৎ-বাবুর সঙ্গে এ-বিষয়ে ভাল করে তর্ক করা যাবে।

শরৎ। আমাদের সভায় একদিন এই বিষয়টা উত্থাপন করলে হয় না?

নন্দ ও বিপিন। সেই ভাল কথা, তা আজ আমরা এখন আসি। (উত্থান)

শরৎ। (উত্থানপূর্ব্বক) আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—ইডন্ গার্ডন।

কজন গায়নের প্রবেশ।

গায়ন।

গীত

রাগিণী-পূরবী—তাল আড়া।

বাজিল হৃদয়-বীণা হেরি উদ্যান-সুন্দর।
আনন্দ-নির্ঝর-রূপে সেজেছে ধরণী মনোহর॥
মোহিনী প্রকৃতি-সতী, ফুল্ল কুমুদ, মালতী,
সুধাংশু-রজত-ভাসে, হাসিছে সদা মৃদু মধুর।
যত বৃটন-সন্তান, সহ দারা পুত্রগণ,
আনন্দে মগন হয়ে, মিলে সবে করিছে বিহার॥
রণবাদ্য ভীম-রোলে, সুরভি-বায়ু-হিল্লোলে,
ঘোষিছে বীর-গরবে, ইংরাজের বিক্রম অপার।
হায় মম দেহ, মনঃ, ব্যথিত রে নিশিদিন;
কে পারে ভুঞ্জিতে সুখ, পায়ে যার দাসত্ব-নিগড়॥

[গায়নের প্রস্থান

শরৎ বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। বেস্ বাতাস আস্‌ছে, এইখানে একটু বেড়াই।—নন্দ আর বিপিনটার সঙ্গে তর্ক করে মাথা ধরে গিয়েছে। (পরিক্রমণ) বাঃ, কি মনোহর! (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) কিন্তু এসব মহাপুরুষদের অনুগ্রহে ভোগ কর্‌ছি মাত্র। ইচ্ছা হলেই দেবতারা নিয়ম করতে পারেন, বেলা ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত ধবল মূর্ত্তি ভিন্ন আর কেউ এখানে বেড়াতে পারবে না।—চতুর্দ্দিকেই বিজাতীয় প্রভুত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান। (দক্ষিণমুখ হইয়া) সম্মুখে ফোর্ট উইলিয়মের ভীষণ মূর্দ্ধা—বঙ্গের জীবন্ত পরীবাদ বিরাজমান। যেন কাপুরুষ বঙ্গসন্তানদের তারস্বরে বল্‌ছে—"সাবধান, ভ্রমে স্বপ্নেও স্বাধীন হ'তে অভিলাষ কর না—কি যদিও কর, প্রকাশ কর না। আমার নির্ম্মাতারা বিশ্বদর্পহারী—ভুবনবিজয়ী—বজ্র-

বিদ্যুৎপাণি। যদি প্রহারিত সারমেয়ের ন্যায়, যদি ক্রীতদাসের বেশে আমার নিকট আসিতে চাহ, আইস,—আপত্তি নাই। কিন্তু বিদ্রোহীভাবে—অস্ত্রহস্তে—আমার নিকট আসিতে কদাচ সাহস করিও না। নিমেষ-মধ্যে তোমাদের সন্তপ্ত রক্ত শীতল হইবে।" (দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) ফোর্ট উইলিয়ম! যদি আমরা নিতান্ত স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হয়ে কিয়ৎপরিমাণেও মনুষ্য নামের অধিকারী হতেম, তাহলে তোমার এই উদ্ধত বাক্য এতদিন সহ্য করতে হত না, তুমি কোন্‌কালে ভূমিশায়ী হতে,—তোমার একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি থাকত না। কিন্তু যাঁরা দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় সপ্তাহান্তেও একবার করে ভেবে থাকেন, তাঁদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা যায় বল্লেও বোধ হয় বড় অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার অভাবে আর কুসংস্কার-বশে জন্মভূমির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে স্পন্দহীন হয়ে পড়েছে। এ উৎকট রোগের প্রতিবিধান করতে যে কত বৎসর, কত শতাব্দী লাগবে, তা বলা যায় না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।—ভারতের অবনয় এত গভীর ও সর্ব্বগ্রাসী যে এই ঘৃণিত পরাধীনতার স্থায়িত্বই এখন আমাদের ভাবী উন্নতির একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভীষণ ব্যাধি-সমাচ্ছন্ন। এ অবস্থায় ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে যে পরামর্শ দেয়, বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে শুদ্ধ মূঢ় অবিবেচক নয়—দেশের শত্রু।

হরিদাস বাবুর প্রবেশ।

শরৎ। আস্তে আজ্ঞা হয়, বেড়াতে আসা হয়েছে?

হরি। আজ্ঞা হাঁ তাও বটে, আর আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যও বটে।

শরৎ। আমি এখানে এসেছি, তা আপনি জান্‌লেন কেমন করে?

হরি। আপনার বাসায় গিয়েছিলেম, আপনার একজন চাকর বলে দিলে।

শরৎ। আপনার রচনা কতদূর প্রস্তুত হল?

হরি। প্রায় শেষ হয়েছে।

শরৎ। বাস্তবিকই কি, মহাশয়, আমরা বাঁদরের বংশ ?

হরি। তার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এর স্বপক্ষে এক সহস্র প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে, বিপক্ষে একটিও না। আপনাকে আমি এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষ যে বাঁদর—

শরৎ। (স্বগত) বাবারে তরঙ্গ ওঠে বুঝি ! (প্রকাশ্যে) আজ আমায় ক্ষমা করুন, আমার বড় মাথা ধরেছে, আর একদিন শুনব।

হরি। ও কিছু নয়। আপনার মস্তিষ্কে একটু অধিক রক্ত গিয়েছে মাত্র, খানিক বেড়ালেই নেবে যাবে এখন। মানুষ যে—

শরৎ। মহাশয়, ইংরাজেরা বাঁদর এইটে প্রমাণ করে দিতে পারলে, আপনার কাছে বড় বাধিত হই।

হরি। এর আর আশ্চর্য্য কি ? এত পড়েই রহেছে।

মনুষ্য মার্কট-গোত্র :

ইংরাজেরা মনুষ্য :

অতএব,

ইংরাজেরা মার্কট-গোত্র।

এত যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত-দ্বারাই জানা যাচ্ছে। এখন শুনুন—

শরৎ। আবার একটা "গোত্র" রেখে দিলেন কেন ? ইংরাজেরা "মার্কট-গোত্র" না বলে, তারা মর্কট, এইটে সপ্রমাণ করতে পারলে আরও ভাল হয়।

হরি। আপনার ইংরেজদের উপর এত বিদ্বেষ কেন ? ইংরাজেরা উৎকৃষ্ট সভ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত, বিশেষ তাঁরা বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি-সাধন করেছেন।

শরৎ। আজ্ঞা হাঁ, ভারতবর্ষের শাসন ইংরাজি সভ্যতার আর ইংরাজি বিজ্ঞানের জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ—স্বর্ণময় ফল। সে দিন কি হয়ে গিয়েছে, শোনেন নি ? অনন্তপুরে একজন শ্বেতকান্তি ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। তাঁর কাছারির সম্মুখে একটি পুষ্করিণীতে একজন স্ত্রীলোক নিত্য জল নিতে আসত। স্ত্রীলোকটি দেখতে বড় সুন্দরী নয়, কিন্তু যুবতী। প্রতিদিন তাকে দেখে দেখে মহাপুরুষ একদিন হঠাৎ—। (ক্রোধ-বিকম্পিত-স্বরে) তার পর—। হতভাগা স্ত্রীলোকটার স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নামে

উচ্চতর বিচারালয়ে অভিযোগ করলে। অভিযোগ অগ্রাহ্য হল —প্রমাণাভাব। শুদ্ধ তাই হয়ে শেষ হল না। সত্যপরায়ণ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, নিষ্পাপ-দেহ—সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেছে বলে, সেই স্ত্রীলোকটার আর তার স্বামীর তিন মাস করে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হল।

হরি। আমি জানি না, আপনি যা বল্লেন তা সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু সত্য হলেও, একজনের দোষের জন্য সমস্তজাতিকে কিম্বা সমগ্র গবর্ণমেণ্টকে দোষী করা অন্যায়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

শরৎ। আচ্ছা আরও শুনুন—

হরি। বিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি হলেই ওসব সেরে যাবে। এখন শুনুন, মনুষ্যে আর শাখামৃগে—

শরৎ। মহাশয়, রাত্রি হল, এখন বাড়ী যাওয়া যাক, চলুন।

হরি। আচ্ছা চলুন, পথে যেতে যেতেই আপনাকে বুঝিয়ে দেব এখন। মানুষ যে প্লবঙ্গের অবতার, এটি জগতের একটি গুরুতম সত্য, আর এর প্রথম প্রমাণ এই যে—

শরৎ। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যে মানুষে বাঁদরের মত কলা খেতে ভালবাসে ?

হরি। মহাশয়, এ সব উচ্চ বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পরিহাসের উপযুক্ত নয়।

[সরোষে প্রস্থান।

শরৎ। (আলজ্জিত ভাবে) আজ্ঞা না, আমার অপরাধ হয়েছে, অপরাধ হয়েছে—

[হরিদাস বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আনরপুর, মতিলাল বাবুর বাটী।

মতিলাল বাবু খট্টিকোপরি শয়ন করিয়া আলবালায় ধূমপান করিতেছেন। এক জন ভৃত্য পদসেবা করিতেছে—নিকটে বিনয় দণ্ডায়মান।

মতি। এই পাটা টেপ্, এই পাটা টেপ্—আরে বেটা ভাল করে টেপ্। ভাত খাস্ নে না কি ?—উহুঃ হুঃ, বেটাচ্ছেলে মেরে ফেলেছে

গো, বেটাচ্ছেলে মেরে ফেলেছে। (ভৃত্যকে এক চপেটাঘাত পূর্ব্বক) বেটাচ্ছেলে, পাজি, দুবছর আমার বাড়ি রয়েছিস, এখনও পা টিপতে শিখলি নে? বেটাচ্ছেলে, পাজী—ই—ই? (ভৃত্যের অশ্রুমোচন)। হাঁ, হাঁ, অমনি করে টেপ্, তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আঃ বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ঐ খানটা টেপ্। আঃ। (সুখানুভব ও মধ্যে মধ্যে আলবালা টানন)। (কিয়ৎবিলম্বে) অরে, ঘটকী মাগী ঋষড়ে গিয়েছে?

ভৃত্য। সে ত অনেক ক্ষণ গিয়েছে।

বিনয়। আমার উপর কি আজ্ঞা হয়? আমাকে কি কালই যেতে হবে?

মতি। হাঁ, কাল প্রাতেই তোমাকে যেতে হবে। তোমাকে আমি এত দিন খেতে পরতে দিয়েছি—আর অনর্থক তোমাকে পুষতে পারি নে। তোমার জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। তোমার বাপের সঙ্গে আমার একটু আলাপ ছিল বই ত নয়? মরবার সময় তিনি ত আর তোমার জন্য টাকা কড়ি কিছু রেখে যান নি? —তা কাঁদলে আর কি হবে, বাপু—কাঁদলে ত আর টাকা আপনি এসে তোমার পায় গড়িয়ে পড়বে না?

বিনয়। আজ্ঞা না, তার জন্য কাঁদছি না। (অশ্রুমোচন)। আপনার আশ্রয়ে এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি, এখন আপনাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে, তাই মন কেমন করছে।

মতি। তা, বাপু, এখন বিদায় হও। কাল সকালে দেখা না হলেও হতে পারে, আমার ঘুমটা কিছু বেলায় ভাঙ্গে, জানইত। সর্ব্বদা কাগজ পত্র দেখতে হয়, আর তা ছাড়া অন্য কাজকর্ম্মও আছে।

ভৃত্য। (স্বগত) কাজকর্ম্ম ত কতই, কেবল বসে বসে ভড়র ভড়র করে শটকে টানা, সন্ধে হলেই পা টেপান,…। যে চড়টা মেরেছে, গালটা একেবারে ফুলে উঠেছে।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) তবে আমি বিদায় হই। আপনার কাছে কত অপরাধ করেছি,—মার্জ্জনা করবেন।

[ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও প্রস্থান।

মতি। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) মাংস তয়ের হল কিনা দেখে আয়। যা, শীগ্‌গির যা, যা না বেটা।

ভৃত্য। (প্রস্থান করিতে করিতে স্বগত) লাফিয়ে যাব না কি? বড়-মানুষ বাবুদের একবার বিধেতাপুরুষ গরিব করে ফেলে, আর আমাদের মত খেটে খেতে হয়, ত বাবু ভেয়েরা টেরটা পান। এই রকম করে দিন রাত্তির খাটায়, মুখ খিচোয়, আর মারধর করে বলেই ত আমাদের মন ভেঙ্গে যায়, আপনার মনীব বলে একটা মায়া থাকে না, জিনিষ টিনিষ অপচ আর চুরি চামারি করতে ইচ্ছে যায়?

[প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব হইতে গোপীনাথের প্রবেশ।

মতি। (তীব্রভাবে) কিরে গুপে, দেখেছিস্ ত ভাল করে? চিনে নিতে পারবি?

গোপী। (শিরঃ সঞ্চালনপূর্ব্বক) হাঁ—া—াঃ। যাকে আমি একবার দু চক্ দিয়ে দেখেছি, তাকে হজম করেছি।

মতি। নজরে রাখিস্, কোথায় যায়, কি করে। বুঝেছিস্ ত?

গোপী। হুঁ, হুঁ!

মতি। দু দিন চার দিন অন্তর আমাকে খবর দিবি। কিন্তু হুকুম না পেলে কিছু বাড়াবাড়ি করিস্ নে। যা যা বলে দিয়েছি, সব যেন মনে থাকে। (গোপীনাথকে অর্থপ্রদানপূর্ব্বক) এখন এই নে। যেমন কাজ দিবি, তেমনি পাবি।

গোপী। আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা নেই, আমার ঠেঁয়ে ব্রহ্মাস্তর আছে। (হস্তস্থিত লগুড়া প্রদর্শন)।

মতি। তবে এখন যা, চাকর বেটারা আবার কে কখন এসে পড়বে।

[গোপীনাথের প্রস্থান।

মতি। (সাহ্লাদে) ছোঁড়াটার টাকা খুব হাত করেছি, যা হোক।—কি করবে আমার ছোঁড়া? হুঁঃ। যাই এখন, দু দিন হবিষ্যি করে আছি বল্লেই হয়।—আজ একবার কামিনীর কুঞ্জে যেতে হবে। ভুবনমোহিনীকে আর ভাল লাগে না। চিরকাল কি একজন-কে ভালবাসা যায়? এ যে প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ, বাবা! (পরিক্রমণ ও চিন্তা)। কিন্তু আগুন নেবে না কেন? সুখ

হাতে পেয়েও পাই নে কেন? ওয়ার্ড্‌স্‌ ইনিষ্টিটিউসনে যখন ছিলেম, সেই সময় থেকেই ত সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি, সুখের সাগর ক্রমাগত মন্থন করছি, কিন্তু পিপাসা নিবৃত্তি হয় কই? আর তা ছাড়া মনটা কখন কখন এরকম চঞ্চল হয় কেন? কিছুই যেন ভাল লাগে না?—আঃ, দূর ছাই, আর ভাবতে পারিনে। দারু পিয়ো, বাবা, সব চলা যাগা। কালিদাস ভায়া ঠিক বলে গিয়েছেন,

"শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধং।"

মদ আর মেয়েমানুষেই ব্যাধি চিন্তা জন্মায়, আবার তাতেই যায়।—সবই ফক্কিকার, বাবা, চক্ বুজলে আর কিছুই নয়। কেবল মাত্র সত্য—সংখ্যা এক। দু এক বেটা লেখা পড়া শিখে আবার "দেশহিতৈষী" হতে আরম্ভ করেছেন! আরে আমার দেশহিতৈষীরে! মরে গেলে বুঝি "দেশহিতৈষিতা" সঙ্গে যাবে? "জলবত্তরলং।" যতক্ষণ আছ, বাবা, খাও দাও, মজা করে নেও।—কিন্তু তার পর?—তার পর আবার কি? যত গেঁজার ভেলকী। আমি ওসব মানিনে।—কিন্তু বাস্তবিক কি আমি সুখ ভোগ করছি, না কেবল সুখ পাবার আশায় এ দিক্ ও দিক্ ছট ফট করে বেড়াচ্ছি?—নাঃ, মিছি মিছি কতকগুল ভাবলে আর কি হবে? পেটে "অগ্নিজল" পড়লেই সব সেরে যাবে এখন। যাই বল আর যাই কও, বাবা, এমন ওষুদ আর কিছু নেই।

দুই জন নর্ত্তকীর প্রবেশ।

মতি। আরে, এ যে বিনা মেঘে বৃষ্টি!!

নর্ত্তকীদ্বয়। আপনিই আমাদের মনে রাখেন না, তা বলে কি আর—আমরা আপনাকে ভুল্‌তে পারি?

নৃত্য ও গীত।

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল ঠুংরি।

তেরি পালংগ পরে কংকণ টুটা।
কর নেহি টুটা মেরি কংকণ টুটা॥

কংকণকো শোচমে, ভয় হুয় বাওরি,
শাস, ননদীকো, মিলন ছুটা।

মতি। বাঃ, কেয়াবাৎ হায়! চল, চল, বড় নাচঘরে চল। ও সব গান কি এখানে জমে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আনন্দপুর, মতিলাল বাবুর বাটীর অন্তঃপুর। বিনয় ও বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিনয়। মা, আমি আপনার কাছে বিদায় হতে এসেছি।

বিন্দু। (দুঃখিত স্বরে) বাবা, নিতান্তই যাবে? কবে যাবে, বাবা?

বিনয়। মা, এখনই যাব।

বিন্দু। এখনই যাবে, বাবা?

বিনয়। হাঁ, মা।

বিন্দু। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া) তুমি আমাকে কেমন করে ছেড়ে যাবে, বাবা? তুমি ছাড়া আমাকে মা বলে ডাকবার আর কেউ নেই যে, বাবা?

বিনয়। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মা, বছর দুই পরে আবার আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।

বিন্দু। বাবা, ততদিন আর আমি বাঁচলে ত? বাবা, আমাকে মা বলে ডাকবার বুঝি এই শেষ হল। আমার ছেলে পিলে কিছু হয় নি। (অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক) তোকে মানুষ করে বিনয়, আর তোর মুখে মা মা শুনে, আমি সে দুঃখ এতদিন ভুলে ছিলেম। তোকে পেটের ছেলের মত দেখতেম। বাবারে আমার সে নেবান আগুন আজ আবার জ্বলে উঠল। বাবারে, আর আমাকে ত কেউ মা বলে আমার কাছে আসবে না? আর ত আমাকে কেউ মা বলে ডাকবে না?

বিনয়। (গদ্গদস্বরে) মা, আপনি এত উতলা হবেন না। আমি আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি আবার আসব। শীঘ্রই আসব। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

বিন্দু। একটু দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

ভুবনমোহিনীর প্রবেশ।

ভুবন। (ত্রস্তভাবে) বাছা, যাবার আগে তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। আমার মাথা খাও, অতি অবিশ্যি একবার দেখা করবে।

বিনয়। (সঙ্কোচের সহিত) আপনার কাছে যেতে—

ভুবন। তোমার লজ্জা করে। (চক্ষু মুছিয়া) আমি অসতী বলে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে। (বিনয়ের হস্ত ধরিয়া) বাবা, তোমার হাতে ধরে বলছি, একটিবার আমার কাছে যাবে। তোমারই ভালর জন্য বলছি।

বিনয়। (সাশ্চর্য্যে) আমার ভালর জন্য!

ভুবন। হ্যাঁ বাছা, তোমারই ভালর জন্যে। তোমাকে এক জন প্রাণে নষ্ট করবার চেষ্টায় ফিরছে।

বিনয়। (সভয়ে) অ্যাঁ, সে কি?

ভুবন। সে অনেক কথা, বাছা। (সশঙ্কিতভাবে) এখানে তা বলতে পারিনে। সে টের পেলে, তোমাকেও প্রাণে রাখবে না, আমাকেও না।

বিনয়। সে কে?

ভুবন। একটু আস্তে কথা কও, বাছা। কি জানি কোন শত্তুর, কোন খান দিয়ে শুনতে পেয়ে সর্ব্বনাশ বাধিয়ে দেবে। যেও, বাছা, একবার আমার কাছে, সব জানতে পারবে। মদের মুখে আমাকে বলে ফেলেছে।

বিনয়। আ—চ্ছা যা—ব।

ভুবন। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

[ভুবনমোহিনীর প্রস্থান।

বিনয়। লোকের কাছে মুখ দেখায় কেমন করে? মতিলাল বাবু সম্পর্কে দেবর, তারই—।—যাব কি? নাঃ, যাব বলেছি একবার যেতেই হবে।—ভয়ও হচ্ছে। কিন্তু আমার ত কেউ শত্রু নেই? কে

আমার অনিষ্ট আচরণ করবে? প্রয়োজনই বা কি? গরিবের সঙ্গে শক্রুতা করে লাভ?

বিন্দুবাসিনীর পুনঃপ্রবেশ।

বিন্দু। বাবা, এই টাকাগুলি নেও। তোমার পথের খরচে লাগবে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বগত) বাবা, তোমারই টাকা তোমাকে দিচ্ছি।

বিনয়। আমার টাকা আছে যে, মা!—এই দেখুন। আর আমি টাকা নিয়ে কি করব, মা?

বিন্দু। তোমার ওতে কোন না কোন সময়ে উপকার হতে পারে। আমি ব্যগ্রতা কচ্ছি, বাবা, টাকাগুলিন নেও। ফিরিয়ে দিও না, লক্ষ্মী বাবা আমার।

বিনয়। মা, আপনি আমাকে অমন করে বলছেন কেন? আমি কি কখন আপনার কথা অবহেলা করেছি? মা, জ্ঞান হয়ে অবধি আপনাকেই মা বলে জানি। আপনার কথা কি কখন অবহেলা করিতে পারি? এই দেখুন, আমি টাকাগুলি নিলেম।

বিন্দু। বাবা, তোর জন্যে আমার পোড়া মায়াটা বেড়ে উঠেছে যে, বাবা! আর আমাকে কে এমন করে কথা বলবে, বাবা? (রোদন)।

বিনয়। (সাশ্রুনয়নে) মা, একটু ধৈর্য্য ধরুন। বেলা হল, আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় দিন।

বিন্দু। তোমাকে আর কি আশীর্ব্বাদ করব, বাবা? এই আশীর্ব্বাদ করছি, যে দেব-ব্রাহ্মণে যদি আমার ভক্তি থাকে, আমি যদি একমনে পতিসেবা করে থাকি, তোমার কখন কোন বিপদ হবে না, আর যদিই হয় ত থাকবে না, কেটে যাবেই যাবে।

বিনয়। মা, আমার ভয় হচ্ছে, এই বাড়ী থেকে বেরুলেই আমার কি একটা বিপদ হবে, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদ কখন বৃথা হবে না। মা, তবে এখন বিদায় হই। আহা, মা কথাটা কি মধুর! দেশে বিদেশে, বিপদে আপদে, রাজপ্রাসাদে কি কারাগারে, একবার মুখে উচ্চারণ করলেই মনের অর্দ্ধেক দুঃখ লাঘব হয়। (অশ্রু মুছিয়া) মা, তবে আসি।

বিন্দু। (সরোদনে) চল বাবা, তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি বাবা, তোকে ছেড়ে কেমন করে থাকব, বাবা, কেমন করে থাকব রে? (অতিশয় রোদন)।

[উভয়ের প্রস্থান।

হামির

[সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার]

হামির	চিতোরের ভূতপূর্ব্ব রাণা ভীম সিংহের পৌত্র।
কুঞ্জর সিংহ	হামিরের মন্ত্রী।
সুরতান, জলন্ধর	ঐ পারিষদ।
উদয় ভট্ট	চিতোর-অনুরাগী ও হামিরের সহচর।
মালদেব	চিতোরের শাসনকর্ত্তা
জাল	মালদেবের মন্ত্রী।
বীলন দেব	মালদেবের পিতৃব্য
বনবীর, হরি সিংহ	ঐ পুত্রদ্বয়

স্ত্রীগণ

কমলা	মালদেবের স্ত্রী
লীলা	ঐ কন্যা
বীরণ	লীলার সখী
পান্না	ঐ ধাত্রী

দ্বিতীয়াঙ্ক।

কেলবারা পর্ব্বতের অধিত্যকায় হামিরের বাসস্থান।

(হামির, সুরতান ও জলন্ধর আসীন)

হামি। না সুরতান! জলন্ধর যা বল্‌ছে সে সত্য; চিতোর আক্রমণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

সুর। মহারাজ! সময় কাকে বলেন? শুভ তিথি নক্ষত্র সংযোগের নাম সময়; না সময়ের অর্থ আর কিছু?

জল। ঘটনা সংযোগের নাম সময়। অনুকূল ঘটনার সংযোগ না পেলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

হামি। সুরতান! পিতৃব্যের পরলোক গমনের সময় তোমার স্মরণ হয় কি ?

সুর। আজ্ঞে বিলক্ষণ স্মরণ হয়।

হামি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগে) আঃ! পিতৃব্যের উদার মূর্ত্তি আমি সর্ব্বদাই যেন দেখ্‌তে পাই। পিতৃব্য অন্তিম সময়ে আমার মস্তকে হস্তার্পণ করে বলেছিলেন "বৎস! তুমি চিরজীবী হও, কুললক্ষ্মী অবশ্যই তোমাকে কৃপা করবেন—চিতোরের নিমিত্ত তোমার পিতা, পিতামহ, পিতৃব্যেরা প্রাণার্পণ করেছেন—বাপ্পার বংশে তুমি একমাত্র সন্তান রৈলে—বৎস! চিতোরের কথা যেন কখন ভুল না হয়"।

জল। হা অজয়মল্ল! সেরূপ মহাপুরুষ আর হবে না।

হামি। পিতৃব্য আমাকে অতি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়ে গিয়েছেন,—যাবৎ সে কার্য্য সিদ্ধ না হচ্ছে্য তাবৎ আমি ঋণগ্রস্ত রয়েছি সুরতান।

সুর। সেই জন্যই বলছি, যত সত্বর সে ঋণ পরিশোধ হয় ততই সুখের বিষয়। মহারাজ! এই কেলবারা হতে যখন যখন চিতোরের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তখনি শরীরে অগ্নিজ্বালা উপস্থিত হয়।

হামি। সুরতান! আর অল্পকাল অপেক্ষা কর, চিতোরে এখনও প্রচুর পরিমাণে পাঠান সেনা রয়েছে।

সুর। মহারাজের সেনা সমুদয় মিবারে পরিপূর্ণ রয়েছে;—দশম বর্ষের বালক অবধি অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কোন্ প্রজা হামিরের অনুগত নয়? আপনার আদেশ মাত্রে যারা পৈতৃক বাসস্থান ছেড়ে, কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান না করে, দলে দলে এই সকল আহারহীন পর্ব্বতে আস্‌ছে, চিতোর উদ্ধারের কার্য্যে তারা প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করবতেও প্রস্তুত হবে, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

হামি। সুরতান! যারা আমার জন্যে প্রাণ ব্যয় করবতে প্রস্তুত, তাদের প্রাণের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়;—তাদের প্রাণ ব্যয়ের দ্বারা আমার কার্য্যসিদ্ধ হবে কি না, আগে সে বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত। পাঠানেরা অসভ্য বটে, কিন্তু রণদক্ষ;—কতকগুলি অশিক্ষিত কৃষী প্রজাকে তাদের প্রতিকূলে প্রয়োগ

করে কেবল আমাকে প্রজাহত্যার পাপভাগী হতে হবে মাত্র। সুরতান! আমার মনে স্থির বিশ্বাস আছে, পিতৃব্যের অন্তিম সময়ের আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হবে না। কুলদেবতা আমাকে অবশ্যই কৃপা করবেন; চিতোর উদ্ধারের অনুকূল ঘটনা, সুরতান! আমার অন্তরে অনুভূত হচ্ছ্যে যেন এলো এলো;—আর অধিক অপেক্ষা নাই।

জল। মহারাজ! আপনি এমন প্রজাবৎসল না হলে, প্রজাদেরই বা আপনার প্রতি কেন এত অনুরাগ হবে? এই তিন দিন মাত্র ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে—এর মধ্যে মিবারের সমুদয় প্রজাপল্লী জনশূন্য হয়েছে।

(কুঞ্জর সিংহের প্রবেশ)

হামি। কাকাজী সংবাদ কি?

কুঞ্জ। মহারাজ! সংবাদ সমস্তই মঙ্গল—প্রায় কোন পল্লিতেই আর প্রজা নাই। কেলবারায় সমুদয় সংকুলান হবে না বলে অধিকাংশ পশ্চিমের পর্ব্বতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হামি। তাদের সব বন্দেজ করে দেওয়া হয়েছে?

কুঞ্জ। আজ্ঞে তা সব দেওয়া হয়েছে।

হামি। কাকাজী! আজ কাল চিতোরের কোন সংবাদ পেয়েছো?

কুঞ্জ। আজ্ঞে পেয়েছি;—এইমাত্র উদয় ভট্ট চিতোর থেকে এসেছেন।

হামি। উদয় ভট্ট কোথা?

কুঞ্জ। মহারাজের অনুমতির অপেক্ষায় বাইরে আছেন।

হামি। যাবৎ চিতোর উদ্ধার না হবে, তাবৎ হামিরের এক কাজ ভিন্ন অন্য কাজ নাই;—কোন ভোগ বিলাসও নাই,—সুতরাং হামিরের কাছে আস্‌বের কালাকাল নাই। কাকাজী! উদয়কে ডাক।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।]

হামি। এইমাত্র সুরতান বল্‌ছিলেন যে চিতোর আক্রমণ করার কার্য্যে আমাদের আর কালগৌণ করা উচিত নয়, কাকাজী তোমার কি ইচ্ছা?

কুঞ্জ। ইচ্ছা আর কর্ত্তব্য এ দুয়ের কদাচ মিল হয়। চিতোর এইক্ষণেই

হস্তগত হক্ এ ইচ্ছা কার নয়, কিন্তু তাই বলে এইক্ষণেই চিতোর আক্রমণ করা উচিত হয় না। বল্গাবিহীন অশ্ব, আর বিবেক-বিহীন বীরত্ব এ দুয়ের গতি অনিশ্চিত;—কোথায় দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না।

(প্রতিহারী সহ উদয় ভট্টের প্রবেশ)

হামি। ভট্টরাজ! সংবাদ কি?

ভট্ট। মহারাজ! সেই পুরাতন সংবাদ, চিতোর যবনের হস্তগত রয়েছে।

হামি। তুমি চিতোর হতে আসছো?

ভট্ট। আজ্ঞে।

হামি। যবনাধম মালদেব কি অবস্থায় আছে ?

ভট্ট। আজ্ঞে, বোধ হলো মালদেব বড় সুখে নাই।

হামি। কিরকম? তুমি কিরূপে তার অসুখের কথা জ্ঞাত হলে?

ভট্ট। মহারাজ! চতুর লোকে চিত্ত চাপ্‌তে চেষ্টা করে,—কিন্তু তা হয় না। চোখে সব ব্যক্ত করে দেয়, নয়নমুকুরে মনের প্রতিবিম্ব স্পষ্টই প্রকাশ পায়;—রোগ, শোক, হর্ষ, বিষাদ, চোখে এ সকলি বলে দেয়, এমন ঘরের শত্রু আর নাই।

হামি। ভট্টরাজ! যারা কপটতার কপাট এটে থাকে, তাদের চোখে কি মনের প্রতিবিম্ব পড়তে পায়?—যারা মনে কান্দে মুখে হাঁসে তাদের মন দেখা বড় কঠিন।

ভট্ট। মহারাজ! যারা চিত্ত চর্চ্চায় প্রবীণ হয়েছে, তাদের কাছে কপটতার কপাট অতি স্বচ্ছ আবরণ। যার হৃৎপদ্ম অপ্রসন্ন তার মুখপদ্ম কিছুতেই প্রফুল্ল হয় না, সে হাঁসতে পারে না,—দাঁত দেখায় মাত্র। মালদেবেরও সেইরূপ অবস্থা;—বাইরে প্রচুর সুখ সম্পত্তির ভান,—কিন্তু অন্তরের ভাব অতি মলিন;—বোধ হয় পাঠানদের সঙ্গে মালদেবের সদ্ভাব নাই।

হামি। ভট্টরাজ! চিতোরে পাঠান সেনা কত দেখেচ?

ভট্ট। পাঠান সেনা পাঁচ হাজার আছে। মহারাজ! চিতোরে কিছু অর্থ উপার্জ্জনও হয়েছে।

হামি। চিতোরে অর্থ উপার্জ্জন হলো কিরূপে?

ভট্ট। কোন একটা উপলক্ষ না হলে কিরূপে সব সংবাদ আহরণ করি, এইজন্যে শার্ঙ্গী বাজিয়ে পথে পথে ঘরে ঘরে গান করে বেড়াই। চিতোরে নাম হয়েছে পাগলা ভাট। যেখানে স্ত্রীলোক প্রাচীন বা বালক দেখি, সেই খানেই বসে গান করি, এইরূপে সংবাদ সংগ্রহও হয়েছে, কিছু অর্থও হাত লেগেছে। প্রার্থনা ভৃত্যের আহরণ রাজভাণ্ডারে লওয়ার অনুমতি হয়।

হামি। এ কত টাকা ?

ভট্ট। মহারাজ! দুইশতের কিছু কম।

হামি। এটাকা তুমিই গ্রহণ কর ; তোমার ত অর্থের প্রয়োজন আছে।

ভট্ট। মহারাজ! আমার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; আমার একমাত্র উদর —কালক্রমে তারও তাদৃক অগ্নি নাই, দিনান্তে একবার আহার হলেই যথেষ্ট।

(অদূরে কোলাহল শ্রবণ)

হামি। কাকাজী! দেখ এসকল কোথাকার প্রজা আস্‌ছে।

(প্রজাগণের প্রবেশ)

প্রজাগণ। জয় হামির মহারাজের জয়।

১ম প্র। মহারাজ! আমরাত এসেছি গাঁ ছারখার করে আগুণ লাগিয়ে এসেছি, এখন আমাদের কি গতি কর্‌বে কর।

২য়। (সরোদনে) আমাদের কাচ্ছাবাচ্ছা বেগর আহারে মরে গেল।

হামি। তোমাদের কোন ক্লেশ হবে না, আমি তোমাদের থাকবের স্থান, আহারের সামগ্রী এ সব প্রস্তুত করে রেখিছি।

৩য়। হায়! হায়! খেতের জোয়ান ফসলে আগুণ দিয়ে এসেছি, কারু যুগ্‌গী বেটা মলে বুঝি এমন শোক হয় না। (রোদন)

প্রাচীনা স্ত্রী। বাবা মহারাজ! তুমি আমাদের মা বাপ বেটা পুত্তুর; আমাদের আর কেউ নাই।

১ম। হায় হায় সোণার মিবার ছারখার হয়ে গেল।

হামি। তোমরা কেন্দ না—কিছু চিন্তা কোরো না,—অতি অল্প দিনের মধ্যে তোমরা সব পাবে, যার যেখানে যেমন ঘর ছিল, সেইখানে তার তেমনি ঘর প্রস্তুত করে দেব—যার যে ভূমি ছিল, পাঁচ

বৎসরের জন্তে সেই ভূমি তাকে নিষ্কর দেওয়া যাবে। এহলে ত তোমরা সন্তুষ্ট হবে? দেখ যবনের অধিকারে বাস কল্যে পরকাল নষ্ট হয়।

প্রজাগণ। না বাবা! আমাদের প্রাণ যায় যাক; কিন্তু পরকাল খোয়াবোনা;—মোছলমানের রাজ্যে বাস কর্‌বোনা।

হাম্বির। কিছু দিনের জন্তে তোমরা এইখানে বাস কর, তার পরে আবার সব পাবে। কাকাজী! তুমি এদের নিয়ে যেয়ে সমুদয় বন্দেজ করে দেও।

কুঞ্জর। এসো তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

[প্রজাগণের সহিত কুঞ্জর সিংহের প্রস্থান।]

প্রজাগণ। জয় বাপ্পা কি জয়, জয় খোমানকা জয়! জয় হাম্বির কি জয়।

হাম্বির। যারা রাজা হয় তারা কি স্বার্থপর। সহস্র ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে, সহস্র ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করে তারা আপনাদের প্রয়োজন সাধন করে। এই সকল বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, এরা পরম সুখে ছিল, আমিই এদের ক্লেশের কারণ হলেম।

(কুঞ্জর সিংহের প্রবেশ)

কুঞ্জর। মহারাজ! আমাকে ফিরে আস্‌তে হলো।

হাম্বির। কেন কাকাজী?

কুঞ্জর। মহারাজ! চিতোর থেকে একজন দূত এসে উপস্থিত।

হাম্বির। চিতোরের দূত,—কার প্রেরিত?

কুঞ্জর। মালদেবের প্রেরিত।

হাম্বির। তার বক্তব্য কিছু ব্যক্ত করেছে?

কুঞ্জর। তার বক্তব্য অতি আশ্চর্য্য বিষয়।

হাম্বির। কিরূপ?

কুঞ্জর। মালদেবের এক কন্যা আছে; সেই কন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেওয়ার মানসে মালদেব দূতের দ্বারা নারিকেল পাঠিয়ে দিয়েছে!

(সকলের নীরবে অবস্থান)

ভট্ট। মহারাজ! আপনি নারিকেল গ্রহণ করুন, মালদেবের কন্যাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, কন্যা লক্ষণাক্রান্ত—আমার হৃদয়ে বলছে এ প্রস্তাব আপনার পক্ষে শুভসূচক।

কুঞ্জর। শুভসূচক কি অশুভসূচক তা কে বল্‌তে পারে? ভট্টজি ভবিষ্যতের উদর অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাতে কার দৃষ্টি চলে?

সুর। এটি নিশ্চিত জালের দুরভিসন্ধির জাল;—তস্কর গৃহস্থের সঙ্গে যে আত্মীয়তা কর্‌তে চায়, এর তাৎপর্য্য কি?

হাম্মির। জলন্ধর তোমার মত কি?

জল। মহারাজ আমি কিছুই বুজ্‌তে পাচ্ছিনে, কার্য্যের ফল শুভ হবে কি অশুভ হবে, সে দৈবায়ত্ত, কিন্তু মানুষের বিবেচনা করে কার্য্য করা উচিত।

হাম্মির। কাকাজী কিছু অবধারিত কর।

কুঞ্জর। এবিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণে অধিক চিন্তার আবশ্যক হচ্ছে না। মালদেবের কন্যার পাণিগ্রহণার্থে আপনাকে চিতোরে যেতে হবে,—অন্ততঃ একরাত্র আপনাকে মালদেবের আলয়ে অবস্থান কর্‌তে হবে; এইটী স্মরণ করলেই ও বিষয়ের কর্ত্তব্য আপনিই অন্তরে উদয় হবে।

হাম্মির। তবে নারিকেল গ্রহণ করা কাকাজী তোমার অভিপ্রেত নয়।

কুঞ্জর। আজ্ঞে না।

হাম্মির। সুরতান, জলন্ধর, ভট্টরাজ তোমাদের মতামত ব্যক্ত কর।

সুর। মালদেবের কন্যা কি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী পেলেও আপনার শত্রুর গৃহে যাওয়া হয় না।

(হাম্মিরের জলন্ধর প্রতি দৃষ্টি)

জল। মহারাজ! আমারও ঐ মত।

ভট্ট। মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমার আজ্ঞা হয়;—আমি সামান্য ব্যক্তি,—রাজমন্ত্রীও নয়,—রাজপারিষদও নয়,—সন্ধিবিগ্রহের জটিল পন্থার পথিকও নয়, কিন্তু মহারাজ! আমার সরল হৃদয়ে বল্‌ছে যে এ বিবাহের প্রস্তাব আপনার পক্ষে অনুকূল ঘটনা; আপনি অসংশয়ে নারিকেল গ্রহণ করুন্।

কুঞ্জ। সেকি ভট্টরাজ! এরূপ মন্ত্রণা প্রদান করা তোমার উচিত হয়

না। এক রমণীর নিমিত্ত চিতোর ছারখার হয়েছে ; সেই চিতোর উদ্ধারের এক আশা অবশিষ্ট আছে মাত্র, মহারাজ! সামান্ত রমণীর নিমিত্ত সে আশার মূলচ্ছেদ করবেন না।

হামি। (ঈষৎ হাস্তে) কাকাজী! হামিরের চিত্তে চিতোর ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। পৃথিবীতে রমণী অনেক আছে, কিন্তু চিতোর এক ভিন্ন আর নাই। কাকাজী! স্বপ্নেও আমার অন্তরে ভোগ বাসনার উদয় হয় না। আমি মিবারের সমুদয় প্রজাকে ভোগ সুখে বঞ্চিত করেছি, আমার চিত্তে সে চিন্তা চির প্রদীপের ন্যায় জ্বলছে।

কুঞ্জ। আমার বক্তব্যের সে মর্ম্ম নয়। আমি মহারাজকে ভর্ৎসনা করি নাই।

হামি। কাকাজী! তুমি অবশ্যই ভর্ৎসনা করতে পার। পিতৃব্য আমাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করে গিয়েছেন—বিশেষত তুমিই আমার শিক্ষা বিধানের কর্ত্তা। আমার বক্তব্য এই যে,—মালদেবের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাতে এরূপ প্রস্তাব কিরূপে উঠলো? বালকেও বুঝতে পারে যে এ সম্বন্ধের প্রস্তাব অসম্বদ্ধ প্রলাপ। আমি বিবাহের প্রস্তাবে পুলকিত হয়ে পরম শত্রুর গৃহে যাবো, মালদেব স্বয়ং অতি নির্ব্বোধ না হলে আর আমাকে এরূপ নির্ব্বোধ স্থির করতে পারে না। কিন্তু আমি জানি মালদেব অতি চতুর। তার কর্ম্মচারী জালেরও প্রশংসা শুনেছি। নারিকেল গ্রহণ করা না করা পরের কথা, আগে তার অভিসন্ধি অবধারণ করার আবশ্যক।

কুঞ্জ। পরের চিত্ত অন্ধকার ঘর, তার ভিতর কি আছে কি বলতে পারি? তবে এই বলা যেতে পারে যে মালদেবের অবশ্যই কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে।

হামি। ভট্টরাজ! বলতে পারো যে সকল পাঠানেরা চিতোরে আছে তাদের সঙ্গে মালদেবের সদ্ভাব আছে কি না?

ভট্ট। আজ্ঞে মালদেবের সঙ্গে পাঠানদের সদ্ভাব নাই।

হামি। হুঁ—তুমি বলছিলে যে মালদেবের কন্যাকে তুমি দেখেছো?

ভট্ট। আজ্ঞে দেখেছি।

হামি। কোথায় দেখেছো ?

ভট্ট। মালদেবের অন্তঃপুরে।

হামি। মালদেবের অন্তঃপুরে কি উপলক্ষে প্রবেশ কল্ল্যে ?

ভট্ট। আজ্ঞে মালদেবের কন্যাকে গান শোনাতে।

হামি। কি গান শোনালে ?

ভট্ট। আজ্ঞে পদ্মিনীর গীত।

হামি। মালদেবের কন্যার কাছে তখন আর কেউ ছিল ?

ভট্ট। আজ্ঞে তাঁর সহচরী এক জন ছিল।

হামি। গান শুন্‌বের সময়ে তারা পরস্পর কিছু কথা বার্ত্তা কইলে ?

ভট্ট। আজ্ঞে না, মালদেবের কন্যা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় নিশ্চল ভাবে গান শুনলেন। গান শেষ করে আমি চেয়ে দেখলেম যে তাঁর বিশাল লোচনযুগল জলে পরিপূর্ণ হয়েছে।

হামি। (কিঞ্চিৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া) কাকাজী! দূতকে ডাক,—আমি নারিকেল গ্রহণ কর্‌বো। আমার হৃদয় বল্‌ছে, এ প্রস্তাব শুভ ঘটনাসূচক। আমার অদৃষ্টে শত্রুর গৃহে মৃত্যু বা বন্দিভাব যা ঘটনা হবার হক, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই। চিতোর আমার পিতৃপুরুষের স্থান, এই উপলক্ষে অন্ততঃ একবার সে পিতৃতীর্থও আমার দর্শন করা হবে। আমি জন্মাবধি মাতুল-কুলে বাস করেছি—পিতাকে স্মরণ হয় না,—চিতোর কেমন কখনই দেখি নাই,—অতএব এই উপলক্ষে একবার চিতোর দর্শন করি ; কাকাজী ! তুমি অসন্তুষ্ট হৈও না।

কুঞ্জ। মহারাজ ! বিচার পূর্ব্বক কার্য্য না কর্‌লে পরে পরিতাপ পেতে হয়।

হামি। কাকাজী ! চিতোর-লুব্ধচিত্ত এই প্রস্তাব শুনে চিতোর দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হয়েছে ;—আর তার বিচার কর্‌বের শক্তি নাই। কাকাজী ! দৈবের গতি অতি জটিল ;—আমার পিতামহ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, ধন জন কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু কিছুতেই চিতোর রক্ষা হলো না। যদি কুলদেবতা কৃপা করেন, তবে নিঃসহায় হামির অতি অবিবেচনার কার্য্য করেও চিতোর উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে। কাকাজী ! দূতকে ডাক।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

ভট্ট। মহারাজ! চিতোরের লোকের কাছে আমার পরিচয় ব্যক্ত হওয়া উচিত হয় না। অতএব অনুমতি হলে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

হামি। ভালো ভট্টরাজ! সময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে ;—আমি তোমারি মন্ত্রণা অবলম্বন কর্‌লেম।

[ভট্টের প্রস্থান।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হোক্।

হামি। আপনি ব্রাহ্মণ ?

দূত। আজ্ঞে।

হামি। প্রণাম, আসন গ্রহণ করুন্।

(দূতের উপবেশন)

আপনি মালদেবের প্রেরিত ?

দূত। আজ্ঞে।

হামি। আপনি কি উদ্দেশে এসেছেন ? মালদেবের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাতে আপনার মুখ থেকে কোন শুভ প্রস্তাব শুনবের প্রত্যাশা নাই। আপনি দূত—বিশেষত ব্রাহ্মণ, নির্ভয়ে মালদেবের বক্তব্য ব্যক্ত করুন্।

দূত। মহারাজ! ক্ষত্রিয়দিগের পরস্পর ব্যবহার বুদ্ধির অগম্য। আজ যাদের প্রবল বিগ্রহ, কাল তাদের মধ্যে বিবাহের উৎসব।

হামি। ক্ষত্রিয়দের পরস্পর এইরূপ ব্যবহার আবহমান চলে আস্‌ছে বটে, কিন্তু মালদেবকে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গণনা করা যায় না।

দূত। মহারাজ! অগ্নি সম্ভূত চোহান, ক্ষত্রিয় নয়, এ কথা কিরূপ ?

হামি। এই কারণে বলছি ; জাতির মূল আচার। সকল মনুষ্যেরই একরূপ অবয়ব, কেবল কার্য্যের প্রভেদ জাতি প্রভেদের কারণ। গলে সূত্র ধারণ কর্‌ল্যেই কি ব্রাহ্মণ হয় ? না ব্রহ্ম উপাসনাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ।

দূত। আজ্ঞে সে সত্য।

হামি। ক্ষত্রিয় জাতির কার্য্য কি ? চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম রক্ষা, দুষ্টের দমন, দুর্ব্বলের পালন, দান, যজ্ঞ, এই সকল কার্য্য যে করে, সেই ক্ষত্রিয় কি না ?

দূত। আজ্ঞে, ক্ষত্রিয়ের এই সকল কার্য্যই বটে।

হামি। যে যবনের দাসত্ব স্বীকার কল্ল্যে, সে ত স্বয়ংই বিধর্ম্মী, সে অন্যের ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বে কি? মোছলমানেরা সাক্ষাৎ কলির সন্তান;—ভারত-ভূমির ধর্ম্ম লোপ করার উদ্দেশেই এদের জন্ম। এরা ভারতের কি দুরবস্থা না করেছে?—এরা যেখানে যায় সেই খানেই লোকের হাহাকার। ভারত-ভূমির এই বিভ্রাটের প্রতিকার করা কার কুলব্রত? সে কার্য্য ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণের নয়,—অর্থ-গ্রাহী বৈশ্যের নয়,—সেবাচারী শূদ্রের নয়;—অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের প্রতিই বিধাতা সে কার্য্যের ভারার্পণ করেছেন। আমার পূর্ব্ব পুরুষ সমরসিংহ সেই কর্ত্তব্য কার্য্যের পালনে কাগ্‌গার নদী-তটে যবনের সমরে প্রাণার্পণ করেছেন, তাঁর বংশধর খোমানের যবন দমনের কীর্ত্তি ভুবনবিখ্যাত রয়েছে;—আমার পিতামহ, পিতা, পিতৃব্যেরা—সকলেই সেই কর্ত্তব্যের পালনে কলেবর পরিহার করেছেন;—আমিও সেই কুলব্রত ধারণ করেছি;—যাবৎ ভারতে যবন থাকবে, তাবৎ আমার বংশের এই কার্য্য, অতএব যে ব্যক্তি সেই যবনের দাস, তাকে আমি ক্ষত্রিয় বল্‌তে পারি না।

দূত। মহারাজ! আপনি যা বলছেন সে সকলি সত্য, কিন্তু কালের প্রভাব অনিবার্য্য। কলিকালে ম্লেচ্ছেরা পরাক্রান্ত হবে, জ্ঞানচক্ষু ঋষিগণ এ কথা পূর্ব্বেই বলে গিয়েছেন, এখন কার্য্যেও তাই ফল্‌ছে,—কে রোধ কর্‌তে পারে? উচ্ছলিত সাগরের তরঙ্গ কর প্রসারণ করে কখনই রোধ করা যায় না। যিনি কালের প্রতিকূলচারী হন, তাঁকে পরিতাপের সঙ্গে পরিণামে অবশ্যই পরাভব পেতে হয়। যাঁরা কালজ্ঞ, তাঁরা নীরবে কালের কার্য্য সহ্য করেন; কালকৃত কার্য্যের দোষ গুণ তাঁরা অন্যের প্রতি আরোপ করেন না। মহারাজ! জীব নিতান্ত পরতন্ত্র, তার শক্তি কি? তৃণক্ষেত্র যে তরঙ্গিত হয়, সে ইচ্ছাধীন নয়, অলক্ষ্য বাতাধীন মাত্র।

হামি। বোধ হয় আপনি অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, তাতেই এরূপ জটিল যুক্তির সঞ্চার হচ্ছে। আমাদের অশিক্ষিত সরল মনের সংস্কার

এই যে কালের কার্য্য যা হবার তাই হক্, আমার কার্য্য আমার সম্পাদন করা উচিত কি না, কাল আমার কর্ত্তব্যের বৈরী হন হউন্, কালের সঙ্গে সমরে আমি পরাভব পাই তাতেও ক্ষতি নাই; কার্য্য সফল হবে কি না সে চিন্তা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, কারণ ফলাফল আমার আয়ত্ত নয়। কলিকাল এসেছে বলে কি কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসান হয়েছে? আপনি কি আর সন্ধ্যাবন্দনা করেন না?

কুঞ্জ। মহারাজ! ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করবের সময় আপনার এখন নয়; এখন উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করুন্।

হামি। আপনার বক্তব্য বলুন।

দূত। মালদেব আপনাকে এই বাক্যে সম্ভাষণ করেছেন যে, বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তাঁর যে ভাব, কারণ বশত তাঁকে সে ভাব বিস্মৃত হতে হয়েছে। তিনি অগ্নির সন্তান,—আপনি সূর্য্যের পুত্র, আপনাদের উভয়ের মিলন নিতান্ত প্রার্থনীয়। উত্তম পাত্রে যে দান সেই দানই পুণ্যপ্রদ হয়, বিশেষত কন্যাদান সকল দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনায় তিনি সকল বৈরভাব বিসর্জ্জন করে এই প্রার্থনা কচ্ছেন যে মহারাজ তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশে কৌলিক প্রথানুসারে এই নারিকেল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হামি। তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণার্থে আমাকে চিতোরে যেতে হবে?

দূত। আজ্ঞে তা ভিন্ন কিরূপে পাণিগ্রহণ কর্‌বেন?

হামি। পশু পক্ষীরাই লোভ বশতঃ জালে পড়ে,—মানুষ ত তত জ্ঞানহীন নয়।

দূত। মহারাজ! এ বিষয়ে আপনি কোন ছলনা চাতুরীর আশঙ্কা কর্‌বেন না। বিপক্ষের কন্যা বিবাহের উদাহরণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অনেক দেখতে পাওয়া যায়,—বৈবাহিক ক্রিয়ার উপলক্ষে বৈষয়িক বিরোধের সম্বরণ করা ক্ষত্রিয়দের ব্যবহারসিদ্ধ ধর্ম্ম।

হামি। সে সত্য, কিন্তু আলাউদ্দিন অতিশয় প্রবঞ্চক ছিল, মালদেব তারি প্রিয়পাত্র। বিবাহ উপলক্ষে কি আমাকে একাকী চিতোরে যেতে হবে?

দূত। পাঁচ শত সেনা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তার অধিক না হয়।

হামি। চিতোরে পাঠান সেনা কত আছে ?

দূত। পাঁচ হাজার।

হামি। হুঁ ; ভালো তাই হবে। আমি নারিকেল গ্রহণ কল্লেম। কাকাজী! ইহাকে উচিত মত পরিতোষিক প্রদান কর। বিবাহের দিন স্থির হয়েছে ?

দূত। আজ্ঞে আগামী কল্য শুভ লগ্ন আছে, যদি তাতে মহারাজের মত না হয় অন্য দিন স্থির করে সংবাদ পাঠান যাবে।

হামি। "শুভস্য শীঘ্রং" ভালো আগামী কল্যই আমি সন্ধ্যা সময়ে চিতোরে উপস্থিত হবো। কাকাজী ইহাঁকে পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

[দূত ও কুঞ্জর সিংহের প্রস্থান।

সুরতান। জলন্ধর! তোমরা অসন্তুষ্ট হইও না, একবার আমাকে অদৃষ্ট পরীক্ষা কর্‌তে দেও।

সুর। মহারাজ! আপনার সকল কার্য্যেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

হামি। চল, যে সকল প্রজারা এসেছে, তাদের কি ব্যবস্থা হলো দেখা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয়াঙ্ক।

—:০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিতোর—মালদেবের বাটীর তোরণসম্মুখে।

(মালদেব ও হরির প্রবেশ।)

মাল। হরি! তবে আমি নিশ্চিন্ত রইলেম। বরকে অভ্যর্থনা ক'রে আনার ভার তোমার পর রইলো—আমি পাঁচ কাযে ব্যস্ত,—মাজে মাজে অন্তঃপুরে যেতে হচ্ছে।

হরি। যে আজ্ঞে, অভ্যর্থনার জন্যে আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

মাল। তোমরা বালক, এসব কাজ কখন করো নি, লৌকিক নিয়ম সব ভালো করে জান না, তাই বলে দিচ্ছি, অতি বিনয়-ভাবে বর-যাত্রীদের সম্ভাষণ কর্‌বে। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করে আপনার বাড়ীতে আন্‌লে তাকে রাজার ন্যায় সম্ভ্রম কর্‌তে হয়, আর হাম্বিরত রাজপুত্র,—বাপ্পার সন্তান,—সূর্য্যবংশীয়।

হরি। আজ্ঞে তা জানি।

মাল। তাই বলছি যেন কিছুতে ত্রুটি না হয়। প্রসন্নবদনে, প্রিয়বাক্য, বিনয় ব্যবহার—লোকে এতে যত তুষ্ট হয়, পান ভোজনে বা ধন রত্ন দানে তত তুষ্ট হয় না।

হরি। আজ্ঞে, অভ্যর্থনার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি অগ্রেই দূত নিযুক্ত করে রেখেছি, বরযাত্রিরা দূরে থাক্‌তেই সংবাদ পাবো, আর অভ্যর্থনা কর্‌তে আমার সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁহারাও সব প্রস্তুত আছেন।

মাল। ভালো ভালো, সকল কার্য্যেই এইরূপ উদ্যোগী হবে;—অগ্রে এইরূপ বন্দেজ করে রাখ্‌বে, আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

হরি। মানুষ যত বুড় হয়, তত এক রকম হয়,—এক কথা ফিরে ফিরে একশ বার। (পরিশ্রম করিতে করিতে) এ বিবাহও চমৎকার! দেশে হাম্বির ছাড়া আর বর ছিল না, কথা না, বার্ত্তা না, একেবারেই বিবাহের সমুদয় স্থির হয়ে গেল।

(বনবীরের প্রবেশ)

বন। হরি কি বলছো?

হরি। আজ্ঞে বাবার কথা বলছিলেম।

বন। বাবার কথা কি বলছিলে?

হরি। বাবা ফিরছেন, ঘুর্‌ছেন, আর এক এক বার এসে আমাকে বলছেন, "হরি দেখ যেন, অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।"

বন। হরি! মানুষের বয়ঃক্রম যত পরিণত হয়, ততই আশঙ্কার ভাগ বৃদ্ধি হয়;—এটি স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম।

হরি। তা যাই হক্, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এ বিবাহ কি রকমে হলো ?

বন। কেন হরি ? গিহলোটকুল, চোহানদিগের করণীয় ঘর,—অসংলগ্নত কিছুই হয় নি।

হরি। আজ্ঞে তা বলছি না। বলছি যার সঙ্গে প্রাণান্তিক বৈর, তার সঙ্গে সহসা বিবাহ সম্বন্ধ এ কি রকম ব্যবহার ? বিশেষতঃ আপনার অভিপ্রায় জেনেছিলেন কি না, বলতে পারি না, আমাকেত আগে কিছুই বলেন নাই। কাল সন্ধ্যার সময় শুন্‌লেম যে, কাল সন্ধ্যার সময়ে হামিরের সঙ্গে লীলার বিবাহ। যে শুন্‌ছে, সেই অবাক হয়ে, দুই চক্ষু স্থির করে থাক্‌ছে।

বন। হরি! আমাদের এ সকল বিষয়ের আন্দোলন করবার প্রয়োজন নাই, কন্যা পিতার সম্পত্তি, কন্যার বিবাহে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার ;—আমাদের পিতৃ আজ্ঞা পালন মাত্র কর্ত্তব্য।

হরি। তাই হক্,—আমি অন্য বিষয়ের চিন্তা করছি।

বন। অন্য বিষয় কি ?

হরি। আমি চিতোরের কথা ভাব্‌ছি। হামির চিতোরে প্রবেশ কর্‌লে পরে কোন বিভ্রাট না হয়।

বন। ভাই ওসব চিন্তা ছেড়ে দেও। সম্পত্তি যত দিন যার ভোগে থাকবের, ততদিন অবশ্যই থাকবে, কিছুতেই যাবে না, তার পরে হস্তান্তর হবেই, কিছুতেই রক্ষা হবে না। এই চিতোর গিহলোটেরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছে, এখন তোমরা ভোগ কচ্ছো, পরে কে ভোগ করবে, কে বল্‌তে পারে ? যত বয়স হবে,—যত সংসার ব্যাপার দেখ্‌বে ততই লক্ষ্মীর লীলা কিরূপ বিচিত্র বুঝতে পারবে। (কিঞ্চিৎ পরে) বর আস্‌বের সময় প্রায় আগত ;—তুমি প্রস্তুত হও।

হরি। আজ্ঞে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে ; সূর্য্যদেব যদিও অলক্ষ্য হয়েছেন, তথাচ এখনও পৃথিবী পরিষ্কার রয়েছে,—রজনীর তামসিভাব অনুভব হচ্ছে না। (আকাশে দৃষ্টি করিয়া) দেখুন বৃক্ষের পত্রাদি এখনও পৃথক পৃথক দেখা যাচ্ছে।

বন। আঃ—নীরস বিষয় ব্যাপার নিয়েই লোকে দিবা রাত্রি ব্যস্ত,—দিবা রাত্রির ভাব একবারও লক্ষ্য করে না। এক দিবা রাত্রির মধ্যে

জগৎ সংসারে কত নূতন নূতন ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, মনঃসংযোগ করে দেখ্‌লে অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। দেখ দেখি, এই সন্ধ্যা সময়ের কেমন মধুর ভাব! গগনমণ্ডলের নীলিমা কেমন স্বচ্ছ,—কেমন স্নিগ্ধ! পশ্চিম দিকে প্রদোষ তারা প্রকাশ পাবার চেষ্টায় কেমন সজীবভাবে নিমেষ উন্মেষের অভিনয় দেখাচ্ছে! দেখে বোধ হচ্ছে, কেমন, যেন শ্যামলা সন্ধ্যা ছায়াপটে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে একটি মাত্র চক্ষু বিকসিত করে সস্নিগ্ধভাবে দেখছেন যে, সূর্য্যদেব অস্তগত হলেন কি না। সন্ধ্যা সময়ের প্রতি নিমেষেই অনুভব হচ্ছে যে,—দিন যাচ্ছেন, রজনী আস্‌ছেন;—প্রতি নিমেষেই জগতে যামিনীর আধিপত্য পর পর প্রগাঢ় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে,—দেখ, পর্ব্বতের শিরোভাগ ক্রমশই ধূমপুঞ্জের ন্যায় দেখাচ্ছে; তরুপত্রের অবকাশ সমূহ আর লক্ষ্য হয় না;—বস্তু সকলের আর সে পৃথক ভাব নাই;—সকলই পরস্পর বিজড়িত,—বিঘোর—বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে। ছিদ্রতল নৌকা ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ হয়ে যেমন মগ্নমান হয়,—ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীরও সেই ভাব অনুভূত হচ্ছে। দিঙ্মণ্ডল ক্রমশই নিষ্প্রভ, নীরব, দিবাভাগের কোলাহল পূর্ণ প্রভাময়ী সে পৃথিবী এখন কোথায়! আহা! এ সকল কেউ দেখেনা,—এ সকল নির্ব্বিকার আনন্দের উপভোগ কেউ করে না!

(ভৃত্যগণের প্রবেশ)

(তোরণের আলোক প্রজ্বলিত করণ)

হরি। দেখিস্‌রে, যেন তোরণের শিশি ভাঙ্গেনা।

বন। এই যে, তোরণসজ্জা সমুদয়ই হয়েছে। তোরণতোড় ব্যবহার রাজপুত ভিন্ন অন্য কোন জাতিরই নাই; কেমন, হরি! আর কোন জাতির এ ব্যবহার আছে কি?

হরি। আজ্ঞে না। এমন ব্যবহার কোন জাতিরই থাকা উচিত নয়। আমার যদি কখন কন্যা সন্তান হয়, তবে তাকে স্বহস্তে মেরে ফেল্‌তে হয় সেও স্বীকার, তথাচ তার বিবাহে এ জঘন্য ব্যবহার হতে দেব না।

বন। হরি! মনে কল্লেই জঘন্য, নৈলে কিছুই জঘন্য নয়।

(মালদেবের প্রবেশ)

মাল। এই যে বনবীরও এখানে আছো; হরি! কই তুমি অভ্যর্থনা করতে যাও নাই?

হরি। আজ্ঞে বর না এলে কার অভ্যর্থনা কর্‌তে যাবো?

মাল। কেন? সময়ত হয়েছে—হামির এত বিলম্ব কর্‌ছেন কেন?

(বীরণ সহ কন্যাগণের প্রবেশ)

তোমরা এসেছো সব, ভালো ভালো, কিন্তু দেখ বাছাসকল বেশি গণ্ডগোল করো না।

বীর। সে কি? আপনার জামাই ভুবনবিখ্যাত বীর, তাঁর সঙ্গে বেশি গণ্ডগোল না কর্‌লে হবে কেন?

হরি। আমি আগে বলে রাখ্‌ছি, যিনি খারাপ গান কর্‌বেন, তাঁর মাথাটি এই খানে থাকৃবে।

১ম কন্যা। ওভাই সে কি? চল তবে আমরা ফিরে যাই।

(কন্যাগণের গমনের উপক্রম)

মাল। আরে না না, হরি! তুমি অতি অবোধ, মঙ্গলকাজ,—কুলাচার, এতে কি ওসব কথা বল্‌তে আছে? (কন্যাগণের প্রতি) না না তোমরা যেও না, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো, কেউ কিছু বল্‌বে না।

বন। দেখি তোমরা লড়ায়ের কি অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত কর্‌লে, এগুলি কি? তীর, বাঃ অতি সুন্দর হয়েছে, এসব কি?

২য় কন্যা। এ ফাগ।

৩য় কন্যা। ভাই! তোরণ বড় উঁচু হয়েছে, আমি হয়তো উঠ্‌তে পারবো না।

৪র্থ কন্যা। সে কিরে ছুঁড়ী, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌বি তার ভয় কি?

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! বরযাত্রীরা নিকটবর্ত্তী।

মাল। হরি যাও, তোমার দলবল কোথায়? বাদ্যকরেরা কই?

হরি। আজ্ঞে সকলি প্রস্তুত আছে। (দূতের প্রতি) তুমি যাও, আমার বৈঠকখানায় ভগবন্তকে সব সমেত আস্‌তে বল।

[দূতের প্রস্থান।

বীর। (কন্যাগণের প্রতি) চল এই বেলা আমরা উপরে যাই।

(কন্যাগণের তোরণোপরি আরোহণ)

(বাদ্যভাণ্ড আলোক মালা সহ হরিসিংহের দলবলের প্রবেশ)

মাল। হরি! উত্তম আয়োজন হয়েছে, যাও আর বিলম্ব করো না।

[বাদ্য করিতে করিতে দলবল সহ হরিসিংহের প্রস্থান]

বনবীর! কন্যাদায়ের চেয়ে আর দায় নাই—নির্ব্বিঘ্নে লীলার বিবাহটি নির্ব্বাহ হলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বন। তার সন্দেহ কি? কিন্তু লীলাকে আপনি শত্রুর হস্তে সমর্পণ কর্‌লেন।

মাল। বনবীর! হাম্বির তোমার শত্রু, আমার শত্রু কিন্তু লীলাকে যখন বিবাহ কর্‌লে, তখন আর লীলার শত্রু রৈল না। কন্যা সৎপাত্রে সমর্পণ কর্‌তে হয়, আমি তাই কর্‌লেম।

বন। নানা জনে নানা প্রকার আশঙ্কা কর্‌ছে।

মাল। কেন আশঙ্কা কি?

বন। একে অচিন্তনীয় ঘটনা,—তায় সহসা হলো। লীলার বিবাহের দিনে সবাই শুন্‌লে যে আজ লীলার বিবাহ।

মাল। শোন বনবীর! জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিনটি নিতান্ত দৈব ব্যাপার। কার উদরে কার ঔরসে কে কবে জন্মগ্রহণ কর্‌বে, কেউ বল্‌তে পারে না, মৃত্যু কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে এসে কাকে ধরবেন আগে কেউ জান্তে পায় না;—চিররোগী শয্যায় পড়ে সকাতরে মৃত্যুকে আবাহন কচ্ছো, মৃত্যু তার কাছে না যেয়ে হয়ত যে তাকে একবারে ভুলে গেছে, সহসা তারি কাছে যেয়ে উপস্থিত হন। বিবাহও সেইরূপ দৈবের নির্ব্বন্ধ। লীলার বিবাহ হাম্বিরের সঙ্গে দৈব অবধারিত করে রেখেছেন, আমি কি করবো? দৈবের লিপি অখণ্ডনীয়।

বন। আজ্ঞে তা বটে। বরযাত্রীরা এসেছেন ;—বাদ্যের শব্দ ক্রমশই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

মাল। লগ্ন সময়েরও আর অধিক অপেক্ষা নাই।

(ভৃত্যবর্গের ইতস্ততঃ ব্যস্তসমস্ত ভাবে ধাবমান)

১ম কন্যা। ঐ দেখ ভাই! বরকে দেখা যাচ্ছে।

২য় কন্যা। এই এলো আর কি ?

মাল। আমরা এইখানে থাক্‌বো না, চল আমরাও একটু অগ্রসর হয়ে যেয়ে আবাহন করি।

(মালদেব ও বনবীরের অগ্রসর হইয়া গমন)

(বাদ্যভাণ্ড সহ বরযাত্রী প্রভৃতির তোরণ সমীপে আগমন)

মাল। ওহে বাদ্যকরেরা! একটু থাম, (বাদ্য নিবৃত্তি) (করপুটে হামিরের প্রতি) মহারাজ! কোন প্রকার ত্রুটি গ্রহণ করবেন না।

কুঞ্জ। শিষ্টাচারের কিছুই ত্রুটী হয় নাই।

মাল। কুঞ্জর সিংহ! আসুন্ আসুন্ ;—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

সুর। বাহুল্য শিষ্টাচারের আবশ্যক নাই ;—মহারাজ! সময় উপস্থিত ;—আর অপেক্ষা কি ? তোরণ ভগ্ন করুন্।

মাল। মহারাজ! লগ্নের সময় নিকটবর্ত্তী ;—কৌলিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করুন।

হামি। সুরতান্! তবে প্রবৃত্ত হই।

সুর। আজ্ঞে আর বিলম্ব কি ? তোরণ রক্ষে করবেন যাঁরা তাঁরা কোথায় ? আঁসোরে এসে বরের ভল্লের বল পরীক্ষা করুন্।

(কন্যাগণের দর্শন দান অস্ত্রপাত ও গীত)

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

জোর করে সাধের তোরণ ভাংতে কে পারে।
কেন এ পাশ ও পাশ এ ধার ওধার কচ্ছো মিছে বারে বারে॥
ঘুরিয়ে নেব তাগ পাবে না, ফিরিয়ে নেব বাগ হবে না,
কার শাদ্দি ছুঁতে অমতেতে, ঘা দিতে গে দেব্‌তা হারে॥

(হামিরের তোরণ ভাঙ্গিতে চেষ্টা কিন্তু কন্যাগণের কৌশলে পরাভব)

সুর। মহারাজ! একি, আপনাকে যে কষ্ট দিলে।

হামি। সুরতান! প্রতিদ্বন্দ্বী সব কেমন! এক এক জনের দৃষ্টিতে সৃষ্টি টলে।

(কন্যাগণের গীত)

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

এ সমরে কে পারে কে জিনে।
এ রণ শেখাতে কে জানে নারী বিনে ॥
মিছে হানাহানি, ওহে গুণমণি,
মান পরিহার, এতে নাহি হার,
জোরে নারিবে নেও নেওহে অম্‌নি কিনে ॥

হামি। বাঃ বাঃ! এরা কি চতুর! আমি যতবার ভল্লের আঘাত কচ্ছি একবারও তোরণে স্পর্শ হতে দিচ্ছে না।

জল। মহারাজ! সত্বর হউন।

(হামিরের ত্বরিতবেগে ভল্ল চালন)

(কন্যাগণের গান করিতে করিতে তোরণ রক্ষা।)

মাল। (কন্যাগণের প্রতি) তোমরা ক্ষান্ত হও, লগ্নের সময় অতীত হয়।

১ম কন্যা। আপনার জামাই এই বীর!

২য় কন্যা। ওহে বর! গলিত ঘর্ম্ম হয়েছে নাকি?

৩য় কন্যা। নানা ভাই আর না, বর কান্দছে।

২য় কন্যা। ওহে বর! গলবস্ত্র হয়ে প্রার্থনা কর, তবে তোরণ ভাংতে দেই।

(ইত্যবকাশে একাঘাতে হামিরের তোরণ ভগ্ন করণ,
বরযাত্রীগণের জয়ধ্বনি।)

মাল। মহারাজ! সময় অতীত হয়, প্রবেশ করুন্।

হামি। (প্রবেশ করিতে করিতে) সুরতান! হাতে ভল্ল তোরণও ভাংলেম, রুধিরের পরিবর্ত্তে অঙ্গে আবীর;—চিতোরের রাজ প্রাসাদেও প্রবেশ কচ্ছি, কিন্তু এত সকলি খেলা মাত্র;—সুরতান! এসকল কবে না জানি কার্য্যত সত্য হবে। আমার

এসকলের কিছুতেই সুখ বোধ হচ্ছে না। এই না আমার পিতামহ ভীম সিংহের প্রাসাদ ?

সুর। হাঁ মহারাজ !

হামি। হায় ! আমার তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে ? পরের আবাহনে পিতামহের প্রাসাদে প্রবেশ কচ্ছি।

কুঞ্জ। মহারাজ ! সময়োচিত ব্যবহার করুন।

হামি। কাকাজী ! আমি কোথায় ? এই না চিতোর ?

কুঞ্জ। মহারাজ ! ধৈর্য্য ধারণ করুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতোর।—মালদেবের অন্তঃপুর।

বাসর গৃহ।

(হামির শয্যায় উপবিষ্ট—অনতিদূরে ভূমিতে লীলা আসীনা।)

হামি। সুন্দরি ! নিকটে এসো, এতদিন তুমি আমি পৃথক্ ছিলেম, এখন তোমায় আমায় এক শরীর,—তবে আর দূরে কেন ? (করপ্রসারণ)

লীলা। (পশ্চাতে সরিয়া) মহারাজ ! আমাকে স্পর্শ কর্‌বেন না, আগে আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণ করুন্।

হামি। কি বক্তব্য ? তোমার সহচরীরা অন্তরাল থেকে পরিহাস কর্‌বে তাই বল্‌ছো ?

লীলা। মহারাজ ! তা নয়। আমার পিতা মাতার ইচ্ছা নয় যে সে কথা আপনার কর্ণগোচর হয়; কিন্তু কি করি আমার হৃদয়ের মধ্যে ঝড়ের ব্যাপার হচ্ছে।

হামি। এমন কি গোপনীয় কথা বল। কিন্তু দেখ যা বল্‌বে তার কোন অংশ অপ্রকাশ রেখোনা। বাসর ঘরে যে স্ত্রী পতিকে প্রতারিত করে, সে ভবিষ্যতে কি না কর্‌তে পারে ?

(লীলার নীরবে অবস্থান)

যে কথা বল্‌তে হবে তাতে আর বিলম্ব কেন ? তোমার পিতার কোন ষড়যন্ত্র আছে কি ?—আমাকে বন্দী কর্‌বে ?—না আমাকে

প্রাণে মারবের চেষ্টা আছে ? এই গোপনীয় কথা বল্‌বে ? তার জন্যে চিন্তা কি ? আমি পরম বৈরীর ঘরে এসেছি ; তখন আগেই সে বিষয়ের চিন্তা করেছি। হামির নিরস্ত্র নাই (অঙ্গের উপরিতন আবরণ উন্মোচন করিয়া) এই দেখ সকল অস্ত্র শস্ত্রই রয়েছে। (করবাল করে ধরিয়া) যার কাল পূর্ণ হয়েছে, সেই করবালহস্ত হামিরের সম্মুখীন হবে।

লীলা। আমার পিতার সঙ্গে পুর্ব্বাবধি আপনার শক্রুতা আছে, তাতেই আপনি এরূপ আশঙ্কা করছেন, কিন্তু স্বরূপত তা নয়। নিশ্চিত জান্‌বেন আপনার সম্বন্ধে তাঁর কোন অসৎ অভিসন্ধি নাই। আমার বক্তব্য বিষয়, মহারাজ! অনুমানের দ্বারা অবগত হবার নয়।

হামি। তবে তুমিই বল।

লীলা। মহারাজ! আমিত সে ভয়নাক কথা বলতে প্রস্তুত হয়েছি। যে ব্যক্তি আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞায় পর্ব্বত শিখরে দাঁড়ায়, সেও পড়বের পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হয় ;—কতদূর নীচে পড়তে হবে একবার তার পরিমাণ দেখে নেয়। আমারও সেই অবস্থা উপস্থিত। (কিয়ৎক্ষণ পরে নতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) মহারাজ! আপনি বলুন যে আমার যে কিছু দোষ থাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

হামি। এইমাত্র আমি তোমার পাণিগ্রহণ করেছি,—এই অল্পকালের মধ্যে তুমি কি দোষ করেছো। আমি কিছুই বুঝতে পারিনে।

লীলা। অগ্রে বলুন আপনি ক্ষমা করবেন।

হামি। ক্ষমার যোগ্য হয়, অবশ্যই ক্ষমা করবো। এখন বলবের কথা যা থাকে, তাই বল ;—অধিক ভূমিকার আবশ্যক নাই।

লীলা। মহারাজ! আপনি কাকে বিবাহ করেছেন, তা জানেন ?

হামি। (সবিস্ময়ে) "কাকে বিবাহ করেছি" সে কি কথা—? (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, নরাধম মালদেব হৃদয়ে করবালের আঘাত অপেক্ষা অতি গুরুতর আঘাতে আমাকে আহত করেছে। আমার কুল কলঙ্কিত করবের অভিপ্রায়ে নিশ্চিত কোন নীচ জাতির কন্যার সঙ্গে এই বিবাহ দিয়েছে। (সহসা অসি নিষ্কাশিত করিয়া) তুমি কোন্‌ জাতি ; কার কন্যা ?

লীলা। মহারাজ! রাজপুতের কন্যাকে মরণের ভয় দেখান কেবল অলীক আড়ম্বর করা মাত্র।

হামি। তুমি রাজপুতের কন্যা?

লীলা। হাঁ মহারাজ!

হামি। সত্য বলছো?

লীলা। মিথ্যা বলবের কোন প্রয়োজন নাই।

হামি। বোধ হয় তুমি মালদেবের কন্যা নও।

লীলা। এ হতভাগিনী মালদেবেরই কন্যা।

হামি। দেখো;—আমার স্ত্রী বধ করবের ইচ্ছা নাই।

লীলা। বধ কর্‌লেও আমার মিথ্যা বলবের ইচ্ছা নাই;—যাদের অতি নীচ প্রকৃতি, তারাই ক্ষণিক বিরামের জন্যে মিথ্যার মায়াময় আশ্রয় গ্রহণ করে,—সে আশ্রয় অধিক ক্ষণ থাকে না।

হামি। হুঁ,—নীচ জাতির এরূপ উন্নত বুদ্ধি অসম্ভব। (শয্যায় উপবেশনান্তে লীলার দিকে চাহিয়া) তবে তুমি মালদেবের কন্যা?

লীলা। তাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

হামি। তবে কেন বলছিলে যে, "আপনি কাকে বিবাহ করেছেন তা জানেন।"

লীলা। মহারাজ! আমার বক্তব্য বিষয়টী অতি ভয়ানক কথা;—আপনি স্বামী, আপনার কাছে কোন কথা গোপন করা আমার উচিত নয়। এই নিমিত্ত বলতে প্রস্তুত হয়েছি বটে, কিন্তু সমুদয় একেবারে বলতে পাচ্ছি না;—বলতে গেলে, কণ্ঠ রোধ হয়, আপনিও সহসা উতলা হয়ে উঠ্‌লেন। আপনি স্থির হয়ে আগে আদ্যোপান্ত শুনুন্, পরে আপনার যা অভিরুচি হয়, তাই কর্‌বেন।

হামি। ভালো তাই হোক, তুমি আদ্যোপান্ত বল, আমি কিছুতেই আর উতলা হবো না।

লীলা। আমি মালদেবের কন্যা, মহারাজ! তাতে আপনি কিছুমাত্র সংশয় করবেন না। আপনি কোন নীচ জাতির কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন নাই।

হাম্বি। তোমার বক্তব্য গোপনীয় কথাটি কি, আগে তাই বল।

লীলা। মহারাজ! আমি বল্‌ছি, ব্যস্ত হবেন না। পিতার পাঁচ পুত্র, আমি একমাত্র কন্যা,—পিতা চিতোরের আধিপত্য গ্রহণ করলে, তার এক বৎসর পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই। পাঁচ পুত্রের মধ্যে আমি একমাত্র কন্যা; বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠা, এই কারণে বাল্যাবধি সহোদরগণ অপেক্ষা আমিই পিতা মাতার অধিক স্নেহের ভাজন। কিন্তু দৈবের গতি বুদ্ধির অগম্য। পিতামাতার স্নেহভাজন হয়েও আমি জন্মাবচ্ছিন্নে এক দিনের নিমিত্তেও সুখী হলেম না,—পিতা মাতাও আমার জন্যে সর্ব্বদা অসুখী।

হাম্বি। কেন?

লীলা। যখন আমার চারি বৎসর বয়স, সেই সময়ে এক জন ভট্টিবংশীয় সরদার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিতোরে এসেছিলেন।

হাম্বি। তার পর?

লীলা। রাজপুতের কন্যা দায়ের পর দায় আর নাই;—সৎপাত্রে আমাকে সমর্পণ করবেন, পিতার এই চিন্তাই ছিল।

হাম্বি। ভালো।

লীলা। সেই ভট্টি সরদারের সঙ্গে পিতা আমার বিবাহের প্রস্তাব করায় তিনিও তাতে সম্মত হলেন।

হাম্বি। তার পর,—বল।

লীলা। তার পর,—আর কি বল্‌বো, সেই চারি বৎসর বয়সে সেই সরদারের সঙ্গে অতি গোপনে আমার বিবাহ হয়, পিতা মাতা পুরোহিত আর আমি ভিন্ন একথা আর কেউ জানে না, বিবাহের এক মাস পরেই পিতা সম্বাদ পেলেন সংগ্রামে ঐ সরদারের প্রাণান্ত হয়েছে।

হাম্বি। যথেষ্ট হয়েছে!—আর না,—আমি বিধবা বিবাহ করেছি!

(গমনোদ্যত)

লীলা। (হাম্বিরের পদ ধারণ করিয়া) মহারাজ! কোথায় যান, আমার অপরাধ কি?

হাম্বি। দেখ, আমাকে স্ত্রী হত্যার পাপে লিপ্ত করো না—বাধা দিও না, —আমি এই রাত্রিতেই এ অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করবো।

লীলা। মহারাজ! আত্ম বিস্মৃত হবেন না। এখানে আপনার অনেক শত্রু, ধৈর্য্য ধারণ করুন।

হামি। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে,—এ অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ কাপুরুষের লক্ষণ। আমাকে যেতে দেও, আপনার মৃত্যুকে কেন আপনি আবাহন কর।

লীলা। মহারাজ! অন্ততঃ দিবার অপেক্ষা করুন, রজনী প্রভাত হলে যে কর্ত্তব্য হয় করবেন।

হামি। দিনের আলোকে সেনা সামন্তগণের চোখ চেয়ে আমি এ অপমানের কথা বল্‌তে পারবো না। অন্ধকার রাত্রিই এর উপযুক্ত সময়।

লীলা। আপনার সেনা সামন্ত এসময়ে সকলি নিদ্রিত—আপনি অপেক্ষা করুন।

হামি। তারা সকলেই জেগে আছে, তারা আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্,—সকলেই নিশ্চিত জানে এ বিবাহে বিভ্রাট ঘটবে। আমি ভূত গ্রস্ত হয়ে, সকলের অমতে এ বিবাহে সম্মত হয়েছিলেম।

লীলা। মহারাজ! ক্ষান্ত হউন,—আপনি আমার বক্তব্য আত্যোপান্ত শুন্‌তে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

হামি। আর কি আছে, বল।

লীলা। আপনি বসুন, আমি সমুদয় বলি। (হামিরের শয্যায় উপবেশন)

হামি। আর কি বক্তব্য আছে, বল। যা বলবে সংক্ষেপে বল।

লীলা। মহারাজ! অভাগিনী লোকের নিয়মে দোষী, না, বিধাতার নিয়মানুসারে ত্যাজ্য?

হামি। এই তোমার বক্তব্য? না আর কিছু আছে?

লীলা। যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার বয়ক্রম চারি বৎসর, ভীষণ স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হয় মাত্র,—রাজপুত ন্যায়পরায়ণ মহারাজ! এ বিবাহ কি বিবাহ?

হামি। কন্যাদানের নাম বিবাহ—পিতা শাস্ত্রানুসারে কন্যাকে দান কল্লেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রেরও এই মত,—লোকেরও এই মত।

লীলা। বিধাতারও কি এই মত? ভাল, সেই মতই থাকুক। সম্প্রতি আমি এই বল্‌ছি যে, বিপদ উপস্থিত হলে, তার প্রতিকারের

উপায় করা উচিত। এ গোপনীয় কথা আমি, আর আমার পিতা, মাতা, ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। আপনি এখন গোলযোগ কল্লে, গ্লানির কথা ব্যক্ত হবে মাত্র।

হামি। আমি যা কর্‌বো, তাতে লোকে এ অপমানের কথা শুন্‌তে পাবে বটে ;—কিন্তু বলতেও পার্‌বে যে, অপমানের উচিত প্রতিশোধ দেওয়া হয়েছে।

লীলা। তা না করে, এ গ্লানি গোপন রাখাই উচিত।

হামি। (ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিয়া) তুমি মনে করেছো যে, আমি এ কথা গোপন করে, তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবো—তা কখনই হবে না। হিন্দু কখন উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন করে না।

লীলা। মহারাজ! আমার রাণী হবার অভিলাষ নাই। আপনার সঙ্গে পূর্ব্বে কখন দেখা সাক্ষাৎও হয় নাই। লোক মুখে আপনার গুণগ্রাম শুনেছি মাত্র, তথাচ আমি আত্মবিস্মৃত হই নাই ;—যখন যখন হৃদয় স্পন্দিত হতো, তখন তখন আমিও বলেছি, "হৃদয়! স্থির হও,—উচ্ছিষ্ট দ্রব্য দেবভোগ্য হয় না।" আত্মসমর্পণ,—মন প্রাণ অর্পণ,—আত্মবিস্মরণ,—এতেও কি কোন ফল নাই? ন্যায়বান্ রাজপুতহৃদয় কি এত কঠিন,—যে আত্মবিসর্জ্জন,—সর্ব্বস্ব অর্পণেও অবলা নারী দোষী হয়। মহারাজ! কেবল মাত্র বলে দিন্ যে, সেই বিস্মৃত সর্দ্দার ও আপনি উভয়ের মধ্যে কে আমার স্বামী? পতিপূজা নারীর পরম ধর্ম্ম। মহারাজ! দাসীকে ত্যাজ্যা কল্লেন,—অভাগিনীকে শিখিয়ে দিন্, কার মূর্ত্তি আমি দিবা রাত্রি হৃদয়ে পূজা কর্‌বো। মহারাজ! মৃত সর্দ্দারের মূর্ত্তি মনে নাই,—পূর্ব্বেইত বলেছি যে, স্বপ্নের ছায়া মাত্র ;—দূরে আন্ধার মাত্র।

হামি। তুমি অনেক অলীক আড়ম্বর করে আমার সময় নষ্ট কচ্ছো। তোমার বক্তব্য আর কিছু থাকেত বল। ন্যায় অন্যায়ের উপদেশ শুন্‌তে আমার প্রতিজ্ঞা নাই।

লীলা। মহারাজ নারী নন্,—আমার অবস্থাপন্ন নন্—আমার অবস্থা মহারাজ বুঝবেন কেমন করে?—ভাল সে যাই হোক্, আপনি এই ক্ষণেই অপমানের কি প্রতিশোধ প্রদান করবেন?

হামি। যারা এই অপমানের কারণ, তাদের সবংশে নিপাত কর্‌বো।

লীলা। আপনি উতলা হবেন না, স্থির হয়ে বিবেচনা করুন্। তাতেই বা অপমানের কি প্রতিশোধ হবে? আমার পিতা ভ্রাতা আত্মীয়েরা ক্ষত্রিয়, সমরে শরীর ত্যাগ করে স্বর্গে গমন কর্‌বেন। আপনি আমার কথায় কর্ণপাত করুন,—আমাকে কেলবারায় নিয়ে চলুন্, সেখানে আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করবেন;—আমি প্রেয়সী হতেম,—না হয় দাসী হয়ে থাক্‌বো।

হামি। তাতেই বা আমার কি উপকার হবে? অধিকন্তু এই অপমানের স্মৃতি পত্রের স্বরূপ তোমাকে সর্ব্বদাই চোখের উপর দেখ্‌তে হবে।

লীলা। এ অপমানের প্রতিশোধ কি আর কিছুতেই হয় না?

হামি। আর কিছুতেই নয়।

লীলা। মহারাজের গুণগ্রাম অনেক শুনেছি, আমি ত্যাজ্যা, কিন্তু চিতোর-ভ্রষ্ট গিহোলোটবংশীয়ের কি চিতোরের প্রতি দৃষ্টি নাই?

হামি। সে কথা কেন? তোমার বিবেচনায় কি আমি নারীলালসায় এখানে বিবাহ কর্ত্তে এসেছি, আমি চিতোর দর্শনের নিমিত্তই এই স্থানে এসেছি। শত্রুগৃহে—যবনদাসগৃহে—আমি কি বিবাহ করতে আস্‌তেম? কেবল পিতৃধাম,—স্বর্গীয় পিতৃতীর্থ,—দর্শন করতেই এসেছি। যখন চিতোরে পদার্পণ কল্লেম, তখন আমার হৃদয়ে সহস্র ভাবের উদ্রেক হতে লাগলো,—যখন স্ত্রী জ্ঞানে তোমাকে সম্বোধন করেছিলাম, তখনো সেই নানা ভাবের উদ্রেক হৃদয়ে ছিল; এত অপমানেও হৃদয়চ্যুত হয় নাই—নচেৎ এখনো অসি মোচন করি নাই। তুমি কি মনে কর, চিতোর ভিন্ন আমার জীবনে অন্য উদ্দেশ্য আছে; চিতোর ভিন্ন অন্য কিছু আমার হৃদয়ে স্থান পায়?

লীলা। ক্ষণিক কোপের বশবর্ত্তী হোয়ে চিরদিনের সে উদ্দেশ্য বিফল করা কি উচিত হয়? আপনি চিতোর পেলে এ অপমান বিস্মৃত হতে পারেন?

হামি। তোমার পিতা কি আমাকে চিতোর যৌতুক দেবেন? (হাস্যের

সহিত) আমি ভিক্ষুক নয় ;—ভিক্ষা করে চিতোর গ্রহণের ইচ্ছা নাই। চিতোরে তোমার পিতার অধিকারই বা কি ? তোমার পিতা পাঠানের দাস বৈত নয়।

লীলা। মহারাজ! চিত্তের অস্থির ভাব থাকলে, কোন কথাই স্থান পায় না। আপনি স্থির হয়ে শুনুন্। আপনি আজ চিতোর আক্রমণ করে কোন মতেই হস্তগত করতে পারবেন না,—আপনার পাঁচ শত বই সেনা নাই,—চিতোরে এখন পাঁচ হাজার পাঠান সেনা আছে। আপনার চিতোর হস্তগত করার চেষ্টা একবার বিফল হলে, আর সফল হওয়া সুকঠিন ;—সেনা সামন্ত সকলেই ভগ্নোদ্যম হবে,—শত্রুপক্ষেরও সাহস বৃদ্ধি হবে। অতএব সুগম নিশ্চিত পথ থাকৃতে, আপনি কেন অনিশ্চিত দুর্গম পথ অবলম্বন করেন। আপনাকে চিতোর ভিক্ষা করে নিতে হবে না,— অন্য উপায় আছে।

হামি। তোমার বাক্‌চাতুরি বিস্তর। কি উপায় আছে ?

লীলা। মহারাজ! যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করে আপনার এত গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, সে সেই উপায় সংঘটন করে দিতে পারে, —যদি তার কথায় আপনি নির্ভর করেন।

হামি। চিতোর উদ্ধারের উপায় ?—তোমা হতে ?

লীলা। আমা হতে।

হামি। সত্য ?

লীলা। আমি মিথ্যাবাদিনী হলে আপনার সর্ব্বনাশের কথা, আপন মুখে ব্যক্ত করতেম না।

হামি। (স্বগতঃ) এ কথা সত্য, আত্মদোষ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যক্ত করা অতি বলবান্ হৃদয়ের লক্ষণ, (প্রকাশ্যে) তোমা হতে যদি চিতোর উদ্ধার হয়, তবে জান্‌লেম, তুমি গিহোলোটবংশের কুললক্ষ্মী— হাম্মিরের আরাধ্য দেবতা ;—হাম্মির তা হলে তোমাকে হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপিত করে, চিরজীবন তোমার পূজা করবে।

লীলা। মহারাজ! ক্ষান্ত হউন, আর কেন আমার চিত্তকে চঞ্চল করেন ?—আমার দুর্দ্দশার মেঘে আর দুরাশার বিজুলি খেলার প্রয়োজন নাই।

হামি। (লীলার কর ধারণ করিয়া) তুমি ওসকল কথা আর কিছুই মনে করো না। চিতোর উদ্ধারের কি উপায় বল দেখি ?

লীলা। (ঈষৎ হাস্যে) মহারাজ! এত ব্যগ্রভাব কেবল অবিশ্বাসের লক্ষণ, আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র প্রত্যয় হয় নাই।

হামি। না না তা নয়, তবে কি জান, জলের শব্দ শুন্‌লেও তৃষিত পথিকের প্রাণ শীতল হয়।

লীলা মহারাজ! জাল নামে আমার পিতার এক কর্ম্মচারী আছে। প্রাতে যৌতুক গ্রহণের সময় পিতার কাছ থেকে যৌতুক স্বরূপে সেই জালকে চেয়ে নেবেন, জাল হস্তগত হলেই জানবেন যে চিতোর দুর্গ আপনার হস্তগত হলো।

হামি। জালের দ্বারা কিরূপে চিতোর হস্তগত হবে? জাল এক জন প্রসিদ্ধ বীর নয়,—আয় ব্যয় ইত্যাদি অর্থসংক্রান্ত একজন কর্ম্মচারী মাত্র, তবে শুনেছি সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান বটে।

লীলা। মহারাজ! কা হতে কোন্ কাজ হতে পারে না পারে তা কে বল্‌তে পারে? আপনার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র বানরের সাহায্যে রাবণের লঙ্কা জয় করেছিলেন।

হামি। তা বটে।

লীলা। মহারাজ! আমার কথায় প্রত্যয় করুন্, এসকল বিষয়ের মন্ত্রণার উপযুক্ত স্থান চিতোর নয়, কেলবারায় যেয়ে সবিশেষ শুনে আমার কথা যদি প্রবঞ্চনা বোধ হয়, তখন যে দণ্ড কর্‌তে ইচ্ছে হয় করবেন।

হামি। না না তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। ভালো কেল-বারায় যেয়েই সবিশেষ শুনবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে চিতোর কতদিনের মধ্যে হস্তগত হবে?

লীলা। মহারাজ! সত্বরই হওয়ার সম্ভব। দেখুন নীচজাতীয়া কন্যার দ্বারা যদি আপনার কোন কার্য্য সাধন হয়, না হয়, করবালত কাছেই আছে, খুল্‌তে কত ক্ষণ।

হামি। প্রিয়ে! ওসকল কথা বিস্মৃত হও।

লীলা। মহারাজ! ও আর বিস্মৃত হবার নয়।

হামি। যখন এই চিতোরে বাপ্পার সিংহাসনে বসবে তখন অবশ্যই ভুল হবে।

লীলা। মহারাজ! আপনি স্ত্রীলোকের চিত্ত কিছুই জানেন না। ছত্র, দণ্ড, সিংহাসন এতে স্ত্রীলোকের মন ভোলে না; স্ত্রীলোকে এ সকল নিয়ে কি করবে। পতির প্রেম ভিন্ন স্ত্রীলোকে আর কিছুই চায় না, রাজার রাণী,—ভিখারির ভিখারিণী,—সকল রমণীর একই আশা,—একই লালসা,—স্ত্রীর প্রতি পুরুষের প্রেম দশ কাজের এক কাজ, স্ত্রীলোকের প্রেম সেরূপ নয়;—স্ত্রীলোকের যে প্রেম সেই প্রাণ। বিষয়ব্যস্ত পুরুষে তা বোঝে না;—বুঝলে স্ত্রীজাতির এত দুর্গতি হতো না।

হামি। এ কথা সত্য পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী জাতির প্রকৃতি যে কোমল তাতে আর সংশয় নাই। প্রিয়ে এসো, বিশ্রাম করা যাক।

লীলা। না মহারাজ! কলহের রাত্রি অবসান হয়েছে। ঐ দেখুন, গবাক্ষের অবকাশে আকাশ দেখা যাচ্ছে।

হামি। তা হোক্, সমস্ত রাত্রি জেগে তোমার অতিশয় কষ্ট হয়েছে; একটু বিশ্রাম কর।

লীলা। মহারাজ! আর বিশ্রামের প্রয়োজন নাই। এমন বাসরের রাত্রি যেন কোন হতভাগিনীর ভাগ্যে না ঘটে!! (রাজপথে প্রভাতসূচক গীত)

ভৈঁরো—আড়াঠেকা।

জাগো বিলাসি।
প্রিয়জন পরিহরি, বীরভূষা পরি বিদায় মাগিছে হাসি॥
ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন.
এবে অধীনতা দুখরাশি॥
দেশ অনুরাগে, বীর ধীর জাগে,
জাগে জন্মভূমি সুখপ্রয়াসী॥
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসী॥
তপন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর শোণিত স্রোত বৈরিবিনাশি।
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্য কাল হ’লো উদয় আসি॥

লীলা। এ গীত আর কারু নয়,—এ সেই পাগলা ভাট।

হামি। পাগলা ভাট কে?

লীলা। এক জন ভিখারি ভাট আছে, সেই রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে বেড়ায়।

হামি। (স্বগত) ধন্য উদয়ভট্ট! তোমার এ প্রভুভক্তির উচিত পুরস্কার কিসে হবে, কিছুই বুঝতে পারিনে।

(নেপথ্যে।) হাঁরে বীরণ! তুই কমনে গেলি?—অর্দ্ধেক সিঁড়িতে তুলে রেখে হাত ছেড়ে দিলি?—ওরে আমি পড়ে মলেম।

হামি। ও কে কথা কয়?

লীলা। মহারাজ! আমার ধাত্রী অতি প্রাচীনা হয়েছে—বীরণ বলে আমার এক সখী আছে, সে সর্ব্বদাই বুড়ির সঙ্গে পরিহাস করে, সেই অর্দ্ধেক সিঁড়িতে তুলে হাত ছেড়ে দিয়েছে;—তাই ডাকছে।

(বীরণ ও পান্নার প্রবেশ)

পান্না। বাবা, বাবা, ছুঁড়ী তোকে আর বিশ্বাস নাই;—তুই কবে আমাকে পাতকুঁয়ায় ফেলে দিবি।

বীর। (জনান্তিকে) মর বুড়ী, চুপ কর;—এখানে যে বর কন্যা রয়েছে।

পান্না। ওমা লীলা কই তুমি—মা! আমাকে একখানা পাখা দেও—তোমার বীরণী আমাকে খুন করেছে।

(লীলার পাখা লইয়া পান্নাকে ব্যজন)

পান্না। (সুস্থ হইয়া লীলার গাত্র স্পর্শ করিয়া) মা! রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? আমার বাবা কোথায়?—বাবা ঘুমুচ্ছে কি?

বীর। (লীলাকে জনান্তিকে) কি পাপ সাতে করেই এনেছি!

পান্না। বাবা বসে আছে বটে বীরণ? (উঠিয়া ধীরে ধীরে হামিরের নিকট গমন) বাবা! তোমার হাজার বচ্ছর পরমাই হোক্, তুমি বড় ঘরের বেটা,—তোমার বাপ দাদাকে খেয়ে আমরা মানুষ। বাবা! তোমার মুখখানি দেখি, (মুখের নিকট অবনত হইয়া) বীরণ! জান্‌লাটা খুলে দে না, একটু আলো হোক্, ভালো করে দেখি।

বীর। মরণ আর কি, জানলা খোলা রয়েছে যে।

পান্না। খোলা রয়েছে, ওমা তাই ত (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া) এই

যে দিব্বি মুখখানি, বাবা আমি বসি ;—তোমার সাত বেটা হোক্।

বীর। বেটী করে কি গো।

পান্না। চুপ কর্ ছুঁড়ী মেলা বকিসনে।

হামি। হাঁ তুমি বসো ;—দাঁড়াতে কষ্ট হয়।

পান্না। হাঁ বাবা, পায় বাত করেছে,—বাবার আমার কথাগুলিও মিষ্টি।

হামি। তোমার কত বয়স হয়েছে ?

পান্না। বয়েস বাবা ঠিক বল্‌তে পারি না—তোমার পিতামহের যখন বিয়ে হোলো, তখন আমি দুই বেটার মা।

হামি। তোমার বেটারা কি করে ?

পান্না। (সরোদনে) বাবা ! তারা সকলেই আমাকে ফেলে গেছে,—আমার বেটা, পুত্র, মা, বাপ সকলি লীলা ;—আমার আর কেউ নাই। বাবা! তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষে আছে ;—আমাকে সেই ভিক্ষেটি দিতে হবে বাবা।

হামি। কি চাও বল।

পান্না। আমি টাকা কড়ি চাইনে, আমার একটি কথা রাখ্‌তে হবে বাবা।

হামি। কি কথা ?

বীর। (সরোষে) আবার কি পাগলামি কচ্ছো ? চল তোমাকে নিচে রেখে আসি।

পান্না। থাম্ বীরণ ! সকল সময় জ্বালাতন করিস্‌নে ;—আমার মনের কথা আগে বল্‌তে দে।

হামি। কি কথা বল।

পান্না। বাবা তুমি বড় ঘরের বেটা ;—রঘুবংশী ; পূবের সূর্য্য যদি পশ্চিমে যায়, তবু তোমাদের কথা নড়ে না। তুমি আগে বল বাবা, আমার কথাটি রাখবে।

হামি। যদি রাখবের মত কথা হয় ত অবশ্যই রাখবো।

পান্না। রাখ্‌বেত বাবা। আমি টাকা কড়ি শাল দোসালা কিছুই চাইনে। আমাকে এই ভিক্ষেটি দিতে হবে যে আমার লীলাকে যেন সতীনের জ্বালা সইতে না হয়।

হামি। (কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) ভালো তাই হবে,—আমি আর বিবাহ করবো না।

পান্না। তুমি রাজরাজেশ্বর হও ;—বাবা! আমার বুকটা যেন পাতলা হলো। রাজার ঘরে খাওয়া পরার দুঃখ নাই, সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তার অভাব নাই,—রাজরাণীদের সকলি সুখ, কিন্তু সুখ থেকেও নাই—সতীনের কাঁটা দিন রাত্তির বুকে বেন্ধে। লীলার বিবাহের কথা শুনে অবধি আমি তাই ভাবছি। (রোদন)

হামি। আর কান্দো কেন? তুমি নিশ্চিত জেনো আমি আর বিবাহ করবোনা।

পান্না। বাবা! তুমি রঘুবংশী,—তোমার কথা কখনই নড়বে না, তা আমি জানি। লীলা! মা আমি অতি দুঃখী,—আমার কিছুই নাই, তোমার বিয়েতে আমি আর কি যৌতুক দেব ;—বাবা আমাকে যে ভিক্ষেটি দিলেন এইটিই তোমার যৌতুক।

বীর। ঠাকুরকন্যে! তোমার চোখে জল এসেছে ;—তা আসতে পারে, বুড়ির পেটে পেটে এত বুদ্ধি তা আমি জানিনে ;—এই জন্যে বুড়ী আসতে এত ব্যস্ত হয়েছিল।

পান্না। বাবা তবে আমি নিচে যাই ;—বীরণ্! আমাকে রেখে আয়।

[বীরণ ও পান্নার প্রস্থান।]

লীলা। মহারাজ! আমার ধাত্রী প্রাচীনা হয়েছে, প্রাচীন হলেই বুদ্ধির ভুল হয়,—নৈলে এমন কঠিন অনুরোধ করবে কেন? যাই হোক্ ও অঙ্গীকারে আপনাকে আবদ্ধ জ্ঞান করবেন না।

হামি। প্রিয়ে! অতি সামান্য ব্যক্তিও আপনার বাক্যের অন্যথাচরণ করতে চায় না। আর আমি আমার বংশের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করবো, তোমার কি এইরূপ বিশ্বাস হয়?

লীলা। সহসা অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন, তাই বলছি।

হামি। কঠিন কি? তোমায় বলেছি যে চিতোর ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কিছুই নাই,—চিতোরকুললক্ষ্মী ব্যতীত আমার হৃদয়ে কে আর স্থান পাবে?

লীলা। স্থান না পাক্ ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যেও আবশ্যক। সে যা হউক্ আমার কথাটি যেন ভুল না হয়।

হামি। কি কথা?

লীলা। জাল।

হামি। সে কথা ভুল্‌বের নয়। প্রিয়ে! আমার কি দুর্ব্বল হৃদয়? রোগী যেমন আরোগ্য ভিন্ন আর কিছুই চিন্তা করে না, চিতোর ভিন্ন সেইরূপ আমারও আর কোন চিন্তার উদয় হয় না। আমার বংশের সকলেই চিতোরের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করেছেন, আমি হয় চিতোর উদ্ধার করে গিহোলোট কুলের কলঙ্ক ভঞ্জন করবো,—না হয় চিতোরের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করে গিহোলোট কুল নির্ম্মূল করবো, সম্প্রতি আমি ভিন্ন আমার বংশেত আর কেউ নাই।

লীলা। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, চিতোর অবশ্যই আপনার হস্তগত হবে।

(বীরণের প্রবেশ)

বীর। ঠাকুরকন্যে! বাড়ীর সকলেই জেগেছে।

লীলা। আমিই কি ঘুমচ্ছি।

বীর। সবাই মনে কচ্ছে তাই, সমস্ত রাত্রি জেগে ভোরে না ঘুমুলে এত বেলা হবে কেন?

হামি। ইনিই তোমার সখী? ইনি কাল্ তোরণ রক্ষায় ছিলেন না?

লীলা। ছিলেন বই কি,—ইনিই দলপতি।

বীর। দলপতি কি? সেনাপতি বল।

হামি। যে যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে, তার সেনাপতি উপাধি নিয়ে আর গৌরব কি? তোরণতো রক্ষে হলো না।

বীর। ভাঙতে না দিলে কি কেউ জোর করে ভাংতে পারে?

হামি। জোর করে ভাঙ্গা যায় কি না, না হয় এসো আর একবার পরীক্ষা নেও।

বীর। এখন যে পরীক্ষা নেবার—সেই নেবে। তার কাছেই ভালো করে পরীক্ষা দিন, আমাদের পরীক্ষা কাটে কাটে হয়ে গেছে।

লীলা। মরণ আর কি, বীরণ! চল নিচে যাই [হামিরের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে বীরণের সহিত প্রস্থান]

হামি। (পরিক্রম করিতে করিতে) কি অদ্ভুত ঘটনা! পরম বৈরী মালদেবের কন্যাকে বিবাহ কল্লেম,—সে কিনা আবার বিধবা,—পূর্ব্বে তার আর একবার বিবাহ হয়েছিল। হা বিধাতা!

গিহোলোট কুলের প্রতি তোমার কোপদৃষ্টির কি অবসান হবে না? ছিন্নকাননে একমাত্র তরুর ন্যায় গিহোলোট বংশে একা আমিই জীবিত আছি,—আমার উপরেই এই বজ্রাঘাত। যাই হোক, ধৈর্য্য ধারণ বিনে আর আমার গত্যন্তর নাই।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ! কি আদেশ হয়?

হামি। আমার সামন্তেরা সকলেই জেগেছেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সকলেই জেগেছেন।

হামি। চল আমি সেই খানে গিয়ে প্রাতঃক্রিয়া করবো।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।